আল্লাহ প্রেমের সন্ধানে

Scanned with CamScanner

সূচি

আমাদের কথা ৬
এ সফর মুহাব্বতের ৭
প্রভুর আনুগত্যে অবিচল তারা ৮
হও হেদায়াত অন্বেষী ১০
হেদায়াতের খোঁজে সালমান ফারসী রাযিয়াল্লাহু আনহু ১১
কে বলে দেবে কোথায় তার মঞ্জিল ১৩
অবশেষে এলো সেই মাহেন্দ্রক্ষণ ১৫
হেদায়াত লাভের জন্যেই সয়েছিলেন এ যাতনা ১৮
হেদায়াত তো পেতে চাই কিন্তু... .... ১৯
চলো নিরাপদ শহরে ঘুরে আসি কিছুক্ষণ ২১
কে যাবে মক্কায় ২৩
বাইয়াতুর রিদ্‌ওয়ান ২৪
কোরাইশদের রণপ্রস্তুতি ২৫
উরওয়ার ঔদ্ধত্য ২৭
ভক্তি-শ্রদ্ধার অনুপম নিদর্শন ২৯
নবীজীর সাথে হুলাইস ইবনে আলকামার সাক্ষাৎ ৩০
এ লোকটি বড়ই মন্দ ৩১
এলো সন্ধির প্রস্তাব ৩১

Scanned with CamScanner

সন্ধির শর্তাবলী ৩৩
আশ্চর্য শর্ত ৩৪
হৃদয় বিদারক দৃশ্য ৩৫
আপনি কি সত্য নবী নন? ৩৬
আল্লাহ ﷻ অচিরেই মুক্তির ব্যবস্থা করবেন ৩৮
আবু জান্দালের বন্দি জীবন ৩৮
আবু বাসীরের ঘটনা ৩৯
নতুন ঠিকানা ৪২
বিদায় বেলায় এলো ঘরে ফেরার ডাক ৪৩
উত্তম ঠিকানা খোদাভীরুদের জন্যেই ৪৪
আজ কে আছে তার মত ৪৫
হ্যাঁ, তোমাকেই বলছি ৪৬
প্রতিদান যখন জান্নাত বিপদ তখন নস্যি ৪৮
দশম হিজরীর একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা শোনো ৪৯
মুসাইলামার ধৃষ্টতা ৫১
রাসুলের জবাবী চিঠি ৫১
নির্ভীক সাহাবীর ঈমানী দৃঢ়তা ৫২
আপনার সন্তুষ্টি অর্জনই ছিল আমার একমাত্র লক্ষ্য ৫৪
তিনি দুর্যোগ-মসিবত দিয়ে পরীক্ষা করেন ৫৬
অহংকার : হেদায়াত লাভের পথে অন্তরায় ৫৭
অহংকারের করুণ পরিণতি ৫৮
এবার আক্ষেপের পালা ৬০
আঁকড়ে ধর দাসত্বের চৌকাঠ ৬২
দুনিয়ার জন্য দীন পরিত্যাগ নয় ৬৩
মাটি গ্রহণ করেনি যার লাশ ৬৩
আলো ছেড়ে আঁধার পানে ৬৫
ভালোবাসা অর্জনে ঈমান বিসর্জন ৬৫
সম্পদের লোভে সংকল্প পরিত্যাগ,অতঃপর... .... ৬৭
বিধর্মীদের সাথে মেলামেশার পরিণতি ৬৯
দীনের ওপর অবিচলতায় সঙ্গীর সাহচর্যের প্রভাব ৭০

Scanned with CamScanner

প্রভাবিত না হয়ে প্রভাব বিস্তারকারী হও	৭১
আমার নবী কেমন আছেন?	৭২
দীনের জন্য নিবেদিত প্রাণ	৭৬
আল্লাহওয়ালাদের সাথে মনের অবস্থা শেয়ার করো	৭৭
আমার অন্তর কঠোর হয়ে গেছে	৮০
সর্বদা আনুগত্য কর আল্লাহ ﷻ-র	৮১
তিনি ছিলেন দয়ার আঁধার	৮২
সহমর্মিতার বিরল উপমা	৮৩
গোপন সদকা প্রভুর ক্রোধকে দমিয়ে দেয়	৮৫
সুসংবাদ প্রভুর ভয়েপূর্ণ অন্তরগুলোর জন্য	৮৬
দীনের ওপর দীর্ঘ অবিচলতা যেন ধোঁকায় না ফেলে	৮৭
তুমি কিভাবে জান্নাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে	৮৮
কেমন হবে সেই জান্নাত	৮৯
আশ্চর্য! জান্নাত-সন্ধানীরা কিভাবে ঘুমিয়ে আছে	৯১
শেষ যামানার ফেতনা	৯২
সুসংবাদ সেই সল্পসংখ্যক মানুষদের জন্য	৯৪

Scanned with CamScanner

আমাদের আরজ

মাথার উপর আসমান, পায়ের নীচে জমীন। এই দুয়ের মাঝে আছে অসংখ্য সৃষ্টি। এসব আল্লাহ ﷻ বানিয়েছেন আমাদের জন্য। মানুষের জন্য। এজন্য সূর্য আমাদেরকে আলো ও তাপ সর্বরাহ করে। রাতের অন্ধকারে চাঁদ দেয় কিরণ। খেতের ফসল, নদী-নালার মাছ ও বিভিন্ন স্থলজ প্রাণী আমাদের ক্ষুধা নিবারণ করে। পানি আমাদের তৃষ্ণা মেটায়। বাতাস আমাদের জীবন সচল রাখে।

প্রশ্ন হচ্ছে দুনিয়ার সবকিছু মানুষের জন্য, তা হলে মানুষ কীসের জন্য? এই প্রশ্নের জওয়াব আল্লাহ কুরআন মাজীদে এভাবে দিয়েছেন—

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ﴾

> আমি জিন আর মানুষকে সৃষ্টি করেছি শুধু আমার ইবাদাত করার জন্য। [সূরা যারিয়াত : ৫৬]

কিন্তু মানুষ তার সৃষ্টিরহস্য ভুলে গেছে। তারা এখন দুনিয়া উপার্জন নিয়ে ব্যস্ত। উলামায়ে কেরাম তাদেরকে বিভিন্ন পন্থায় মূল কাজে ফিরে আসার জন্য আহ্বান করছেন।

যেসব আলেমে দীন এই সময়ে ইসলামের দাওয়াতী কাজে খুব জোরদার মেহনত করছেন, তাঁদের মধ্যে সৌদী আরবের ড. মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান আরিফী অন্যতম। তাঁর অনেকগুলো বইয়ের বাংলা অনুবাদ ইতোমধ্যে আমরা পাঠকের হাতে তুলে দিয়েছি। আল-হামদু লিল্লাহ। এখন তাঁর লেখা পুস্তক— رِحْلَةُ الْمُشْتَاقِ এর অনুবাদ পাঠকের হাতে তুলে দিচ্ছি। বইটির প্রকাশনা কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক মুবারকবাদ জ্ঞাপন করছি। আল্লাহ সবাইকে উপযুক্ত বদলা দান করুন। বইটি পড়ে কেউ যদি আল্লাহর এবাদতের দিকে ফিরে আসেন, তা হলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

বিনীত

মুহাম্মাদ আবদুল আলীম আনসারী
মহাপরিচালক, হুদহুদ প্রকাশন
১৯/০২/১৪৪০ হি. (২৮/১০/১৮ ইং)

এ সফর মুহাব্বতের

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ ﷻ-র জন্য। যিনি বান্দাদের জন্য তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের পথকে করেছেন সহজ।

যিনি রাসুল পাঠিয়ে তাদের জন্য হেদায়াতের পথকে করেছেন সুস্পষ্ট। যিনি সন্তুষ্টির ঘোষণা দিয়েছেন তাদের প্রতি যারা তাঁকে রব, ইসলামকে দীন এবং মুহাম্মাদ ﷺ-কে রাসুল হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট।

প্রশংসা করছি তাঁর, যিনি ছাড়া নেই কোনো প্রতিপালক। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি তাঁর সুমহান দয়া ও সুবিশাল অনুগ্রহ সমূহের।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হালাল তা-ই, যা তিনি হালাল করেছেন। হারাম তা-ই, যা তিনি হারাম বলেছেন। দীন তা-ই, যা তিনি প্রণয়ন করেছেন।

আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোনো শরীক নেই। তিনি সৃষ্টিকূলের শ্রেষ্ট বাদশাহ। তিনি আদেশ দেন এবং আরোপ করেন নিষেধাজ্ঞা। করেন তা-ই যা তার ইচ্ছা।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর মনোনীত বান্দা। তাঁর পছন্দনীয় রাসুল। যিনি কিছুই বলেন না তাঁর মনগড়া। যাকে তিনি পাঠিয়েছেন সর্বশেষ নবীরূপে। অতঃপর যিনি সৃষ্টিকুলকে দেখিয়েছেন সুস্পষ্ট সঠিক পথ। যার রেসালাত আঁধার ভূবনকে করেছে আলোকিত। লক্ষ কোটি দরূদ ও সালাম হোক তাঁর প্রতি বর্ষিত।

এটি একটি মুহাব্বতের সফর। এ সফর জান্নাতে প্রবেশ করার। এ সফর প্রতিপালকের দিদার লাভে ধন্য হওয়ার।

এটি আল্লাহ-প্রেমিকদের কাহিনী। যারা আদেশ-নিষেধ পালনের মাধ্যমে দীনকে জানায় সম্মান। যাদের সামনে প্রবৃত্তি কামনা-বাসনার পসরা সাজায়, ইপ্সিত ও কাঙ্ক্ষিত বস্তুগুলো যাদেরকে চারিদিক থেকে ঘিরে ধরে; কিন্তু তারা সেদিকে ফিরেও তাকায় না। কেননা, ঈমান তাদের অনড় পর্বতের মত মজবুত। সংকল্প তাদের সুদৃঢ় পাহাড়ের ন্যায় অবিচল। তারা তাদের প্রভুর সাথে সদা সত্যের ওপর অটল থাকার ব্যাপারে অঙ্গীকারবন্ধ।

পবিত্র কোরআনের বাণী–

﴿قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا﴾

তারা বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ, অতঃপর তাতেই অবিচল থাকে। [সূরা ফুসসিলাত : ৩০]

প্রভুর আনুগত্যে অবিচল তারা

কত মানুষকে তারা সঠিক পথ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে দেখে, কিন্তু তারা অবিচল থাকে তাঁর আনুগত্যে। আল্লাহ ﷻ-র নৈকট্য অর্জনে তাদের অগ্রগামীতার অন্যতম কারণ হল– দীনের ওপর তাদের অবিচলতা এবং পাপ থেকে দ্রুত তওবা।

তাদের কিছু গুণ হল– যখনই তাদের থেকে কোনো গুনাহ প্রকাশ পায়, তখনই তারা তওবা করে নেয়। তাদেরকে উপদেশ দেওয়া হলে, তারা তা গ্রহণ করে। আল্লাহ ﷻ-র আযাবের ভয় দেখানো হলে, তারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। জাহান্নাম থেকে মুক্তি এবং দয়াময় প্রভুর সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় তারা ছেড়েছে তাদের রাজত্ব। ত্যাগ করেছে ক্ষমতার মিথ্যা দাপট। বিসর্জন দিয়েছে বিলাসী জীবন-যাপন।

Scanned with CamScanner

﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾ أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا ۚ لَّا يَسْتَوُۥنَ ﴿١٨﴾ أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فَلَهُمْ جَنَّٰتُ ٱلْمَأْوَىٰ نُزُلًۢا بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ﴾

কেউ জানে না তার জন্যে কৃতকর্মের কি কি নয়ন-প্রীতিকর প্রতিদান লুক্কায়িত আছে। ঈমানদার ব্যক্তি কি অবাধ্যের অনুরূপ? তারা সমান নয়। যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাদের জন্যে রয়েছে তাদের কৃতকর্মের আপ্যায়নস্বরূপ বসবাসের জান্নাত। [সূরা সেজদাহ : ১৭-১৯]

অন্যান্য মানুষের মতো তারাও মানুষ। ভোগের সামগ্রীগুলো তারা এজন্য পরিত্যাগ করেনি যে, সেগুলোর স্বাদ নিতে তারা অক্ষম। এজন্যেও নয় যে, তারা সেগুলো থেকে বিরক্ত। বরং তাদেরও আছে আগ্রহ, আছে আকাঙ্ক্ষা, আছে কামনা-বাসনা ও আসক্তি। কিন্তু তারা সেগুলোকে মহাশক্তিশালী, পরম প্রিয় প্রভুর ভয়ে পরিত্যাগ করেছে। তারা ভয় করে তাদের প্রতিপালককে। ভয় পায় মহা দিবসের শাস্তিকে।

কেনই বা করবে না? তারা যে তাদের প্রভুর সাথে ওয়াদাবদ্ধ। তারা যখন শুনেছে যে, তাদের প্রভু বলেছেন–

﴿اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ﴾

তোমরা আল্লাহকে যেমন ভয় করা উচিত ঠিক তেমনি ভয় করো। এবং অবশ্যই মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। [সূরা আলে ইমরান : ১০২]

এ আয়াত শোনার পর থেকেই তারা দীনের ওপর অটল-অবিচল থেকেছে। আমৃত্যু মুসলিম পরিচয় ধারণ করেছে।

শয়তান দেহপসারিনীর রূপের টোপ ফেলে তাদেরকে বস করতে চেয়েছে। ফাসেক-ফুজ্জারের সাথে উঠাবসা করিয়ে তাদেরকে বাগে আনতে চেয়েছে। অমুসলিম রাষ্ট্রে ভ্রমণ করিয়ে তাদেরকে পথভ্রান্ত

Scanned with CamScanner

করতে চেয়েছে। কিন্তু, না। শয়তান পারেনি তার চক্রান্তে সফল হতে। পারেনি তাদেরকে তাদের অবস্থান থেকে একচুলও নাড়াতে।

কত মানুষ প্রতিনিয়ত হারামের দিকে ধাবিত হচ্ছে। কিন্তু তারা ইসলামের ওপর অবিচল থাকছে। সত্যিই তাদের দেখে অবাক হতে হয়! কোন জিনিষ তাদেরকে এমন বাহাদুর বানাল। কোন জিনিষ তাদের প্রতিজ্ঞাকে এমন সুদৃঢ় করল।

হও হেদায়াত অন্বেষী

সবাই চায় সুখে-শান্তিতে জীবন যাপন করতে। দুনিয়াতে সে আশা পূরণ না হলেও আখেরাতের সুখ-শোভা, শান্তি-সমৃদ্ধি কামনা করে সবাই। কিন্তু তা পেতে হলে সর্বপ্রথম প্রয়োজন হেদায়াত নামক সৌভাগ্যটি অর্জন করা। আর সেই সৌভাগ্য অর্জন করতে হলে হাত পা গুটিয়ে রেখে আকাশ থেকে তার অবতরণের অপেক্ষায় থাকলে তো চলবে না। কারণ, হেদায়াত তো নয় কোনো পাণীয় দ্রব্য; যে এক চুমুকেই তা গলধঃকরণ করা যাবে। বরং হেদায়াতের খোঁজে বের হওয়া জরুরী। হেদায়াত লাভের জন্য বিভিন্ন রাস্তা অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

প্রবাদ আছে, যে ব্যক্তি সুন্দরী নারীকে বিবাহের প্রস্তাব দেয়, মহরের আধিক্যতা তাকে বিচলিত করে না।

সহীহ মুসলিমের বর্ণনা, হাদিসে কুদসীতে আল্লাহ ﷻ এরশাদ করেছেন–

يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ

> হে আমার বান্দাগণ! তোমরা সবাই পথভ্রষ্ট। তবে যাকে আমি হেদায়াত দিয়েছি (সে পথভ্রষ্ট নয়)। তাই তোমরা আমার কাছে হেদায়াত প্রার্থনা কর। আমি তোমাদেরকে হেদায়াত দান করব। [সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ৬৭৩৭]

এখানে আল্লাহ سبحانه وتعالى হেদায়াত প্রার্থনা করার আদেশ দিয়েছেন। যেন বান্দাগণ এর মাধ্যমে সফলতা লাভ করতে পারে।

হেদায়াতের খোঁজে সালমান ফারসী رضي الله عنه

সত্য সন্ধানের জন্য যে কজন মনীষী পৃথিবীতে অমর এবং উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত নিয়ে আজো মানুষের অন্তরকে আন্দোলিত করেন, চিন্তাশক্তিকে ভিন্নমাত্রায় নিয়ে যান, তাদের মধ্যে অন্যতম সালমান ফারসী رضي الله عنه। মাত্র পনের বছর বয়স থেকে শুরু হয় তার সত্য ধর্ম অনুসন্ধান প্রক্রিয়া।

পারস্যের অন্তর্গত ইস্পাহানের অধিবাসী ছিলেন তিনি। বাবা ছিলেন সেখানকার বড় জমিদার। তিনি ছিলেন অগ্নিপূজারী এবং খুবই ধর্মভীরু। একজন পদস্থ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও তিনি কোনদিন ধর্মের একটি সাধারণ কাজেও অবহেলা করতেন না।

তার ধর্মানুরাগের জন্য লোকেরাও তাকে ভীষণ শ্রদ্ধা করত। বাবার একমাত্র পুত্র সন্তান হওয়ায় তিনি তাকে তার স্থলাভিষিক্ত করার সব শিক্ষা দিয়েছিলেন। ছেলেকে তিনি কখনও কাছ ছাড়া করতেন না। একদিন একটি বিশেষ কারণে তার বাবা তাকে খামার দেখার জন্য পাঠালেন। পথিমধ্যে তিনি খ্রিস্টানদের একটি উপাসনালয় থেকে কিছু

Scanned with CamScanner

পড়ার শব্দ শুনতে পেলেন। সেখানে গিয়ে দেখলেন তারা সালাত আদায় করছে।

এর আগে তিনি কখনো বাইরে আসার এবং লোকদেরকে দেখার সুযোগ পাননি। তাদের সালাত আদায়, বিনম্র ব্যবহার এবং রীতি-নীতি খুবই ভাল লাগল তার। তিনি বাবার আদেশ ভুলে গেলেন। সেখানে সন্ধ্যা পর্যন্ত অবস্থান করলেন। ভাবলেন, তাদের ধর্মমতে তো ইবাদতখানায় অন্য ধর্মের লোক প্রবেশ করলে তা অপবিত্র হয়ে যায়। অগ্নি দেবতার অভিশাপ নেমে আসে। কিন্তু এখানে তো দেখছি সব মানুষের প্রবেশাধিকার রয়েছে। এই নীতিই তো মহান ও শ্রেষ্ঠ। যদি কেউ ধর্ম চর্চা করে পরকালের শান্তি আশা করে, তবে এই ধর্মই তো শান্তির ধর্ম।

তিনি খ্রীস্টানদের ধর্মমত গ্রহণ করতে চাইলে পাদ্রী বললেন, তোমাকে জেরুজালেম যেতে হবে। কেননা এখানকার রাজ আদেশ মতে কোন অগ্নি উপাসককে খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত করা বেআইনী ও দন্ডনীয়। এই আদেশ অমান্যকারীকে এখানে প্রকাশ্যে হত্যা করা হয়ে থাকে।

সালমান ﷺ সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরে এলেন। তার বাবা তার বিলম্বের কারণ জিজ্ঞেস করলেন। মিথ্যা বলার অভ্যাস তার ছিল না। তাই তিনি বাবাকে সব খুলে বললেন। বাবা প্রথমে তাকে বোঝালেন। পরে পায়ে শিকল দিয়ে তাকে একটি ঘরে আটকে রাখলেন।

বাবার এই কঠোর ব্যবস্থায় তার মন বিদ্রোহী হয়ে উঠল। তিনি প্রতীজ্ঞা করলেন, সত্য সন্ধানে যদি এমন বাঁধাই আসে তবে তিনি বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন সব ত্যাগ করবেন। বন্ধুদের মাধ্যমে তিনি পাদ্রীর কাছে সংবাদ পাঠালেন যে, সিরিয়ার কোন যাত্রী কাফেলার খোঁজ পেলে তাকে যেন জানানো হয়।

পাদ্রী বন্ধুদের মাধ্যমে তার কাছে শিকলকাটা যন্ত্র পাঠালেন এবং তাকে সিরিয়া যাবার ব্যবস্থা করার প্রতিশ্রুতি দিলেন। যেদিন কাফেলা সিরিয়ার দিকে রওয়ানা হল সেদিন তিনি পায়ের শিকল কেটে ঘর থেকে পালিয়ে কাফেলার সাথে মিলিত হলেন এবং তাদের সাথে

Scanned with CamScanner

সিরিয়ায় পৌঁছে গেলেন। সিরিয়ার প্রধান পাদ্রীর কাছে গিয়ে তিনি খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করা এবং তার খেদমতে থেকে ধর্ম শিক্ষার আগ্রহের কথা জানালেন। পাদ্রী সালামান ﵁-কে তার কাছে রেখে দিল।

পাদ্রীটি ছিল জঘন্য প্রকৃতির। লোকদের দান-খয়রাতের ওয়াজ শোনাতো। লোকেরা তার কাছে দান-খয়রাত এনে দিলে সে তা গরীব মিসকীনকে না দিয়ে নিজেই আত্মসাৎ করত। সে সাত মটকী সোনা-রূপা লুকিয়ে রেখেছিল। এ অবস্থায় তার মৃত্যু হলে সালমান ﵁ উপস্থিত ভক্তদেরকে তার অপকর্ম সম্পর্কে অবহিত করলেন এবং লুকিয়ে রাখা সোনা-রূপা দেখিয়ে দিলেন। এ দুষ্কার্যের জন্য লোকজন ক্ষিপ্ত হয়ে তার লাশ শূলিকাঠে ঝুলিয়ে পাথরের আঘাতে ছিন্ন-ভিন্ন করল।

কে বলে দেবে কোথায় তার মঞ্জিল

নতুন পাদ্রী নিয়োগ দেওয়া হল। তিনি ছিলেন খুব ভালো। দুনিয়ার লিপ্সাহীন। আখেরাতের প্রতি আকৃষ্ট। তার সাথে সালমান ﵁-র সম্পর্ক খুব ভালো ছিল। তার মৃত্যুর সময় তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনি আমাকে কি আদেশ দেন? আমি এখন কার আশ্রয়ে থাকব?

পাদ্রী বললেন, বর্তমানে খাঁটি ধর্ম কোথাও নেই, সব ধর্মই বিকৃত হয়ে গেছে। ইরাকের মোসেল এলাকায় খ্রিস্ট ধর্মের একজন খাঁটি পাদ্রী আছেন। তার নাম জিরোম। তুমি তার কাছে চলে যাও।

সালমান ﵁ বর্ণিত সেই পাদ্রীর কাছে গিয়ে সব খুলে বললেন এবং তার কাছে রয়ে গেলেন। জিরোম ছিল একজন সত্যিকার আবেদ ও জাহেদ।

Scanned with CamScanner

কিন্তু সে ইলমের ব্যাপারে উদাসীন ছিল। দামেশকে থাকাকালে সালমান رضي الله عنه তাওরাত, ইঞ্জিল প্রভৃতি আসমানী কিতাব পাঠ করেছিলেন। তাছাড়া ঈসায়ী সাহিত্যেও বেশ বুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। কোন সাধারণ রাহেব তার বাছাইয়ের কষ্টিপাথরে টিকে থাকতে পারত না। একমাত্র এই একটি কারণেই জিরোমের কাছে তিনি শান্তি পাচ্ছিলেন না। তিনি শুধু ভাবতে লাগলেন যে, কে তাকে বলে দেবে কোথায় তার মঞ্জিল।

একদিন সায়মানা নামে এক ব্যক্তির সাথে তার দেখা হল। সে মানভী শাখার এক পাদ্রী। সে সালমান رضي الله عنه-র কাছে তার মযহাব সম্বন্ধে বললেন। সালমান رضي الله عنه আন্তরিকতার সাথে তার মযহাবের আদর্শসমূহ শিক্ষা করতে শুরু করলেন। কেননা তার কাজই ছিল সত্যের অনুসন্ধান করা। এ সময় জিরোম মারা গেল। তার মৃত্যুর আগে সালমান رضي الله عنه তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার পরে আমি কার কাছে দীক্ষা গ্রহণ করব?

তিনি তাকে ইরাকের নসীবীন এলাকার এক পাদ্রীর খোঁজ দিলেন। সালমান رضي الله عنه সেখানে উপস্থিত হয়ে সেই পাদ্রীর কাছে থাকলেন। তার মৃত্যুকালে সালমান رضي الله عنه-কে সে আমুরিয়া নামক স্থানের এক পাদ্রীর খোঁজ দিলেন। সেখানে উপস্থিত হয়ে সালমান رضي الله عنه সেই পাদ্রীর কাছে থাকলেন। এখানে তিনি সঞ্চয়ের দ্বারা কিছু পশুপাল সংগ্রহ করলেন।

পাদ্রীর মৃত্যুর সময় কারো খোঁজ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, বর্তমানে আমার কাছে খাঁটি একজন মানুষের খোঁজও জানা নেই; যার কাছে আমি তোমাকে আশ্রয় নেবার পরামর্শ দিতে পারি। অবশ্য এক নতুন নবীর আবির্ভাবকাল ঘনিয়ে আসছে। যিনি ইব্রাহীম عليه السلام-এর খাঁটি একেশ্বরবাদী আদর্শ নিয়ে আসবেন। যিনি জন্মগ্রহণ করবেন আরবে। দু পাশে কাঁকরময় জমি আর মধ্যস্থলে খেজুর বাগানের আধিক্য—এমন এক এলাকায় হিজরত করে সেখানে বসবাস করবেন। সে নবীর নিদর্শন এমন হবে যে, তিনি হাদিয়া বা উপঢৌকনস্বরূপ খাদ্য দিলে তা খাবেন, কিন্তু সদকার খাবার খাবেন না। তার পিঠে মোহরে নবুওয়াত

Scanned with CamScanner

থাকবে। যদি তোমার সাধ্যে কুলায় তবে তুমি সে দেশে যাওয়ার ব্যবস্থা কর।

পাদ্রীর মৃত্যুর পর সালমান রাদিয়াল্লাহু আনহু কিছুদিন সেখানে অবস্থান করলেন। এখানে আরবের একদল বণিকের সাথে তার সাক্ষাৎ হল। তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা যদি আমাকে তোমাদের দেশে নিয়ে যাও তবে আমি আমার পশুপাল তোমাদেরকে দিয়ে দেব। তারা রাজি হল এবং সালমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে তাদের সঙ্গো নিয়ে আসল। কিন্তু তারা ওয়াদিল কোবা নামক স্থানে পৌঁছে অন্যায়ভাবে তাকে ক্রীতদাসরূপে এক ইহুদীর কাছে বিক্রি করে দিল। এরপর তিনি একজন থেকে অপরজনের কাছে বিক্রি হতে থাকলেন। এমনিভাবে তিনি তের বা ততোধিক মনিবের হাত বদল হলেন। শেষে মদিনাবাসী এক ইহুদী তাকে কিনে নিল। সেই সুবাদে তিনি মদিনায় পৌঁছলেন। মদিনার চারপাশ দেখে তার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল যে, এটাই সেই স্থান যার কথা পাদ্রী তাকে বলেছিলেন। তখনও রাসুলুল্লাহ ﷺ মক্কা হতে মদিনায় হিজরত করেননি। সালমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর প্রতীক্ষায় দিন গুনতে লাগলেন।

অবশেষে এলো সেই মাহেন্দ্রক্ষণ

একদিনের কথা। তিনি তার মনিবের উপস্থিতিতে খেজুর গাছের ওপরে কাজ করছিলেন। হঠাৎ এক লোক এসে তার মনিবকে সংবাদ দিল যে, কোবা মহল্লায় মক্কা থেকে একজন লোক এসেছে। সে নিজেকে নবী বলে দাবি করছে। সালমান রাদিয়াল্লাহু আনহু গাছের ওপর থেকে কথাগুলো শুনলেন। তার শরীর শিউরে উঠল। উত্তেজনায় তিনি গাছ থেকে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হলেন। কোন প্রকারে গাছ থেকে নেমে

Scanned with CamScanner

মনিবের কাছে এই বিষয়ে জানতে চাইলে মনিব তাকে একটি ঘুষি মেরে বলল, তুই তোর কাজ কর। এ খবর নিয়ে তোর কি দরকার?

সালমান ﵁ বিকালে কোবা মহল্লায় উপস্থিত হয়ে কিছু খাদ্যসামগ্রী রাসুল ﷺ-র সামনে পেশ করলেন। রাসুল ﷺ সে খাদ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, এগুলো সদকা।

এ কথা শুনে রাসুল ﷺ তা সঙ্গীদের দিয়ে দিলেন, নিজে খেলেন না।

আরেকদিন সালমান ﵁ কিছু খাবার নিয়ে গেলেন। বললেন, আপনি সদকা গ্রহণ করেন না দেখে আজ আমি এগুলো আপনার জন্য হাদিয়াস্বরূপ নিয়ে এসেছি।

রাসুল ﷺ সঙ্গীদেরসহ তা খেলেন। সালমান ﵁ ভাবলেন, দুটো নিদর্শনই তো ঠিক পাওয়া গেল।

এরপর একদিন রাসুল ﷺ বসেছিলেন। সালমান ﵁ তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে পিঠ মোবারক দেখার চেষ্টা করতে লাগলেন। নবীজী ﷺতার মনোভাব বুঝতে পেরে কাঁধের কাপড় খানিকটা সরিয়ে দিলেন। সালমান ﵁ রাসুল ﷺ-র মোহরে নবুওয়াত দেখলেন এবং শ্রদ্ধার সাথে চুম্বন করে কেঁদে ফেললেন।

রাসুল ﷺ তার সম্পর্কে জানতে চাইলেন। তিনি তার জীবনের সুদীর্ঘ কাহিনী নবীজীকে শোনালেন এবং তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করলেন।

যে মহাসত্য সন্ধানে অশেষ দুঃখ, কষ্ট, ঘাত-প্রতিঘাত, দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনা, কষ্ট-যাতনা তিনি সহ্য করেছিরেন, যার সত্য সন্ধানী অতৃপ্ত আত্মা শত বছরেও তৃপ্ত হয়নি, সেই অতৃপ্ত আত্মা আজ তৃপ্তিতে পরিপূর্ণ।

তিনি পারস্যের অধিবাসী বলে সাহাবীরা তাকে সালমান ফারসী বলে ডাকতেন। ক্রীতদাসরূপে ইহুদীর কাছে আবদ্ধ থাকায় স্বাধীনভাবে রাসুল ﷺ-র সাহচর্য লাভ করা তার জন্য সম্ভব হচ্ছিল না। এমনকি বদর এবং ওহুদ যুদ্ধে তিনি শরিক হতে পারেননি।

Scanned with CamScanner

তাই রাসুল ﷺ বললেন, আপনি বিনিময় আদায়ের শর্তে মুক্তি লাভের চুক্তি করে নিন। সেমতে তিনি তার মনিবের সাথে আলাপ করলেন।

মনিব লোকটি তার মুক্তির জন্য দুইটি শর্ত আরোপ করল–

(১) তিনশ বা পাঁচশ খেজুর গাছের চারা সঞ্চয় করে তা রোপণ করতে হবে এবং ওইসব গাছে ফল না আসা পর্যন্ত রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে।

(২) চল্লিশ উকিয়া অর্থাৎ ৬ সেরের অধিক পরিমাণ স্বর্ণ তাকে দিতে হবে।

এই দুই শর্ত পূর্ণ করলেই সে তাকে মুক্তি দেবে– এই মর্মে চুক্তি সম্পাদিত হল।

রাসুল ﷺ সাহাবীদেরকে বললেন, খেজুরের চারা দিয়ে তোমরা সবাই সালমানকে সাহায্য কর।

সেমতে কেউ পাঁচটা, কেউ দশটা করে খেজুরের চারা দিয়ে তাকে সাহায্য করলেন। তিনশ মতান্তরে পাঁচশ খেজুরের চারা জমা হলে রাসুল ﷺ সালমান رضي الله عنه-কে গাছ রোপণ করার জন্য গর্ত তৈরি করতে বললেন। গর্ত তৈরি হলে রাসুল ﷺ সেখানে এসে নিজ হাতে গাছগুলো রোপণ করলেন। শুধু একটি গাছ উমর رضي الله عنه রোপণ করলেন। আল্লাহর কুদরতে এক বছরেই ওই গাছগুলোতে ফল ধরল। উমর رضي الله عنه-র লাগানো গাছটিতে এক বছরে ফল না ধরায় রাসুল ﷺ তা উঠিয়ে পুনঃরোপণ করলেন। ফলে সেই গাছটিতেও ওই বছর ফল এসে গেল। এভাবে পূরণ হল প্রথম শর্ত।

এদিকে ডিমের আকারে একটি স্বর্ণের চাকা একদা রাসুল ﷺ-র হস্তগত হল। তিনি তা সালমানকে رضي الله عنه-কে দিয়ে বললেন, যান, এটি দিয়ে আপনার মুক্তির শর্ত পূরণ করুন। সালমান رضي الله عنه বললেন এতটুকু স্বর্ণে তো শর্ত পূরণ হবে না।

নবীজী ﷺ বললেন, আল্লাহ ﷻ এর দ্বারাই সম্পূর্ণ আদায় করে দেবেন।

বাস্তবিকই যখন শর্ত আদায়ের জন্য ওজন দেয়া হল তখন তা চল্লিশ উকিয়া পরিমাণ দেখা গেল।

এভাবেই দুটি শর্ত পূরণ হল এবং সালমান ﷺ গোলামীল শিকল থেকে মুক্ত হয়ে গেলেন। হেদায়াত অন্বেষণ এবং সত্য সাধনার জয়লাভের নিশ্চয়তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছিলেন সালমান ফারসী ﷺ।

হেদায়াত লাভের জন্যেই সয়েছিলেন এ যাতনা

সালমান ফারসী ﷺ-র এই কাহিনীকেই স্মরণ করো। যিনি হেদায়াত পাওয়ার জন্য ত্যাগ করেছিলেন অনাবিল সুখের জীবন। ছেড়ে এসেছিলেন প্রিয় মাতৃভূমি। কোরবান করেছিলেন প্রবৃত্তিকে। ঘুরেছিলেন দেশে দেশে। গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ হয়ে যাপন করেছিলেন লাঞ্ছনাকর জীবন। স্থানান্তরিত হয়েছেন এখান থেকে ওখানে। কেবল চিরস্থায়ী হেদায়াত পাওয়ার জন্যেই তিনি সয়েছিলেন এত যাতনা।

মনের আয়নাতে তিনি সৃষ্টিকর্তার মহত্বকে জ্ঞান করেছেন। তাঁর স্মরণ ও নৈকট্যের মাধ্যমে লাভ করেছেন প্রশান্তি । নিভৃতে তাঁর সাথে আলাপে মত্ত হয়েছেন। তাঁকে ভালোবেসে অর্জন করেছেন অনাবিল সুখের উপলব্ধি।

ফলে তাঁকে ব্যতিত তার কাছে সব কিছুই মনে হয়েছে তুচ্ছ ও নগণ্য। এই কষ্ট-যতনা তিনি সয়েছেন মাত্র স্বল্প কিছুদিন। তারপরই তিনি লাভ করেছেন দীর্ঘ সুখের জীবন।

Scanned with CamScanner

তার সামনে যখন জান্নাতের আলোচনা করা হত, তখন আগ্রহের আতিশয্যে তার অন্তর সেখানে উড়ে চলে যেত। যেন কল্পনায় তিনি দেখতে পেতেন যে, কত সুখ-স্বাচ্ছন্দে সেখানে তিনি দিন কাটাচ্ছেন। জান্নাতের ছায়াঘেরা মায়াঘেরা পরিবেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। জান্নাতের বৃক্ষরাজি থেকে ফল-ফলাদি খাচ্ছেন। জান্নাতের সৃষ্টিকর্তার দিদার লাভে ধন্য হচ্ছেন।

হেদায়াত তো পেতে চাই কিন্তু...

কিছু মানুষ মনে প্রাণে হেদায়াত পেতে আগ্রহী। কিন্তু সালফে সালেহীনদের কতকের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ তাদেরকে হেদায়াত থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। অথবা কোনো ঘটনাকে কেন্দ্র করে তারা তাদের বিরুদ্ধাচরণ করে।

তুমি দেখবে কিছু মানুষ নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তিবর্গের সাথে আত্মশুদ্ধির সম্পর্ক রাখে। যারা তাদেরকে দীনের বিভিন্ন বিষয়ে সাহায্য করে। অতঃপর যখন সেই নির্দিষ্ট ব্যক্তিবর্গের দীনি হালত নষ্ট হয়ে যায়। অথবা কোনো কারণে যুগ তাদের সম্পর্কের মাঝে ফাটল ধরায়, তখন তারা দীন থেকে ছিটকে পড়ে। এবং বিশ্ব জাহানের প্রতিপালকের অবাধ্যতা করে।

এমন কিছু ধর্মত্যাগী মানুষ ইসলামের উষালগ্নেও ছিল। যারা তাদের ধর্মকে রাসুল ﷺ এর জীবদ্দশার সাথেই সম্পৃক্ত করেছিল। তাদের অবস্থা এমন ছিল যে, রাসুল ﷺ এর জীবদ্দশায় তারা সর্বদা এই ধর্মের সাথে থেকেছে। ইসলামের প্রতি তাদের বিশ্বাস অটল অবিচল রেখেছে।

Scanned with CamScanner

শুধু তাই নয় এরা ছিল শেষ রাতের তাহাজ্জুদ গোজার। দিবসের রোজাদার। কিন্তু যখনই রাসুল ﷺ পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে পরম প্রিয় প্রভুর সান্নিধ্যে চলে গেলেন; তখনই তারা পৃষ্টপ্রদর্শন করল। ইসলাম গ্রহণের পর দ্বিতীয়বার কুফুরী করল।

তখন আবু বকর ؓ তাদের উদ্দেশ্যে তাঁর সেই ঐতিহাসিক ভাষণটি প্রদান করলেন। বললেন–

> হে মানুষ সকল! তোমাদের মধ্যে যারা মুহাম্মাদ ﷺ-র ইবাদত করত, তাদের জেনে রাখা উচিত যে, আজ তিনি ইন্তেকাল করেছেন। আর যারা আল্লাহ ﷻ-র ইবাদত করে তাদের জেনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ ﷻ চিরঞ্জীব। তিনি কখনও মৃত্যু বরণ করবেন না।

হ্যাঁ, অবশ্যই আল্লাহ ﷻ চিরঞ্জীব। চির জীবিত। তিনি কখনও মৃত্যু বরণ করবেন না। তিনি প্রার্থনাকারীদের প্রার্থনা কবুল করেন। তওবাকারীদের তওবা কবুল করেন। যে তাঁর কাছে আশ্রয় নেয় তিনি তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান। যে প্রতিমার উপসনা ছেড়ে তাঁর দরবারে উপস্থিত হয়, তিনি তাকে কাছে টেনে নেন। বান্দা যদি তাঁকে মনে মনে স্মরণ করে, তাহলে তিনিও তাকে মনে মনে স্মরণ করেন। বান্দা যদি তাঁকে মজলিশে স্মরণ করে, তাহলে তিনিও তাকে এমন মজলিশে স্মরণ করেন যা তাদের মজলিশ অপেক্ষা অধিক উত্তম। যে তাঁর দিকে এক বিঘত এগিয়ে আসে তিনি তার দিকে এক হাত এগিয়ে আসেন। আর যে তাঁর দিকে এক হাত এগিয়ে আসে তিনি তার দিকে প্রসারিত দুই বাহু পরিমাণ এগিয়ে আসেন।

যার অন্তরে ঈমান বদ্ধমূল হয়েছে সে দয়াময় প্রভুর ইবাদতে অবিচল থাকে। বিপদাপদের তীব্রতা তাকে বিচলিত করতে পারে না।

Scanned with CamScanner

চলো নিরাপদ শহরে ঘুরে আসি কিছুক্ষণ

চলো পবিত্র ভূমি থেকে কিছুক্ষণ ঘুরে আসি। (কল্পনায় চলে যাই হাজার বছর আগের) রাসুলের শহরে। যেখানে রাসুল ﷺ বসে আছেন তাঁর প্রিয় সাহাবীদের নিয়ে। তাদের কাছে বর্ণনা করছেন বাইতুল্লাহ যিয়ারতের কথা। বলছেন, উমরা ও ইহরামের ফযিলতের কথা। তাঁর কথা শুনে বাইতুল্লাহ যিয়ারতের জন্য তাদের হৃদয় হয়ে উঠল ব্যাকুল। আগ্রহের আতিশয্যে তাদের অন্তরাত্মা উড়াল দিয়ে চলে গেল সেই পবিত্র ভূমিতে। রাসুল ﷺ তাদের এ অবস্থা দেখলেন। তিনি তাদেরকে সফরের প্রস্তুতি নিতে বললেন। তারা অল্প সময়ের মধ্যে সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করলেন। অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সতর্ক অবস্থায় থাকতে লাগলেন।

অতঃপর একদিন (৬ষ্ঠ হিজরীর ১লা যিলকদ সোমবার) রাসুল ﷺ ১৪০০ সাহাবী নিয়ে উমরার ইহরাম বেধে তালবীয়া পড়তে পড়তে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হলেন। সবাই সেই নিরাপদ শহরের দিকে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছিলেন। রাসুল ﷺ যখন 'গাদীরুল আশতাত' নামক স্থানে পৌঁছলেন, তখন তাঁর এক গুপ্তচর এসে সংবাদ দিল যে, কোরাইশরা আপনার আগমনের কথা জানতে পেরেছে। তারা আপনার বিরুদ্ধে সৈন্য সমাবেশে নেমে পড়েছে। তারা এ মর্মে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে যে, কিছুতেই আপনাকে মক্কায় প্রবেশ করতে দেবে না। রাসুল ﷺ এ সংবাদ পাওয়ার পরপরই পথ পরিবর্তন করে ফেললেন এবং অন্যপথে হোদায়বিয়া পৌঁছে গেলেন। এখান থেকে তিনি মক্কার দিকে

Scanned with CamScanner

এগুচ্ছিলেন। যখন মক্কার পাহাড়ের নিকটবর্তী হলেন তখন রাসুল ﷺ এর উটনী মাটিতে বসে পড়ল। শত চেষ্টা করেও তিনি সেটিকে উঠাতে পারলেন না। লোকেরা বলতে লাগল–

خَلَأَتِ الْقَصْوَاءُ خَلَأَتِ الْقَصْوَاءُ

কসওয়া (রাসুল ﷺ এর উটনীর নাম) রাসুল ﷺ-র অবাধ্য হয়ে গেছে।

রাসুল ﷺ বললেন কাসওয়া অবাধ্য হয়নি। আর তার চরিত্রও এমন নয়। কিন্তু তাকে গাতিরোধ করেছে ওই সত্তা যিনি হস্তি বাহিনীর গতিরোধ করেছিলেন।

এরপর তিনি বললেন যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ, কোরাইশ যদি আমার কাছে এমন কোন আবেদন করে যার দ্বারা আল্লাহ ﷻ-র দীনের নিদর্শনাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়, তাহলে আমি তাদের সে আবেদন অবশ্যই কবুল করব। একথা বলার পর যেই তিনি উটনীকে উঠানোর চেষ্টা করলেন, সাথে সাথে সেটি উঠে দাঁড়াল। রাসুল ﷺ এগিয়ে হোদায়বিয়ার[১] শেষ প্রান্তে এসে থামলেন।

হোদায়বিয়ায় অবস্থানকালে রাসুল ﷺ খারাশ ইবনে উমাইয়া খুযাঈ رضي الله عنه-কে একটি উটে সওয়ার করে মক্কাবাসীদের কাছে একথা বলে পাঠালেন যে, আমরা শুধুই বায়তুল্লাহর তওয়াফ ও উমরা করতে এসেছি। যুদ্ধ করতে নয়। কিন্তু মক্কার লোকেরা তার উটটি জবেহ করে ফেলল। তাকেও হত্যা করতে উদ্যত হল। অতঃপর তাদেরই কিছু লোকের বাঁধা প্রদানে তিনি বেঁচে গেলেন।

---

১. হোদায়বিয়া একটি কুপের নাম। এর এক পাশে জনবসতি ছিল। কুপের নামে সেই জনপদের নামও হয়ে যায় হোদায়বিয়া। এই এলাকাটি মক্কা শহর থেকে নয় মাইল দূরে অবস্থিত।-অনুবাদক

Scanned with CamScanner

কে যাবে মক্কায়

খারাশ ﵁ প্রাণে বেঁচে হোদায়বিয়ায় ফিরে এসে রাসুল ﷺ-র কাছে সবকিছু সবিস্তারে জানালেন। এবার রাসুল ﷺ উমর ﵁-কে পাঠাতে চাইলেন। উমর ﵁ নিজের সমস্যার কথা জানালেন। বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! আপনি তো জানেন মক্কার লোকেরা আমার ওপর কি পরিমাণ ক্ষেপে আছে। তারা আমার প্রতি কি পরিমাণ শত্রুতা পোষণ করে তাও আপনার অজানা নয়। তদুপরি মক্কায় আমার বংশের এমন কোন লোক নেই যে আমার পাশে দাঁড়াবে। তাই আপনি আমার পরিবর্তে উসমান ﵁-কে পাঠান। মক্কায় তার বহু আত্মীয়-স্বজন আছে।

উমর ﵁-র এই পরামর্শটি রাসুল ﷺ-র পছন্দ হল। তিনি উসমান ﵁-কে ডাকলেন। তাকে দায়িত্ব দিয়ে বললেন, তুমি মক্কায় গিয়ে আবু সুফিয়ান ও অন্য সকল নেতাদের কাছে আমাদের অবস্থা ও অবস্থান সম্পর্কে অবগত করবে। মক্কায় যারা মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও ইসলামের প্রকাশ্য ঘোষণা দিতে পারছে না তাদের কাছে সুসংবাদ দেবে যে, তোমরা ঘাবড়িও না, অচিরেই মহান আল্লাহ ﷻ আমাদের বিজয় দান করবেন। তাঁর দীনকে প্রতিষ্ঠা ও সফলতা দান করবেন।

উসমান ﵁ তার এক আত্মীয় আবান ইবনে সাঈদ-এর আশ্রয় নিয়ে মক্কায় এলেন। অর্পিত দায়িত্ব পালন করলেন। মক্কার নেতাদেরকে মুসলমানদের অবস্থা অবহিত করলেন এবং দুর্বল মুসলমানদেরনকে সুসংবাদ শোনালেন।

মক্কার নেতারা বলল, এ বছর মুহাম্মাদ মক্কায় কিছুতেই আসতে পারবে না। তবে তুমি চাইলে তাওয়াফ করে যেতে পার।

জবাবে উসমান ﵁ বললেন, আমি রাসুল ﷺ ব্যতিত কখনোই তওয়াফ করব না।

একথা শুনে তারা উসমান ﵁-কে মক্কায় আটকে রাখল। এদিকে গুজব ছড়িয়ে পড়ল যে, কাফেররা তাকে শহীদ করে ফেলেছেন।

বাইয়াতুর রিদওয়ান

রাসুল ﷺ-র কানে এ সংবাদ পৌঁছার পর তিনি খুবই মর্মাহত হলেন। তিনি বললেন, এর বদলা না নেওয়া পর্যন্ত আমি এখান থেকে নড়ব না। যে গাছের নিচে তিনি অবস্থান করছিলেন, সেই গাছের নিচে বসেই সকল সাহাবীদের কাছ থেকে এ মর্মে বাইয়াত নিলেন যে, মুশরিকদের সাথে যুদ্ধে তারা কোনরূপ দুর্বলতা দেখাবে না। এবং যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে কেউ পালিয়ে যাবে না। ইতিহাসে একে বাইয়াতুর রিদওয়ান বলে আখ্যায়িত করা হয়। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ ﷻ এ সম্পর্কে এরশাদ করনে–

﴿لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا ﴿١٨﴾ وَّمَغَانِمَ كَثِيْرَةً يَّاْخُذُوْنَهَا ۭ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا﴾

আল্লাহ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন যখন তারা বৃক্ষের নীচে আপনার কাছে শপথ করল। আল্লাহ অবগত ছিলেন যা তাদের অন্তরে ছিল। অতঃপর তিনি তাদের প্রতি প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাদেরকে আসন্ন বিজয় পুরস্কার দিলেন। এবং বিপুল

Scanned with CamScanner

পরিমাণে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ, যা তারা লাভ করবে। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। [সূরা ফাতহ : ১৮-১৯]

পরবর্তীতে জানা গেল, উসমান ﵁ নিহত হওয়ার সংবাদটি সঠিক নয়। কোরাইশরা এ বায়আত সম্পর্কে জানতে পেরে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল।

কোরাইশদের রণপ্রস্তুতি

বনু খুযাআ গোত্র যদিও তখনও ইসলাম গ্রহণ করেনি, কিন্তু তারা রাসুল ﷺ ও মুসলমানদের হিতকাঙ্ক্ষী ছিল। তারা মুসলমানদের সাথে চুক্তিবদ্ধ ছিল এবং মুসলমানদের সকল গোপন বিষয়ের সংরক্ষক ছিল। কোরাইশদের বিভিন্ন পরিকল্পনার কথা মুসলমানদেরকে অবহিত করত। গোত্রপতি বুদাইল ইবনে ওয়ারাকা নিজ গোত্রের কিছু লোককে সাথে নিয়ে রাসুল ﷺ-র সাথে সাক্ষাৎ করতে এল। এ সময় সে জানাল যে, কোরাইশরা বিপুল সৈন্য সমাবেশ করেছে। তারা কিছুতেই আপনাকে মক্কায় ঢুকতে দেবে না। সেসব সৈন্যরা সাথে দুগ্ধধাত্রী উটনীও নিয়ে এসেছে। বোঝা যায় যে, তারা দীর্ঘদিন এখানে অবস্থান করবে।

রাসুল ﷺ বললেন, আমি তো কারো সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসিনি; এসেছি উমরা করতে। যুদ্ধ অবশ্যই কুরাইশদেরকে দুর্বল করে দিয়েছে, কাজেই তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তারা চাইলে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তাদের সঙ্গে সন্ধি করতে পারি আর তারা আমার ও কাফেরদের মধ্যকার বাধা তুলে নেবে। যদি আমি তাদের উপর বিজয় লাভ করি তাহলে অন্যান্য ব্যক্তি ইসলামে যেভাবে প্রবেশ করেছে, তারাও ইচ্ছে করলে তা করতে পারবে। আর না হয়, তারা এ সময়ে শান্তিতে

Scanned with CamScanner

থাকবে। কিন্তু তারা যদি আমার প্রস্তাব অস্বীকার করে, তাহলে সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আমার গরদান আলাদা না হওয়া পর্যন্ত আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাব। আর অবশ্যই আল্লাহ ﷻ তাঁর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করবেন।

বুদাইল নবীজী ﷺ-র মজলিস থেকে উঠে কোরাইশদের কাছে গেল। বলল, আমি ওই লোকের (নবীজীর) কাছ থেকে একটি কথা শুনে এসেছি। যদি তোমরা শুনতে চাও তাহলে বলব।

মূর্খ, নির্বোধ, অর্বাচীন কয়েকজন বলে উঠল, তার কোন কথা শোনার দরকার নেই।

কিন্তু যারা বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ তারা বলল, ঠিক আছে বল।

বুদাইল বলল, তোমরা খুব অস্থির প্রকৃতির। মুহাম্মাদ লড়াই করতে আসেনি। সে উমরা করার জন্য এসেছে। সে তোমাদের সাথে সন্ধি করতে আগ্রহী।

কোরাইশ নেতারা বলল, এটা হয়তো ঠিক যে, তারা লড়াই করতে আসেনি। কিন্তু তারা মক্কায় ঢুকতে পারবে না।

উরওয়া ইবনে মাসউদ (কোরাইশদের এক বয়স্ক প্রবীণ ব্যক্তি) দাঁড়াল। বলল, হে আমার সম্প্রদায়! আমি কি তোমাদের পিতৃতুল্য নই? তেমরা কি আমার সন্তান তুল্য নও?

লোকেরা বলল, অবশ্যই।

উরওয়া বলল, তোমরা কি আমার সম্পর্কে কোর কুধারণা পোষণ কর?

লোকেরা বলল, মোটেই না।

উরওয়া বলল, ওই লোকটি (রাসুল ﷺ) কিন্তু তোমাদের জন্য উত্তম ও মঙ্গলজন কথাই বলেছে। আমার মতে এ কথা মেনে নেওয়াই সমীচীন। তবে তোমরা যদি আমাকে অনুমতি দাও তাহলে আমি মুহাম্মাদের সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে দেখতে পারি।
লোকেরা বলল, ঠিক আছে।

Scanned with CamScanner

উরওয়ার ঔদ্ধত্য

উরওয়া রাসুল ﷺ এর কাছে এল। রাসুল ﷺ তাকে সেই কথাগুলোই বললেন যা বুদাইল ইবনে ওয়ারাকার কাছে বলেছিলেন।

উরওয়া বলল, হে মুহাম্মাদ, আপনি কি চান যে, আপনার কওমকে নিশ্চিহ্ন করে দেবেন? আপনি কি আপনার পূর্বে আরববাসীদের এমন কারো কথা শুনেছেন যে, সে নিজ কওমের মূলোৎপাটন করতে উদ্যত হয়েছিল?

আর যদি অন্য রকম হয়, (তখন আপনার কি অবস্থা হবে?) আল্লাহর কসম! আমি আপনার চারপাশে কিছু চেহারা দেখতে পাচ্ছি যারা সেসময় আপনাকে ছেড়ে চলে যাবে।

আবু বকর رضي الله عنه রাসুল ﷺ-র পেছনেই বসা ছিলেন। তিনি (সহ্য করতে না পেরে) উরওয়াকে ধমক দিয়ে বললেন, আমরা কি তাঁকে ছেড়ে চলে যাব?

উরওয়া জিজ্ঞেস করল, কে এ কথা বলল?

লোকেরা বলল, আবু বকর।

উরওয়া বলল, আল্লাহর কসম, আমার প্রতি তার মেহেরবানী রয়েছে, যার প্রতিদান আমি আজও দিতে পারিনি। তার সেই মেহেরবানীটুকু না থাকলে আমি অবশ্যই তার কথার জবাব দিতাম। একথা বলে সে পুনরায় রাসুল ﷺ-র সাথে কথা বলা শুরু করল।

উরওয়া রাসুল ﷺ-র সাথে কথা বলার সময় বারবার রাসুল ﷺ-র দাড়িতে হাত লাগাচ্ছিল। মুগীরা ইবনে শু'বা رضي الله عنه (যিনি সম্পর্কে

Scanned with CamScanner

উরওয়ার ভাতিজা ছিলেন) তরবারী হাতে রাসুল ﷺ-র পেছনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। নবীজী ﷺ-র সাথে চাচার এ আচরণ তার মোটেই সহ্য হচ্ছিল না।

তিনি উরওয়াকে বললেন, হাত দাড়ি থেকে দূরে রাখ। এক মুশরিকের জন্য কোন ক্রমেই রাসুল ﷺ-কে স্পর্শ করা শোভনীয় নয়।

মুগীরা ইবনে শু'বা رضي الله عنه যেহেতু শিরস্ত্রাণ পরিহিত ছিলেন, তাই উরওয়া তাকে চিনতে পারেনি। সে ক্রোধান্বিত হয়ে রাসুল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করল– এ কে?

রাসুল ﷺ বললেন, তোমার ভাতিজা– মুগীরা ইবনে শু'বা।

এবার উরওয়া মুগীরা رضي الله عنه-কে চিনতে পেরে বলল, ওহে বিশ্বাসঘাতক! আমি কি তোর বিশ্বাসভঙ্গের বিষয়টি মিটমাট করে দেইনি?

ঘটনাটি হল–

মুগীরা ইববে শু'বা رضي الله عنه মুসলমান হওয়ার পূর্বে এক সফরে ক'জন সফরসঙ্গীসহ মিসরের বাদশাহ মুকাওকিসের কাছে যান। বাদশাহ মুগীরার তুলনায় তার সাথীদেরকে বেশি গুরুত্ব প্রদান করে। তার তুলনায় অন্যদেরকে বেশি উপহার উপঢৌকন দান করে। বিষয়টি মুগীরার মোটেই ভালো লাগেনি। তাই ফিরে আসার সময় পথিমধ্যে সবাই মদ পান করে চুর হয়ে যখন বেহুঁশ হয়ে পড়ে, তখন মুগীরা তাদের সকলকে হত্যা করে তাদের সমুদয় সম্পদ নিয়ে নেয়। এ অবস্থায় সোজা মদিনায় চলে আসে এবং ইসলাম কবুল করে।

রাসুল ﷺ তাকে বললেন, তোমার ইসলাম তো কবুল করছি, কিন্তু এ অর্থ সম্পদের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। কেননা, এর পুরোটাই অন্যায় ও অবৈধ পথে অর্জন।

উরওয়া ইবনে মাসউদ পরবর্তীতে বিষয়টি মীমাংসা করেছিল।

ভক্তি- শ্রদ্ধার অনুপম নিদর্শন

উরওয়া নবীজী ﷺ-র সাথে কথা বলছিল এবং সাহাবায়ে কেরামের অন্তরে নবীজীর প্রতি কতটুকু শ্রদ্ধা ও মর্যাদা, প্রেম ও ভালোবাসা তা প্রত্যক্ষ করছিল। সে দেখছিল, রাসুল ﷺ যখনই কোন কাজের আদেশ দিচ্ছেন, সেটি পালন করার জন্য প্রত্যেকেই ব্যস্ত ও উদগ্রীব হয়ে পড়ছে। প্রত্যেকেই সেই আদেশ পালনে অগ্রগামী হওয়ার চেষ্টা করছে। তিনি মুখ থেকে কোন কথা বের করা মাত্রই তারা তা বাস্তবায়নে সাধ্যের সবটুকু উজাড় করে দিচ্ছে। তিনি উযু করার সময় পানি নিয়েও এত কাড়াকাড়ি লেগে যাচ্ছে যে, যেন মারামারিই বেঁধে যাবে। শরীর মোবারক থেকে একটি চুল বা পশম পড়লেও সাথে সাথে তারা তা সংরক্ষণ করে নিচ্ছে। যখন তিনি কথা বলেন, তখন আশ্চর্য এক নীরবতা ছেয়ে যায়। মনে হয় তাদের দেহের প্রতিটি অঙ্গ কান হয়ে গেছে। মুখ তুলে রাসুল ﷺ-কে দেখার সামর্থ্য যেন কারোরই নেই।

এভাবেই উরওয়া তার –যারা সেসময় আপনাকে ছেড়ে চলে যাবে – মন্তব্যটির জবাব পাচ্ছিল। তার অভিজ্ঞ চোখে সবই ধরা পড়ছিল। যারা এমনি ভক্তি, শ্রদ্ধা, আস্থা-বিশ্বাস, প্রেম-ভালোবাসা, আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা প্রদর্শন করে, তারা যে কখনোই নবীকে ছেড়ে যেতে পারে না– সেটা তার অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে গেল।

উরওয়া রাসুল ﷺ-র সান্নিধ্য থেকে কোরাইশদের কাছে ফিরে গিয়ে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! আমি কায়সার, কিসরা ও নাজ্জাশীসহ আরো অনেক বড় বড় বাদশাহের দরবারে গিয়েছি। কিন্তু আল্লাহর শপথ, ভক্তি-শ্রদ্ধা, সম্মান-সমীহ, আনুগত্য ও বশ্যতার সম্মিলিত যে রূপ আমি মুহাম্মাদের দরবারে দেখেছি, তা আর কোথাও দেখিনি।

Scanned with CamScanner

নবীজীর সাথে হুলাইস ইবনে আলকামার সাক্ষাৎ

উরওয়ার মুখে এসব কথা শুনে হাবশী সরদার হুলাইস ইবনে আলকামা কিনানী বলল, তোমরা আমাকে অনুমতি দাও, আমি মুহাম্মাদের সাথে সাক্ষাত করে আসি।

সবাই অনুমতি দিল। সে রাসুল ﷺ এর সাথে সাক্ষাত করতে গেল। রাসুল ﷺ দূর থেকে হুলাইসকে আসতে দেখে বললেন, তোমরা কুরবানীর জন্তুগুলোকে সামনে এনে রাখ। এ ওই সকল লোকের অন্তর্ভূক্ত যারা কুরবানীর জন্তুর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে।

হুলাইস কুরবানীর জন্তুগুলো দেখে রাস্তা থেকেই ফিরে গেল। কোরাইশদের কাছে গিয়ে বলল, কা'বার রবের শপথ, এরা তো কেবল উমরা করার জন্য এসেছে। এদেরকে আল্লাহ ﷻ-র ঘরে আসতে মোটেই বাঁধা দেওয়া উচিত নয়।

কোরাইশরা হুলাইসকে বলল, তুমি যাও। চুপ করে বসে থাক।

তাদের আচরণে হুলাইস অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বলল, হে কোরাইশ সম্প্রদায়! আল্লাহর শপথ, আমাদের তোমাদের সাথে এমন কোন চুক্তি ছিল না যে, যারা কেবল বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করার জন্য আসবে তাকে তাওয়াফ করতে বাঁধা দেবে। যার হাতে হুলাইসের প্রাণ তাঁর শপথ, তোমরা যদি মুহাম্মাদকে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করতে বাঁধা দাও, তাহলে আমি হাবশার লোকদের নিয়ে এ মুহুর্তে তোমাদের থেকে আলাদা হয়ে যাব।

Scanned with CamScanner

কোরাইশরা বলল, তুমি রাগ করো না। স্থির হয়ে বস। আমরা দেখি কি করা যায়।

এ লোকটি বড়ই মন্দ

একপর্যায়ে জমায়েত থেকে মিকরায ইবনে হাফস উঠে বলল, আমি মুহাম্মাদের সাথে সাক্ষাৎ করে আসছি। মিকরাযকে আসতে দেখে রাসুল ﷺ বললেন, এ লোকটি বড়ই মন্দ। হোদায়বিয়ার প্রান্তরে মুসলমানদের অবস্থানকালে মিরকায পঞ্চাশজন সাথী নিয়ে রাতের আঁধারে আক্রমন করার ষড়যন্ত্র করেছিল। সাহাবায়ে কেরাম টের পেয়ে তাদের ধরে ফেলেন। সে সময় মিকরায ধরা পড়েনি। সে পালিয়ে গিয়েছিল। রাসুল ﷺ সেদিকে ইশারা করেই এ মন্তব্যটি করেন।

এলো সন্ধির প্রস্তাব

মিকরায এসে রাসুল ﷺ-র সাথে কথা বলার মাঝেই কুরাইশের পক্ষ থেকে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে সুহাইল ইবনে আমর এসে উপস্থিত হল। রাসুল ﷺ তাকে দেখে বললেন, আল্লাহ ﷻ তোমাদের কাজ কিছু সহজ করে দিয়েছেন।

সুহাইল ইবনে আমর রাসুল ﷺ-র কাছে সন্ধির শর্তাবলি নিয়ে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করল। অতঃপর সকল শর্ত স্থির হল। এবার লেখার পালা।

Scanned with CamScanner

রাসুল ﷺ আলী رضي الله عنه-কে সন্ধির শর্তাবলি লেখার আদেশ দিলেন। বললেন, সর্বপ্রথম লিখ–

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সুহাইল আপত্তি তুলে বলল, আমরা বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম কি তা জানি না। প্রাচীন রীতি অনুযায়ী লিখ– بِاسْمِكَ اَللّٰهُمَّ (বিসমিকা আল্লাহুম্মা)।

রাসুল ﷺ বললেন, ঠিক আছে এটাই লেখ। এরপর বললেন লিখ–

هٰذَا مَا قَضٰى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ

অর্থাৎ, চুক্তিনামা, যার শর্তাবলীর ভিত্তিতে আল্লাহর রাসুল মুহাম্মাদ ﷺ সন্ধিতে সম্মত হয়েছেন।

সুহাইল আবার আপত্তি তুলল। আমরা যদি আপনাকে আল্লাহর রাসুলই স্বীকার করি, তাহলে আপনাকে কা'বা ঘরে আসতে বাঁধা দেব কেন? কেনইবা আপনার সাথে লড়াই করতে যাব? তাই মুহাম্মাদ রাসুলুল্লাহ না লিখে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ লিখুন।

রাসুল ﷺ বললেন, আল্লাহর কসম, তোমরা আমাকে স্বীকার না করলেও আমিই আল্লাহর রাসুল। অতঃপর তিনি আলী رضي الله عنه-কে বললেন, আমার নামের পর রাসুলুল্লাহ শব্দটুকু মুছে ফেলে সে যেভাবে বলে সেভাবেই লিখ।

আলী رضي الله عنه বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! আমি তা কখনও মুছব না।

রাসুল ﷺ বললেন, ঠিক আছে, যেখানে এই শব্দগুলো লিখেছ, সে জায়গাটুকু আমাকে দেখাও।

আলী رضي الله عنه আঙুল দিয়ে তা দেখিয়ে দিলেন।

রাসুল ﷺ নিজ হাতে সেই লেখাটুকু মুছে ফেললেন এবং আলী رضي الله عنه-কে সে স্থানে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ লেখার জন্য নির্দেশ দিলেন।

Scanned with CamScanner

সন্ধির শর্তাবলী

১. আগামী দশ বছর পর্যন্ত যুদ্ধ বন্ধ থাকবে।

২. কোরাইশদের কোন ব্যক্তি তার অভিভাবক বা মনিব ব্যতিত মদিনায় গেলে সে মুসলমান হয়ে গেলেও তাকে ফেরত দিতে হবে।

৩. মুসলমান কোন লোক মক্কায় গেলে তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে না।

৪. এই দশ বছর কেউ কারো ওপর তরবারী উঠাবে না। কেউ সন্ধি ভঙ্গা করে খেয়ানত করবে না।

৫. মুহাম্মাদ ও তার দলবল এ বছর উমরা না করেই মদিনায় ফিরে যাবে। আগামী বছর কেবল তিন দিন মক্কায় থেকে উমরা করতে পারবে। সে সময় সাথে কেবল খাপবদ্ধ তরবারী রাখতে পারবে।

৬. অন্যসব গোত্রের স্বাধীনতা রয়েছে যে, তারা যাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে থাকতে চায় থাকতে পারে।

এ শর্তের পরিপ্রেক্ষিতে বনু খুযাআ গোত্র মুসলমানদের সাথে এবং বনু বকর কোরাইশদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়।

Scanned with CamScanner

আশ্চর্য শর্ত

সন্ধিচুক্তির এই দুটি শর্ত– কোন মুসলমান মক্কা থেকে বের হয়ে মদিনায় গেলে তাকে মক্কাতে ফেরত পাঠাতে হবে। আর যদি কেউ মদিনা থেকে মুরতাদ হয়ে মক্কায় চলে আসে তাহলে তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে না–এটা শুনে মুসলমানেরা বলতে লাগল, কী আশ্চর্য! যে আমাদের কাছে ইসলাম গ্রহণ করে আসবে আমরা তাকে কাফেরদের কাছে ফিরিয়ে দেব? এটা কি করে সম্ভব? আমরা কিভাবে আমাদের মুসলিম ভাইকে মুশরেকদের হাতে তুলে দেব?

তারা এসব কথাই বলছিল, ইত্যবসরে এক যুবক শৃঙ্খলিত অবস্থায় ধীরে ধীরে তাদের কাছে আসছিল। এবং ইয়া রাসুলাল্লাহ বলে চিৎকার করছিল। সবাই পেছনে ফিরে তার দিকে তাকাল। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে বলল, আরে! এতো সুহাইল বিন আমরের ছেলে–আবু জান্দাল।

সে পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিল। সে কারণে তার পিতা তাকে নানাভাবে অত্যাচার-উৎপীড়ন করছিল। শাস্তি স্বরূপ তাকে বেড়ি পরিয়ে বন্দি করে রেখেছিল। সে মুসলমাননদের আগমনের কথা শুনতে পেয়ে জেলখানা থেকে পালিয়ে এখানে চলে এল। শিকলের ভারে তার শরীর নুয়ে পড়েছিল। তার দেহের জখমগুলো থেকে রক্ত ঝরছিল। তার চক্ষু রক্তাশ্রু প্রবাহিত করছিল। মুসলমানরা তার দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল।

সে বন্দি অবস্থা থেকে পালিয়ে কিভাবে এখানে এল– এই ভেবে সুহাইল ইবনে আমর ক্রোধে ফেটে পড়ছিল। সে হুংকার দিয়ে বলল,

এ হচ্ছে প্রথম ব্যক্তি যাকে চুক্তির শর্ত অনুযায়ী মক্কায় ফিরিয়ে দিতে হবে।

রাসুল ﷺ বললেন, এখনও তো চুক্তিনামা সম্পন্ন হয়নি। লেখা শেষ হলে তাতে উভয় পক্ষের দস্তখত হলে তারপর চুক্তির ভিত্তিতে কাজ শুরু হবে।

রাসুল ﷺ সুহাইলকে বারবার অনুরোধ করলেন, আবু জান্দাল আমাদের কাছে থাকুক। কিন্তু সুহাইল তা মানল না। অবশেষে তিনি আবু জান্দালকে সুহাইলের হাতে তুলে দিলেন।

হৃদয় বিদারক দৃশ্য

মক্কার কাফেররা আবু জান্দাল رضي الله عنه-কে এমনিতেই নানাভাবে কষ্ট দিয়েছে। নির্যাতন করেছে। তাই আবার তাকে কাফেরদের মাঝে ফেরত প্রদানে আবু জান্দাল খুবই দুঃখভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললেন, আফসোস, হে মুসলমানেরা, আমাকে আবার কাফেরদের হাতেই তুলে দেওয়া হচ্ছে।

রাসুল ﷺ তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন–

يَا اَبَا جَنْدَلٍ اِصْبِرْ وَاْحتَسِبْ فَاِنَّا لَا نَغْدِرُ اِنَّ اللهَ جَاعِلٌ لَكَ فَرَجًا وَمَخْرَجًا

হে আবু জান্দাল! ধৈর্য ধর। আল্লাহর কাছে বিনিময়ের প্রত্যাশা কর। আমরা তো বিশ্বাসভঙ্গের কোন কাজ করতে পারি না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমার মুক্তির কোন উপায় ব্যবস্থা বের করে দেবেন।

Scanned with CamScanner

সুহাইল দ্রুতপদে তার ছেলের কাছে গেল। শৃঙ্খল ধরে টেনে হেঁচড়ে তাকে নিয়ে মক্কার দিকে রওয়ানা হল। আবু জান্দাল গগন বিদারী আর্তনাদে আকাশ বাতাস ভারী করে তুলল। মুসলমানদের দিকে তাকিয়ে বারবার বাঁচাও বাঁচাও বলে ফরিয়াদ জানাল।

সে বলতে লাগল, হে মুসলমানেরা, আমাকে কাফের মুশরেকদের কাছে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। অথচ তোমাদের মত আমিও তো মুসলমান হয়েছি। তোমরা কি দেখো না, আমি কি পরিমাণ শাস্তি ভোগ করেছি। দৃষ্টির আড়ালে চলে যাওয়া অবধি সে অনবরত এ কথাগুলোই বলে যাচ্ছিল। কামনা করে যাচ্ছিল মুসলমানদের সাহায্য।

সাহাবায়ে কেরামের অন্তর বিগলীত হয়ে গেল। তারা ভাবতে লাগল, আহা! বেচারা, সবে যৌবনের তীরে পা ফেলেছ। এখনই তাকে সইতে হচ্ছে কত কষ্ট-যাতনা। সুখময় জীবনের বদলে সে আজ নিপতিত কঠিন বিপদে। অথচ সে তো ছিল মক্কার নেতৃস্থানীয় এক ব্যক্তির আদরের পুত্র। জীবন ছিল তার সুখ-শোভায় পরিপূর্ণ। তার চারপাশ জুড়ে ছিল হাজারো ভোগ্য সামগ্রীর ভীড়। অথচ আজ মুসলমানদের সামনে থেকে তাকে বেড়ি পরিয়ে বন্দি জীবনের দিকে নিয়ে যাওয়া হল। এসব ভাবতে ভাবতে সাহাবায়ে কেরাম খুবই কষ্ট পাচ্ছিলেন।

আপনি কি সত্য নবী নন?

উমর ﷺ কিছুতেই নিজেকে সামলে রাখতে পারছিলেন না। তিনি বলেই ফেললেন, হে আল্লাহর রাসুল! আপনি কি আল্লাহর সত্য নবী নন?

রাসুল ﷺ বললেন, অবশ্যই।

উমর رضي الله عنه বললেন, আমরা হকের ওপর এবং তারা বাতিলের ওপর নয় কি?

রাসুল ﷺ বললেন, অবশ্যই।

উমর رضي الله عنه বললেন, তাহলে আমরা এই অপমান ও লাঞ্ছনা কেন সহ্য করব?

রাসুল ﷺ বললেন, আমি আল্লাহর রাসুল ও সত্য নবী। আমি আল্লাহর হুকুমের বিপরীতে কোন কাজ করতে পারি না। তিনিই আমার সাহায্যকারী।

উমর رضي الله عنه জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! আপনি কি এ কথা বলেননি যে, আমরা কা'বা ঘরের তাওয়াফ করব।?

রাসুল ﷺ বললেন, তা এ বছরেই হবে তা তো বলিনি।

উমর رضي الله عنه-র অন্তর শান্ত হল না। তার অস্থিরতা কিছুতেই কাটছিল না। তিনি আবু বকর رضي الله عنه-র কাছে গেলেন। তাকেও তিনি সেই প্রশ্নগুলোই করলেন যেগুলো রাসুল ﷺ-কে করেছিলেন।

আবু বকর رضي الله عنه-ও সেই উত্তরই দিলেন যেগুলো রাসুল ﷺ দিয়েছিলেন।

উমর رضي الله عنه বলেন, পরবর্তীতে আমি আমার আচরণের জন্য অনেক লজ্জিত হয়েছি। কাফফারা স্বরূপ অনেক সালাত পড়েছি। অনেক সওম রেখেছি। দান-খয়রাত করেছি। বহু গোলাম আযাদ করেছি।

Scanned with CamScanner

আল্লাহ ﷻ অচিরেই মুক্তির ব্যবস্থা করবেন

সহীহ মুসলিমে আনাস ﵁-র সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, সাহাবায়ে কেরাম রাসুল ﷺ-র কাছে জানতে চাইলেন, হে আল্লাহর রাসুল! এ শর্তের ওপর কীভাবে চুক্তি করা যায় যে, আমাদের মধ্যে কেউ তাদের কাছে গেলে তারা তাকে ফেরত দেবে না। অথচ তাদের কেউ আমাদের কাছে এলে আমরা তাকে তাদের কাছে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য থাকব?

রাসুল ﷺ বললেন, হ্যাঁ, আমাদের কেউ যদি তাদের সাথে মিলিত হয় তবে আমাদের ওই ব্যক্তির কোনই প্রয়োজন নেই। আল্লাহ ﷻ তাকে আপন রহমত থেকে বঞ্চিত ও লাঞ্ছিত করেছেন। আর তাদের থেকে যে ব্যক্তি মুসলমান হয়ে আমাদের কাছে আসবে, যদিও চুক্তির শর্ত হিসেবে তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে, কিন্তু তাতে ঘাবড়ানোর কিছু নেই। কারণ, আল্লাহ ﷻ অচিরেই তার মুক্তির ব্যবস্থা করে দেবেন।

আবু জান্দালের বন্দি জীবন

আবু জান্দালকে মক্কায় নিয়ে যাওয়া হল। হয়ত সে তাদের কাছে দীনের ওপর অটল অবিচল থাকার আর্জি পেশ করেছিল। এক আল্লাহ ﷻ-র ওপর বিশ্বাসী থেকে তার পথে বাকী জীবনটুকু কাটিয়ে দেওয়ার জন্য একটু নিরাপদ আশ্রয়ের মিনতি করেছিল। নিষ্ঠুর কাফের শ্রেণি যার প্রতি কোনো কর্ণপাত করেনি।

Scanned with CamScanner

এদিকে মুসলমানরা কাফেরদের ওপর ক্রোধান্বিত ও মক্কার অসহায় মুসলমানদের ব্যাপারে চিন্তিত অবস্থায় রাসুল ﷺ-র সাথে মদিনাতে ফিরে গেলেন।

এরপর...

মক্কার অসহায় মুসলমনাদের ওপর কাফের শ্রেণির জুলুম তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছিল। তাদের অত্যাচার-নির্যাতন সব সীমা অতিক্রম করে ফেলেছিল। তাই আবু জান্দাল ও তার সাথী আবু বাসীর এবং মক্কার অন্যান্য অসহায় মুসলমানরা বন্দি অবস্থা থেকে পলায়ণ করার জন্য আপ্রাণ চেস্ট করতে লাগলেন।

আবু বাসীরের ঘটনা

একপর্যায়ে আবু বাসীর বন্দি অবস্থা থেকে পালাতে সক্ষম হলেন। তিনি মদিনায় চলে এলেন। কারণ, রাসুল ﷺ ও তাঁর সাহাবাদের সান্নিধ্য অর্জনের আকাঙ্ক্ষা তাকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছিল। তিনি জনমানবহীন দুর্গম মরুভূমি অতিক্রম করে সামনে অগ্রসর হতে লাগলেন। তার নগ্ন পা উত্তপ্ত পাথরের তীব্র দহনে পুড়ে যাচ্ছিল। এভাবে চলতে চলতে এক সময় তিনি মদিনায় পৌঁছলেন। পৌঁছেই প্রথমে মসজিদে নববীতে গেলেন। রাসুল ﷺ সেসময় সাহাবায়ে কেরামের সাথে মসজিদে অবস্থান করছিলেন। আবু বাসীর সেখানে প্রবেশ করলেন। তার শরীর জুড়ে আঘাতের চিহ্ন। চেহারায় সফরের ক্লান্তি। চুল এলোমেলো। ধূলিযুক্ত। ভালোভাবে শ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছিল তার।

ইত্যবসরে কোরাইশ নেতাদের পক্ষ থেকে দুই কাফের এসে মসজিদে প্রবেশ করল। আবু বাসীর তাদের দেখে ভয় পেয়ে গেলেন। তার

Scanned with CamScanner

হৃদকম্পন বেড়ে গেল। যে যাতনা থেকে বহু কষ্টে তিনি নিজেকে মুক্ত করেছিলেন, যেন তা আবার তার কাছে প্রত্যাবর্তন করল।

অতঃপর এই দুই কোরাইশ ব্যক্তি চিৎকার দিয়ে বলতে লাগল, হে মুহাম্মাদ! তাকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে দাও। আমাদের সাথে কৃত চুক্তির কথা স্মরণ কর।

রাসুল ﷺ আবু বাসীরকে তাদের হাতে সোপর্দ করে দিলেন। তিনি আবু বাসীরকে বললেন, আমি চুক্তির খেলাফ করতে পারি না। তাই তুমি এখন ফিরে চলে যাও।

আবু বাসীর رضي الله عنه বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, আপনি আমাকে কাফেরদের হাতে তুলে দিচ্ছেন? তারা আমাকে দীন থেকে ফেরাতে চেষ্টা করছে। আমার ওপর নানাভাবে অত্যাচার চালাচ্ছে।

রাসুল ﷺ তাকে বললেন, সবর কর। আল্লাহ ﷻ-র ওপর ভরসা রাখ। তিনি নিশ্চয়ই তোমার মুক্তির কোন ব্যবস্থা করে দেবেন।

কাফের দু'জন আবু বাসীর رضي الله عنه-কে সাথে নিয়ে মক্কার পথে রওয়ানা হল। যুলহুলাইফা নামক স্থানে পৌঁছার পর তারা বিশ্রাম নিতে থামল। তাদের একজন আবু বাসীরের পাশেই বসে রইল। অপরজন প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দিতে একটু দূরে চলে গেল। আবু বাসীরের পাশে বসে থাকা কাফেরটি তার তরবারী বের করে নাড়াতে লাগল। গর্বভরে বলতে লাগল, আমি এই তরবারী দ্বারা একদিন দিনভর আউস ও খাজরাজের লোকদের হত্যা করব।

আবু বাসীর লোকটিকে বলল, বাহ! তোমার তরবারীটি তো ভারী সুন্দর।

সে খাপ থেকে তরবারীটি বের করে বলল, হাঁ, আল্লাহর শপথ, এটি খুবই ভালো তরবারী। অনেকবার আমি এটিকে পরখ করে দেখেছি।

আবু বাসীর رضي الله عنه বললেন, আমাকেও একটু দেখতে দাও।

লোকটি তরবারীটি তার হাতে দিল।

তিনি তরবারীটি হাতে পেয়েই এক কোপে লোকটির গরদান উড়িয়ে দিলেন। দ্বিতীয় লোকটি ফিরে এসে তার সঙ্গীর রক্তাত্ব নিথর দেহ মাটিতে পড়ে থাকতে দেখে উর্ধ্বশ্বাসে দৌঁড় দিল। সে এক দৌঁড়ে মদিনায় চলে এল। রাসুল ﷺ-র কাছে এসে জানাল, সে আমার সাথীকে মেরে ফেলেছে। এখন আমাকেও মেরে ফেলবে।

এরই মধ্যে আবু বাসীর رضي الله عنه-ও সেখানে এসে হাজির হল। তার চক্ষু থেকে আগুন বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। হাতে থাকা তরবারী থেকে টপটপ করে রক্ত ঝরছিল।

আবু বাসীর বলতে লাগলেন, হে আল্লাহর রাসুল! আল্লাহ ﷻ আপনাকে অঙ্গীকার পূর্ণ করার তাওফীক দান করেছেন। আপনি আমাকে তাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। হে আল্লাহর রাসুল! আপনি জানেন যে, আমি মক্কায় ফিরে গেলে তারা আমাকে দীন থেকে ফিরে যেতে বল প্রয়োগ করবে। আমি যা কিছু করেছি তা কেবল এ কারণেই করেছি যে, তাদের সাথে আমার কোন চুক্তি ছিল না। এখন আপনি আমাকে আপনাদের অন্তর্ভূক্ত করে নিন।

রাসুল ﷺ বললেন, না।

আবু বাসীর বললেন, আপনি আমাকে কিছু মানুষ দিন। আমি মক্কা বিজয় করবো।

রাসুল ﷺ সাহাবাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, দুর্ভাগ্য যুদ্ধের ইন্ধন দাতার মায়ের। যদি আজ তার সাথে কিছু লোক থাকত (তাহলে তো সে মক্কায় আক্রমন করে সর্বনাশ করে ফেলত)।

অতঃপর রাসুল ﷺ কোরাইশদের সাথে কৃত চুক্তির কথা স্মরণ করলেন এবং আবু বাসীরকে মদিনা থেকে বের হয়ে যেতে বললেন।

আবু বাসীর رضي الله عنه ও তাঁর কথা মেনে মদিনা থেকে বের হয়ে গেলেন।

হ্যাঁ, এটাই ছিল প্রকৃত অবস্থা। তিনি দীনের বিরোধীতায় অবতীর্ণ হননি। কেননা তিনি তো পরম দয়াময় দাতার মহাদানের আশা করেন। যার জন্য তিনি ত্যাগ করেছেন তার পরিবার পরিজন। নিজেকে নিপতিত করেছেন কষ্ট যাতনায়।

Scanned with CamScanner

নতুন ঠিকানা

আবু বাসীর ﵁ মদিনা থেকে বের গেলেন। কিন্তু যাবেন কোথায়? ভাবনার অতলে ডুব দিলেন। কেননা মক্কাতে গেলে সইতে হবে কেবল কষ্ট-যাতনা। মদিনাতে গেলে হবে মুসলমানদের চুক্তিভঙ্গা।

অবশেষে জিদ্দার উত্তরে সাগর তীরের এমন এক নির্জন বালুকাময় ভূমিকে থাকার জন্য নির্ধারণ করলেন, যেখানে তার সাথী-সঙ্গী কেউ ছিল না।

কিছুদিন পর মক্কার দুর্বল মুসলামানেরা তার নতুন আবাসভূমির কথা জানতে পারল। তারা এটিকে মুক্তির নতুন পথ জ্ঞান করল। কেননা, মদিনার মুসলমানেরা তাদের গ্রহণ করবে না। আর মক্কার কাফেররা তাদেরকে শাস্তি ছাড়া আর কিছুই দিচ্ছে না।

অতঃপর একদিন আবু জান্দাল শিকল ভেঙ্গে পালাল। আশ্রয় নিল আবু বাসীরের কাছে। তারপর এই তালিকা আরো দীর্ঘ হল। মক্কা থেকে একের পর এক মুসলমান শিকল ছিড়ে পালিয়ে গিয়ে তার কাছে গিয়ে আশ্রয় নিল। এক পর্যায়ে তাদের সংখ্যা অনেক হয়ে গেল। তাদের শক্তি বৃদ্ধি পেল।

যখন কোরাইশদের কোন ব্যবসায়ী কাফেলা এ এলাকা দিয়ে যেত, তারা সকলে মিলে তাদের ওপর আক্রমন করত। তাতে যে গনীমত লাভ হত তা দিয়ে তাদের দিন গুজরান হত। অতঃপর এ ধরণের ঘটনা যখন বারবার ঘটতে লাগল, তখন কোরাইশরা অপারগ হয়ে রাসুল ﷺ-র কাছে এই প্রস্তাব পাঠাল যে, আমরা আল্লাহ এবং

আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে আবেদন করছি, আপনি আবু বাসীর এবং তার সাথীদেরকে মদিনায় ডেকে নিন। আমাদের এলাকা থেকে কেউ যদি মুসলমান হয়ে মদিনায় আপনার কাছে চলে যায়, তাহলে আমরা তার পিছু ধাওয়া করব না।

বিদায় বেলায় এলো ঘরে ফেরার ডাক

রাসুল ﷺ আবু বাসীর ও তার সাথীদের উদ্দেশ্যে একটি চিঠি পাঠালেন। চিঠিতে তিনি তাকে ও তার সাথীদেরকে মদিনায় আসতে বললেন। চিঠিটি পড়ে তার সাথীরা অনেক খুশি হল। কিন্তু আবু বাসীর তখন মৃত্যুপথযাত্রী।

লোকেরা তার কাছে গেল। তাকে জানাল রাসুল ﷺ তাদেরকে মদিনায় যেতে বলেছেন। তিনি সেখানে তাদের থাকার অনুমতি দিয়েছেন। তাদের আশা পূরণ হয়েছে। তাদের সত্তা ও আত্মা আজ নিরাপদ হয়েছে। প্রবাস জীবনের কষ্ট তাদের শেষ হয়েছে।

মৃত্যুপথযাত্রী আবু বাসীর এটা শুনে আনন্দিত হল। সে বলল, আমাকে রাসুল ﷺ-র চিঠি দেখাও। চিঠিটি তার হাতে দেওয়া হল। তিনি তাতে চুমু খেলেন, বুকের ওপর রাখলেন এবং–

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ

বলতে বলতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন।

উত্তম ঠিকানা খোদাভীরুদের জন্যেই

হাঁ, আবু বাসীর মৃত্যু বরণ করেছেন। জাগতিক ভোগ বিলাসের পরোয়া তিনি করেননি। দুনিয়ার সুখ-শোভা উপভোগে মত্ত তিনি হননি। তিনি এমন অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেছেন যে, তিনি রত আছেন দীনের খেদমতে। ব্যস্ত আছেন আল্লাহ ﷻ-র পথে জিহাদে। তিনি মৃত্যু বরণ করছেন এবং এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার কষ্ট-যাতনা থেকে মুক্তি পেয়েছেন। তিনি এই নশ্বর জগতের চিন্তায় বিভোর ছিলেন না। অন্তরে সর্বদা চিরস্থায়ী বাসস্থানের আশা লালন করেছেন। যেখানে তিনি আসমান ও জমিনের প্রভুকে দু নয়ন ভরে দেখে ধন্য হবেন। যার জন্য পৃথিবীর বুকে তিনি ঝরিয়েছেন রক্ত। যার জন্য তিনি লোকালয় ছেড়ে পাড়ি জমিয়েছিলেন নির্জন মরুভূমিতে। পরিশেষে সেখান থেকেই তিনি চলে গেছেন তাঁর সান্নিধ্যে।

যদিও তার সামনে পৃথিবীর দরজা সমূহ বন্ধ হয়ে গিয়ে থাকে, তথাপি হয়তো তার জন্য আসমানের দরজা খুলে গেছে।

﴿هٰذَا ذِكۡرٌ ؕ وَ اِنَّ لِلۡمُتَّقِیۡنَ لَحُسۡنَ مَاٰبٍ ﴿۴۹﴾ جَنّٰتِ عَدۡنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ الۡاَبۡوَابُ ﴿۵۰﴾ مُتَّكِـِٕیۡنَ فِیۡهَا یَدۡعُوۡنَ فِیۡهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِیۡرَةٍ وَّ شَرَابٍ ﴿۵۱﴾ وَ عِنۡدَهُمۡ قٰصِرٰتُ الطَّرۡفِ اَتۡرَابٌ ﴿۵۲﴾ هٰذَا مَا تُوۡعَدُوۡنَ لِیَوۡمِ الۡحِسَابِ ﴿۵۳﴾ اِنَّ هٰذَا لَرِزۡقُنَا مَا لَهٗ مِنۡ نَّفَادٍ﴾

এ এক মহৎ আলোচনা; খোদাভীরুদের জন্যে রয়েছে উত্তম ঠিকানা। তথা স্থায়ী বসবাসের জান্নাত; তাদের জন্যে তার দ্বার উন্মুক্ত রয়েছে। সেখানে তারা হেলান দিয়ে বসবে। তারা সেখানে চাইবে অনেক ফল-মূল ও পানীয়। তাদের কাছে থাকবে

আনতনয়না সমবয়স্কা রমণীগণ। তোমাদেরকে এরই প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে বিচারদিবসের জন্য। এটা আমার দেয়া রিযিক যা শেষ হবে না। [সূরা ছোয়াদ : ৪৯-৫৪]

আজ কে আছে তার মত

সুসংবাদ আবু বাসীরের জন্য। আজ কে আছে যে তার মতো দীনের ওপর অটল অবিচল থাকতে পারবে? তিনি ছিলেন এমন এক যুবক; যাকে আল্লাহ ﷻ তাঁর আনুগত্যশীল বান্দা হিসেবে কবুল করেছেন। তাকে আপন তত্ত্বাবধানে রেখেছেন। পথভ্রষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করেছেন। নিজ সাহায্যে আপন করেছেন। তাঁর পছন্দনীয় কর্মে উদ্যমী করেছেন। তাকে বহু পরীক্ষায় ফেলেছেন এবং সেগুলোতে উত্তীর্ণ হবার তাওফীক দান করেছেন।

আহা! তুমি যদি দেখতে নিভৃতে তার অশ্রু ঝরানোর দৃশ্য। অথবা দেখতে কোরআন তেলাওয়াতের সময়কার তার আবেগ। উপলব্ধি করতে পারতে তার অন্তরের আনুগত্য। দেখতে পেতে তার চেহারায় অনুশোচনার ছাপ।

আল্লাহ ﷻ তাকে তাঁর ভালোবাসার স্বাদ আস্বাদন করিয়েছেন। তাকে নিভৃতে তাঁর সাথে কথপোকথনের সুযোগ দিয়েছেন। তার প্রতি করেছেন সীমাহীন অনুগ্রহ। ফলে এগুলো তাকে প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে বিরত রেখেছে। তাকে দূরে রেখেছে দুনিয়ার ভোগ-বিলাস থকে। তার ওপর আপতিত দুর্যোগ-মসিবতের তীব্রতা প্রকট হলেও তিনি ছিলেন আল্লাহ ﷻ-র ফয়সালায় সন্তুষ্টপ্রাণ।

Scanned with CamScanner

হাঁ, তোমাকেই বলছি

আর ওহে তুমি! যে কখনো পড়নি আবু বাসীরের মত মসিবতে। সম্মুখিন হওনি তার মত বিপদের। বরং তুমিতো ছিলে ভোগ-বিলাসে মত্ত। সুখ-উল্লাসে বিভোর। আখেরাতের আজাবের পরওয়া তুমি কখনই করো নি।

ওহে তুমি। হাঁ, তোমাকেই বলছি। তুমি কি জানো, দিবারাত্রি মহা পরাক্রমশালী দয়াময়ের আনুগত্যের দিকে তোমাকে ডাকা হচ্ছে। অথচ তোমার অবস্থা তো এতটাই নিকৃষ্ট যে, কুপ্রবৃত্তিগুলোও তোমার কাছ থকে বিরক্ত হয়ে দূরে সরে যাচ্ছে। তোমার থেকে কেবল অবিরত পদস্খলনই প্রকাশ পাচ্ছে। দিন দিন তোমার অপরাধের পাহাড় ফুলে ফেঁপে মোটা হচ্ছে।

তওবা করার সময় কি তোমার এখনও হয়নি? হয়নি কি গোনাহ ছাড়ার সময়? এখনও কি সময় আসেনি প্রভুর দরবারে হাজিরা দেওয়ার? তুমি কি জান না তোমার প্রভু তোমাকে দেখছেন। তোমাকে পর্যবেক্ষন করছেন। তোমার প্রতি ক্রোধান্বিত হচ্ছেন?

ফেরেশতারা তোমার পাপসমূহ লিখছে। কড়ায় গন্ডায় তোমার কৃত কর্মের হিসাব কষছে। এরপরও কি তুমি গাফলতের চাদর মুড়ি দিয়ে থাকবে?

তুমি কেন ভাবছ না মহাশান্তি ও নেয়ামতে ভরপুর জান্নাতের কথা? কেন তা অর্জনের জন্য বর্জন করছ না ক্ষণিকের ভোগ বিলাস। পরিত্যাগ করছ না প্রবৃত্তির অনুসরণ?

Scanned with CamScanner

যারা আল্লাহ ﷻ-র আনুগত্য করে যথাযথরূপে। তাঁর জন্যেই উৎসর্গ করে নিজের জীবন ও সম্পদ। বিসর্জন দেয় নিজের অবৈধ কামনা বাসনা–তারাই হল প্রকৃত মুসলমান।

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿١٥﴾ قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٦﴾ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا ۖ قُل لَّا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُم ۖ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٧﴾ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾

তারাই মুমিন, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনার পর সন্দেহ পোষণ করে না এবং আল্লাহর পথে প্রাণ ও ধন-সম্পদ দ্বারা জেহাদ করে। তারাই সত্যনিষ্ঠ। বলুন : তোমরা কি তোমাদের ধর্ম-পরায়ণতা সম্পর্কে আল্লাহকে অবহিত করছ? অথচ আল্লাহ জানেন যা কিছু আছে ভূমন্ডলে এবং যা কিছু আছে নভোমন্ডলে। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত। তারা মুসলমান হয়ে আপনাকে ধন্য করেছে মনে করে। বলুন, তোমরা মুসলমান হয়ে আমাকে ধন্য করেছ মনে করো না। বরং আল্লাহ ঈমানের পথে পরিচালিত করে তোমাদেরকে ধন্য করেছেন, যদি তোমরা সত্যনিষ্ঠ হয়ে থাক। আল্লাহ নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের অদৃশ্য বিষয় জানেন, তোমরা যা কর আল্লাহ তা দেখেন। [সূরা হুজরাত : ১৫-১৮]

প্রতিদান যখন জান্নাত বিপদ তখন নস্যি

মনে রেখো, বিপদ আপদের তীব্রতা যত বেশী হোক না কেন, প্রতিদান যখন জান্নাত তখন সে বিপদ স্বল্পই। বিপদের সময় বান্দা অনুভর করে যে, আল্লাহ ﷻ তার নিকটেই আছেন। তার ডাকে সাড়া দিচ্ছেন। তার অনুযোগ শ্রবণ করছেন। তার ফরিয়াদ কবুল করছেন। তার জন্য প্রতিদান বাড়িয়ে দিচ্ছেন। এবং তার ভুল-ত্রুটি মার্জনা করছেন। আল্লাহ ﷻ কখনও তাঁর সৎকর্মশীল বান্দাদের প্রতিদান কমিয়ে দেন না।

সুতরাং, যে ব্যক্তি প্রবৃত্তির অনুসরণ ছেড়ে দেয় তার চোখকে রক্ষা করে হারাম জিনিষ দেখা থেকে। কানকে গান-বাজনা শোনা থেকে। লজ্জাস্থান ও হাত-পা কে অশ্লীলতা ও পাপকর্ম থেকে। নফসকে তার কু-কামনা থেকে। পরকালে তার হিসাব-নিকাশ হবে সহজতর। যে গভীরভাবে বিশ্বাস করে আল্লাহ ﷻ তাঁর বান্দাদের অদৃশ্য থেকে দেখছেন। জলে-স্থলে অন্তরাল থেকে তাদের পর্যবেক্ষণ করছেন। কেয়ামত দিবসে তারও হিসাব নিকাশ হবে আসান। ফলে সুন্দর হবে তার চিরস্থায়ী নিবাস। অনাদি হবে তার আনন্দ-সুখ। সে হবে রব্বে কারীমের প্রতিবেশী। সে থাকবে প্রভুর রহমতের ছায়াতলে।

দশম হিজরীর একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা শোনো

মুসাইলামা কাযযাব নামক এক ব্যক্তি ইয়ামামা থেকে আরব ভূখন্ডের নজদ অঞ্চলে এল। সে নবুওয়াতী দাবী করল। দাবী করল সে আল্লাহ রাসুল। তার ওপর তিনি অবতীর্ণ করেন কোরআন। তার ওপর নাযিল হওয়া কোরআনের আয়াতগুলো এরূপ–

وَالطَّاحِنَاتُ طَحْناً وَالْعَاجِنَاتُ عَجْناً، وَالْخَابِزَاتُ خُبْزاً، وَالثَّارِدَاتُ ثَرْداً، وَالَّلاقِمَاتُ لَقْماً

শপথ পেষনকারীদের যারা শষ্য পেষন করে। এবং তাদের যারা খামিরা তৈরী করে। অতঃপর তাদের যারা রুটি বানায়। এবং তাদের যারা রুটি টুকরা টুকরা করে ঝোলে ভেজায়। এরপর তাদের যারা লোকমা দিয়ে তা খেয়ে ফেলে।

আরো বর্ণিত আছে– আমর ইবনুল আস رضي الله عنه-ও ইসলাম গ্রহণের পূর্বে একবার মুসাইলামাতুল কাযযাবের কাছে গিয়েছিলেন। তিনি ঠাট্টা করে তাকে বলেছিলেন– হে মুসাইলামা, তোমার কাছে তোমার রব কী নাযিল করেছেন?

আমর ইবনুল আস رضي الله عنه যদিও তখন পর্যন্ত মুসলমান হননি তথাপি তিনি জানতেন যে, মুসাইলামা যা বলছে তার সবই মিথ্যা।

মুসাইলামা বলল, এই তো গতকাল আমার ওপর একটি সূরা নাযিল হয়েছে।

আমর ইবনুল আস رضي الله عنه বললেন, সেটি কী?

Scanned with CamScanner

মুসাইলামা বলল, সূরাটির নাম হল 'সূরাতুদ দিফদা' (ব্যাঙের সূরা)। নিজের সত্যতা প্রমাণে সে যুক্তি দাঁড় করিয়ে বলল, কেন কোরআনে কি 'সূরাতুল ফিল' (হাতীর সূরা) নেই? সেটির মত আমার ওপরও একটি সূরা নাযিল হয়েছে, যেটির নাম 'সূরাতুদ দিফদা'। এই বলে সে সূরাটি পাঠ করে শোনাতে লাগল–

يَا ضِفْدَعُ بِنْتُ ضِفْدَعِيْنَ، نَقِيٌّ مَا تُنَقِّيْنَ، لَا الْمَاءَ تُكَدِّرِيْنَ، وَلَاالشَّارِبَ تَمْنَعِيْنَ، رَأْسُكَ فِي الْمَاءِ وَذَنْبُكَ فِي الطِّيْنِ.

হে ব্যাঙদের কন্যা! তুমি পরিষ্কার রাখ যা তোমরা পরিষ্কার রাখ। পানি নষ্ট করো না। পানকারীদের নিষেধ করো না। তোমার মাথা পানির মধ্যে আর লেজ কাদার মধ্যে।

আমর ইবনুল আস ﵁ বললেন, আরেকটি সূরা শোনাও।

মুসাইলামা বলল, আমার ওপরও 'সূরাতুল ফীল' নামে একটি সূরা নাযিল করা হয়েছে।

আমর ইবনুল আস ﵁ বললেন, বেশ, সেটি শোনাও।

মুসাইলামা পড়তে শুরু করল–

اَلْفِيْلُ وَمَا اَدْرَاكَ مَا الْفِيْلُ لَه خُرْطُوْمٌ طَوِيْلٌ , وَذَيْلٌ قَصِيْرٌ.

হাতী! তুমি কি জান হাতী কী? তার আছে লম্বা একটি শুঁড়। আর আছে ছোট্ট একটি লেজ।

এই হল তার সেসব অর্থহীন বেহুদা প্রলাপ। সে যেগুলোর নাম দিয়েছে কোরআন। তার কওম এই অর্থহীন প্রলাপের গুরুত্ব দিয়ে তার অনুসরণ করতে লাগল। দেখতে দেখতে তার বেশ কিছু মূর্খ অনুসারী জুটে গেল। যারা তার ধোকাকে সঠিক জ্ঞান করল। এভাবে তার ক্ষমতার পরিধিও বৃদ্ধি পেল।

Scanned with CamScanner

মুসাইলামার ধৃষ্টতা

একপর্যায়ে মুসায়লামা রাসুল ﷺ-র কাছে চিঠি পাঠাল। যাতে লেখা ছিল –

مِنْ مُسَيْلَمَةَ رَسُوْلِ اللهِ إِلى مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللهِ .. سَلَامٌ عَلَيْكَ .. أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّيْ قَدْ أَشْرَكْتُ فِي الْأَمْرِ مَعَكَ .. وَإِنَّ لَنَا نِصْفَ الْأَرْضِ .. وَلِقُرَيْشٍ نِصْفَ الْأَرْضِ .. وَلٰكِنَّ قُرَيْشاً قَوْمٌ يَعْتَدُوْنَ

আল্লাহর রাসুল মুসাইলামার পক্ষ থেকে আল্লাহর রাসুল মুহাম্মাদ ﷺ-র প্রতি। আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। অতঃপর কথা হল এই যে, আমি নবুওয়াতীতে আপনার অংশিদার হয়েছি। পৃথিবীর অর্ধেক ভূখন্ড আমার আর অর্ধেক কোরাইশদের। কিন্তু কোরাইশ জাতি একটু বেশিই বাড়াবাড়ি করে।

রাসুলের জবাবী চিঠি

রাসুল ﷺ যখন এই চিঠি পড়লেন তখন মহা পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় প্রভুর সাথে মুসাইলামার ধৃষ্টতা দেখে আশ্চার্যান্বিত হলেন। তিনি জবাবে লিখলেন–

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللهِ إِلى مُسَيْلَمَةَ الْكَذَّابِ اَلسَّلَامُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الْأَرْضَ لِلّٰهِ يُوْرِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ

Scanned with CamScanner

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম, আল্লাহর রাসুল মুহাম্মাদ ﷺ-র পক্ষ থেকে মিথ্যাবাদি মুসাইলামার প্রতি। যে হেদায়াতের অনুসরণ করে তার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। অতঃপর কথা হল এই যে, সমগ্র ভূখন্ড তো আল্লাহ তাআলার। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্য হতে যাকে ইচ্ছা তাকে এর ওয়ারিস বানান। আর মুত্তাকীদের জন্য রয়েছে উত্তম পরিণাম।

নির্ভীক সাহাবীর ঈমানী দৃঢ়তা

চিঠিটি লেখা শেষ করে আল্লাহর রাসুল ﷺ তার আশপাশে উপবিষ্ট সাহাবাদের মুখের দিকে তাকালেন। তিনি এমন একজনকে খুঁজছিলেন যে হবে একই সাথে বুদ্ধিমান ও নির্ভিক। যাকে তিনি চিঠিটি দিয়ে মুসাইলামার কাছে পাঠাবেন। অতঃপর হাবীব ইবনে যায়েদ রা. দ্রুত রাসুল ﷺ-র দিকে আগিয়ে এলেন। তিনি ছিলেন এমন যুবক; প্রবৃত্তির তাড়না যাকে কখনও দীনের খেদমত থেকে দূরে সরাতে পারেনি।

তিনি ছিলেন এমন যুবক যিনি তার রবকে ছেড়ে অন্য কোন সুখ-সৌন্দর্য নিয়ে ব্যস্ত হননি। যার অন্তর ছিল ঈমান ও বিশ্বাসে টইটম্বুর। যার রাত কাটাতো তাসবীহ-তাহলীল ও কোরআন পাঠে। তিনি রাসুল ﷺ-র হাত থেকে চিঠিটি নিলেন। মদিনা থেকে রওয়ানা হয়ে চললেন ইয়ামামায় দিকে। অতিক্রম করলেন হাজার হাজার কিলোমিটার পথ। পরিশেষে তিনি পৌঁছলেন মুসাইলামার কাছে। চিঠিটি তার হাতে দিলেন।

Scanned with CamScanner

মুসাইলামা চিঠিটি পড়ে রাগে ক্ষোভে ফুঁসে উঠল। সে তার সহযোগীদের ডাক দিল। হাবীব ইবনে যায়েদ ﷺ-কে তার সামনে দাঁড় করাল। তাকে চিঠি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল।

হাবীব ইবনে যায়েদ ﷺ বললেন, এটা আল্লাহর রাসুলের চিঠি।

মুসাইলামা বলল, তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল?

হাবীব ﷺ বললেন, হাঁ, আমি সাক্ষ্য দেই যে তিনি আল্লাহর রাসুল।

তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, আমি আল্লাহর রাসুল?

হাবীব বললেন, তোমার এ কথা শোনা থেকে আমার কান বধির।

মুসাইলামা আবার বলল, তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল?

হাবীব বললেন, হাঁ, আমি সাক্ষ্য দেই যে তিনি আল্লাহর রাসুল।

মুসাইলামা বলল, তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, আমি আল্লাহর রাসুল?

হাবীব বললেন, আমি কিছুই শুনতে পাচ্ছি না।

মুসাইলামা পুনরায় পূর্বের কথাগুলো পুনরাবৃত্তি করল।

হাবীব ﷺ-ও আগের মতই উত্তর দিতে লাগলেন। একপর্যায়ে মুসাইলামা ক্রোধান্বিত হয়ে জল্লাদকে ডাক দিল। তাকে আদেশ দিল, এই যুবকের শরীরে আঘাত করতে থাক।

জল্লাদ আঘাত করতে থাকল। আর সে উপরিউক্ত প্রশ্নগুলো বারবার জিজ্ঞাসা করতে লাগল। হাবীব ﷺ আগের মতই জবাব দিতে থাকলেন। যা শুনে শুনে মুসাইলামার ক্রোধের আগুন বাড়তে লাগল।

এবার সে জল্লাদকে বলল, এর জিহ্বা কেটে দাও।

জল্লাদ তার আল্লাহর যিকিরে সতেজ জিহ্বাটি কেটে ফেলল। কাটা জিহ্বা থেকে অঝোরে রক্ত ঝরছিল।

Scanned with CamScanner

অতঃপর তাকে আবার নরপিশাচ মুসাইলামার সামনে দাঁড় করানো হল। মুসাইলামা চিৎকার দিয়ে সেই একই প্রশ্ন করল, তুমি কি সাক্ষ্য দাও মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল?

হাবীব ﵁ হাঁ সূচক মাথা নেড়ে জবাব দিলেন– হাঁ।

মুসায়লামা বলল, তুমি সাক্ষ্য দাও আমি আল্লাহর নবী?

তিনি না সূচক মাথা নেড়ে জবাব দিলেন– না।

পাষাণপ্রাণ মুলসাইলামা জল্লাদকে হাবীব ﵁ -র হাত, পা, কান, সব কেটে ফেলতে বলল। নিষ্ঠুর জল্লাদ তার আদেশ পালন করল। একটি একটি করে তার সবগুলো অঙ্গ কেটে ফেলল। রক্তের বন্যা বয়ে গেল। হাবীব ﵁ তার মহান প্রভুর সান্নিধ্যে চলে গেলেন। রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু।

আপনার সন্তুষ্টি অর্জনই ছিল আমার একমাত্র লক্ষ্য

হাঁ, এটাই বাস্তবতা। হাবীব ﵁-র জিহ্বা কেটে ফেলা হয়েছিল। তার শরীর টুকরো টুকরো করা হয়েছিল। তার হাড়গুলোকে ভেঙ্গো চূর্ণ বিচুর্ণ করা হয়েছিল। তিনি আল্লাহ ﷻ-র সন্তুষ্টির পথে অসহ্য যন্ত্রণা সয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছিলেন।

কেয়ামতের দিন তিনি যখন আল্লাহ ﷻ-র সামনে দাঁড়াবেন। আল্লাহ ﷻ যখন তাকে জিজ্ঞেস করবেন, হে আমার বান্দা, দুনিয়াতে তোমার জবান, হাত, পা, নাক কেন কাটা হয়েছিল? কেন তোমাকে করা হয়েছিল রক্তে রঞ্জিত?

Scanned with CamScanner

তখন তিনি উত্তর দেবেন, হে বিশ্বকর্তা, আপনার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আমি এগুলো বিসর্জন দিয়েছি। কিন্তু হে আমার প্রভু! যেহেতু আপনার সন্তুষ্টি অর্জনই ছিল আমার একমাত্র লক্ষ্য, তাই এ যন্ত্রণা আমার কাছে তুচ্ছ মনে হয়েছে। কষ্টগুলো পরিণত হয়েছে খুশির অশ্রুতে। রক্তগুলো পরিণত হয়েছে সুরভিত মেসকে।

হে প্রভু! দুনিয়াতে হয়তো আমাকে ভোগ করতে হয়েছে যন্ত্রণা। কিন্তু বিনিময়ে আজ বিচার দিবসে আমার চেহারা হয়েছে উজ্জ্বলময়।

তখন আল্লাহ ﷻ তাঁর দিদার নসীব করিয়ে তাকে ধন্য করবেন। তার যন্ত্রনাগুলোকে আনন্দে বদলে দিয়ে করবেন সৌভাগ্যমন্ডিত। তাকে দান করবেন সুউচ্চ মর্যাদা। মার্জনা করবেন তার পদস্খলনগুলো।

কে জানে, হয়তো তার প্রভু তার কাছে চুপিচুপি বলবেন– বান্দা আমার! যাও আজ থেকে তুমি ডুবে যাও অসীম সুখ-সৌন্দর্যে। অনিঃশ্বেষ ভোগ-বিলাসে। বিচরণ করে বেড়াও স্বপ্নের জান্নাতে। আজ আমি তোমাকে দান করব এমন সব নেয়ামত, যার মাঝে নেই কোন কষ্টের ছিটেফোটা। আজ আমি তোমাকে মালিক বানাবো এমন ভূখন্ডের, তুমি ছাড়া যার মালিক হবে না অন্য কেউ।

আর ফেরেশতারা তোমার খেদমতে থাকবে সদা নিয়োজিত। নেয়ামতপূর্ণ জান্নাত হবে তোমার আবাসস্থল। যেখানে কেবল বুদ্ধিমানরাই স্থান পাবে।

এ ছাড়া আমার কাছে তোমার জন্য রয়েছে আরো অনেক কিছু। আছে আনন্দের হাজারো আয়োজন।... আহা! কতই না সুন্দর সেই কথোপকথন। যা হবে দুনিয়া ও আখেরাতের বাদশাহের সাথে।

আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন–

﴿إِنَّ أَصْحٰبَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِيْ شُغُلٍ فٰكِهُوْنَ ﴿٥٥﴾ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِيْ ظِلٰلٍ عَلَى الْأَرَآئِكِ مُتَّكِـُٔوْنَ ﴿٥٦﴾ لَهُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّلَهُمْ مَّا يَدَّعُوْنَ ﴿٥٧﴾ سَلٰمٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ﴾

> এদিন জান্নাতীরা আনন্দে মশগুল থাকেব। তারা এবং তাদের স্ত্রীরা উপবিষ্ট থাকবে ছায়াময় পরিবেশে আসনে হেলান দিয়ে। সেখানে তাদের জন্যে থাকবে ফল-মূল এবং যা চাইবে। করুণাময় পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাদেরকে বলা হবে 'সালাম'।' [সূরা ইয়াসিন : ৫৫-৫৮]

হাঁ তিনিই হলেন পরম দয়ালু প্রভু। তাঁর ভালোবাসাতেই হৃদয় থাকে সজিব। তার পরিচয়ে আত্মা খুঁজে পায় প্রশান্তি। তার আনুগত্যে দেহ-মন হয় তৃপ্ত। তার পথেই রূহ পায় শান্তি। তাঁর প্রশংসাতেই পরিপূর্ণতা পায় কথনশৈলী। তাঁর যিকিরেই বৃদ্ধি পায় সম্মান। তাঁর শুকরিয়া জ্ঞাপনেই নিহিত ইবাদত। যিকিরকারী ও আনুগত্যশলীরই তাঁর দলভূক্ত। এরাই বাধ্য সম্প্রদায়।

অবাধ্যদেরকেও তিনি তাঁর রহমত থেকে নিরাশ করনে না। যদি তারা তাওবা করে নেয় তাহলে তিনি হয়ে যান তাদের বন্ধু। না করলে হয়ে যান সংশোধনকারী।

তিনি দুর্যোগ- মসিবত দিয়ে পরীক্ষা করেন

আল্লাহ ﷻ মানুষদেরকে বিভিন্ন দুর্যোগ-মসিবত দিয়ে পরীক্ষা করেন। পরিণামে মার্জনা করেন তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি।

পবিত্র কোরআনের বাণী–

﴿الٓمٓ ﴿١﴾ اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ ﴿٢﴾
وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ
﴿٣﴾ اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ اَنْ يَّسْبِقُوْنَا ۭسَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ﴿٤﴾
مَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ اللّٰهِ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَاٰتٍ ۭوَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٥﴾ وَمَنْ

جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِیٌّ عَنِ الْعٰلَمِیْنَ ﴿٦﴾ وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَیِّاٰتِهِمْ وَلَنَجْزِیَنَّهُمْ اَحْسَنَ الَّذِیْ كَانُوْا یَعْمَلُوْنَ ﴿﴾

আলিফ-লাম-মীম। মানুষ কি মনে করে যে, তারা একথা বলেই অব্যাহতি পেয়ে যাবে, আমরা বিশ্বাস করি এবং তাদের পরীক্ষা করা হবে না। আমি তাদেরও পরীক্ষা করেছি যারা তাদের পূর্বে ছিল। আল্লাহ্ অবশ্যই জেনে নেবেন যারা সত্যবাদী এবং নিশ্চয়ই জেনে নেবেন মিথ্যুকদের। যারা মন্দ কাজ করে তারা কি মনে করে, তারা আমার হাত থেকে বেঁচে যাবে? তাদের ফয়সালা খুবই মন্দ। যে আল্লাহ্র সাক্ষাত কামনা করে, আল্লাহর সেই নির্ধারিত কাল অবশ্যই আসবে; তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী। যে কষ্ট স্বীকার করে, সে তো নিজের জন্যেই স্বীকার করে; আল্লাহ বিশ্ববাসী থেকে বে-পরওয়া। আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আমি অবশ্যই তাদের মন্দ কাজগুলো মিটিয়ে দেব এবং তাদেরকে কর্মের উৎকৃষ্টতর প্রতিদান দেব। [সূরা আনকাবুত : ১-৭]

অহংকার : হেদায়াত লাভের পথে অন্তরায়

কিছু মানুষ হেদায়াত পেতে আগ্রহী। কিন্তু তাদের ভেতরে থাকা অহংকার তাদেরকে দীনের বিধানাবলি পালন করতে দেয় না। অহমিকার আতিশয্য তাদেরকে পরিধেয় কাপড়টি টাখনুর ওপর পরতে দেয় না। দেয় না তাদের দাড়ি লম্বা করতে। দেয় না

কাফেরদের বিরোধিতা করতে। এদের কাছে বাহ্যিক সৌন্দর্যের প্রকাশ রবের আনুগত্যের চেয়েও বড়।

নারীদেরও কেউ কেউ এমন। যারা পর্দার ব্যাপারে উদাসীন। যারা সুন্দর সুন্দর পোষাক পরে, নানাবিধ প্রসাধনী মেখে, রূপ-লাবণ্যকে পর পুরুষের সামনে প্রদর্শন করে বেড়ায়। কেউবা আবার ভ্রু প্লাক করে, আটসাট পোশাক পরে আল্লাহ ﷻ-র নাফরমানীতে লিপ্ত হয়। এদেরকে সঠিক পথে ফিরে আসার উপদেশ দেওয়া হলে তারা দম্ভভরে মুখ ফিরিয়ে নেয়। 'যার অন্তরে শস্য পরিমাণ অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না'– এ কথাটি কি এদের জানা নেই? আর সেই অহংকার যদি হয় এমন যে, তা হেদায়াত লাভের পথে অন্তরায়– তাহলে কেমন হবে তার পরিণতি?

অহংকারের করুণ পরিণতি

উমর رضي الله عنه-র শাসনামলে গাস্সানের রাজা ছিল জাবালা ইবনে আইহাম। সে ইসলাম গ্রহণ করে উমর رضي الله عنه-র কাছে তার সাথে দেখা করার অনুমতি চেয়ে চিঠি পাঠাল। উমর رضي الله عنه অনেক খুশি হলেন। তিনিও জাওয়াবী চিঠি পাঠালেন। লিখলেন যদি তুমি আমাদের কাছে আস, তাহলে তোমার ওপর সেসব বিষয় আবশ্যক হবে যা আমাদের ওপর আবশ্যক। আর সেসব বিষয় নিষিদ্ধ হবে যা আমাদের ওপর নিষিদ্ধ।

অনুমতি পত্র পেয়ে জাবালা পাঁচশত ঘোড় সওয়ার নিয়ে মদিনার দিকে রওয়ানা হল। মদিনার কাছাকাছি পৌঁছার পর সে স্বর্নখচিত পোশাক পরিধান করল। মাথায় হীরাখচিত মুকুট পরল। সাথে আসা সৈন্যদেরকেও পরিধান করাল মূল্যবান পোশাক-আশাক। অতঃপর সে

প্রবেশ করল মদিনায়। মদিনার লোকজন তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। মহিলা ও বাচ্চারাও তাকে এবং তার দলবলকে একনজর দেখার জন্য ভীড় জমাল।

অতঃপর সে উমর ﷺ-র দরবারে প্রবেশ করল। তিনি তাকে অভিবাদন জানালেন। নিজের পাশে বসালেন। তাকে যথাযথ আদর আপ্যায়ন করলেন। তখন হজের মওসুম চলছিল। উমর ﷺ হজের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেলেন। জাবালাও তার সাথে রওয়ানা হল।

জাবালা যখন বাইতুল্লাহ শরীফ তওয়াফ করছিল, তখন বনি ফাযারাহ গোত্রের এক দরিদ্র লোকের পায়ের নিচে জাবালার বহুমূল্য ইহরামের এককোণা অসর্তকতায় চাপা পড়ে গেল। জাবালা ক্ষুব্ধ হয়ে তার দিকে তাকাল এবং তার গালে একটা চড় বসিয়ে দিল। চড়টি সে এতোটাই জোরে মেরেছিল যে, লোকটির নাকের হাড্ডি ভেঙ্গে গেল। লোকটি উমর ﷺ-র কাছে নালিশ করল।

তিনি জাবালাকে ডেকে আনলেন। বললেন, হে জাবালা! তওয়াফ অবস্থায় তোমার মুসলমান ভাইয়ের গায়ে হাত তুলতে কিসে তোমাকে প্ররোচিত করল?

জাবালা বলল, ওই বেটা আমার কাপড় মাড়িয়ে দিয়েছে। নেহাত কা'বার সম্মান রক্ষার্থে আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি। নইলে আমি তাকে মেরেই ফেলতাম।

উমর ﷺ বললেন, তাহলে তুমি তোমার অপরাধ স্বীকার করছ? তাই এখন হয় তুমি তাকে যে কোনভাবে সন্তুস্ট করবে, নয়তো কিসাস অনুসারে এই লোকটি তোমাকে চড় মেরে প্রতিশোধ নেবে।

জাবালা বলল, অসম্ভব! আমি একজন রাজা আর সে একজন দরিদ্র লোক।

উমর ﷺ বললেন, হে জাবালা! ইসলাম তোমার ও তার মাঝে সমতার বিধান কায়েম করেছে। তোমরা দুজনই মুসলিম। তাই আইনের দৃষ্টিতে দুজনই সমান। তাকওয়া ব্যতিত অন্য কিছু দ্বারা তুমি তার থেকে উৎকৃষ্ট হতে পারো না।

জাবালা বলল, যে ধর্মে একজন রাজা আর ফকির সমান, সে ধর্মের আনুগত্য আমি করব না। এই লোকটি আমাকে আঘাত করলে আমি ইসলাম ত্যাগ করে পুনরায় খ্রিস্টান হয়ে যাব। (নাউযুবিল্লাহ)

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু গর্জে উঠে বললেন, তোমার মত হাজারো জাবালা যদি ইসলাম ত্যাগ করে চলে যায়, তবু ইসলামের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিধানের লঙ্ঘন হতে পারে না। ইসলাম কাউকে জোর করে মুসলমান বানায় না। তবে মনে রেখ, ইসলাম ত্যাগ করা এত সহজ নয়। কারণ, ইসলামে মুরতাদের শাস্তি মৃত্যুদন্ড।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-র শেষ কথাটি শুনে জাবালা ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল। সে বলল, আমিরুল মুমিনিন! আমাকে আগামী কাল পর্যন্ত সময় দিন।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ঠিক আছে, তোমাকে সময় দেওয়া হল।

অতঃপর সেদিন গভীর রাতে জাবালা ও তার সাথী-সঙ্গীরা মক্কা থেকে বের হয়ে কুসতুনতুনিয়ার দিকে পালাল এবং সেখানে গিয়ে তারা খ্রিস্টান হয়ে গেল।

এবার আক্ষেপের পালা

তারপর সময় গড়াল। কালের গর্ভে বিলীন হল বহু বছর। জগতের বহু স্বাদের বস্তু বিস্বাদ হল। বহু মিষ্টান্ন তিক্ততায় রূপ নিল। জাবালার জন্য আক্ষেপ ছাড়া বাকি রইল না কিছুই। সে যখন তার অতীত ইসলামী জীবনের কথা স্মরণ করত, মনের ক্যানভাসে ভেসে উঠত সালাত-সওমের সেই অনাবিল সৌন্দর্যের স্মৃতি; তখন ইসলাম ত্যাগের আফসোস তাকে একশ তরবারীর ধারালো ফলা হয়ে আঘাত

Scanned with CamScanner

করত। সে আল্লাহ ও তার রাসুলের সাথে কৃত নাফরমানীর জন্য লজ্জিত হত।

সে বলত–

تَنَصرتِ الأشْرَاف مِنْ عِارِ لطمَةٍ * وَمَا كَانَ فِيْهَا لَوْ صَبَرَت لَهَا ضَرَر
تَكنفنِيْ مِنْهَا لجَاج وَنَخْوَةٍ * وَبِعْتُ لَهَا الْعَيْن الصَّحِيْحَةِ بِالْعوْر
فَيَالَيْتَ أُمِّيْ لَمْ تَلِدْنِيْ وَلَيْتَنِيْ * رَجَعْت إِلى الْقَوْلِ الَّذِيْ قَالَ لِي عُمَر
وَيَالَيْتَنِيْ أرْعَى الْمَخَاض بِقَفْرَةٍ * وَكُنْتُ أَسِيْرُ فِيْ رَبِيْعَةَ أَوْ مُضَر
وَيَالَيْتَ لِيْ بِالشَّامِ أَدْنى مَعِيْشَة * أُجَالِس قَوْمِيْ ذَاهِب السَّمْع وَالْبَصَر

অভিজাত ব্যক্তি একটি থাপ্পড়ের ভয়ে খ্রিস্টান হয়ে গেল, অথচ সে যদি সবর করত, তাহলে তার হতো না কোন ক্ষতি।

আহা! অহংকার ও অহমিকা ঘিরে ফেলেছিল আমায়, তাই তো সুস্থ চক্ষুর বিনিময়ে আমি কিনেছি অন্ধত্ব।

হায়! আমার মা যদি জন্মই না দিত আমায়! হায়! আমি যদি মেনে নিতাম উমরের কথা। হায়! আমি যদি কোন চারণভূমিতে উটের রাখাল হয়ে উট চরাতাম।

ঘুরে বেড়াতাম রাবিয়া ও মুজার গোত্রে । হায়! আমি যদি জীবন যাপন করতাম সিরিয়ায়, যদি তুষ্ট হতাম স্বল্প রুজিতেই। থাকতাম আমার জাতির সাথেই– অন্ধ ও বধির হয়ে।

অতঃপর সে আমৃত্যু খ্রিস্টধর্মের ওপরই অটল ছিল। কাফের অবস্থাতেই হয়েছে তার মরণ।

হাঁ, সে কুফরের ওপর মৃত্যু বরণ করেছে। কারণ, সে ছিল অহংকারী। সে দম্ভভরে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল বিশ্ব প্রতিপালকের বিধান থেকে। অহংকারই ডেকে এনেছিল তার পতন।

আঁকড়ে ধর দাসত্বের চৌকাঠ

সুতরাং যে ব্যক্তি চিরস্থায়ী সৌভাগ্য কামনা করে সে যেন দাসত্বের চৌকাঠকে আঁকড়ে ধরে রাখে। বিনম্রতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে সে যেন তার প্রভুর দুয়ারে সেজদায় লুটিয়ে পড়ে। তাঁর নৈকট্য অর্জনে হয় সচেষ্ট। পালন করে তাঁর হুকুম-আহকাম। বর্জন করে তাঁর নিষিদ্ধ ও অপছন্দনীয় বিষয়গুলো।

আল্লাহ ﷻ বাণী–

﴿يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ ۚ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَحُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهٖ وَاَنَّهٗٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿٢٤﴾ وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لَّا تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَآصَّةً ۚ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ﴾

হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের নির্দেশ মান্য কর, যখন তোমাদের সে কাজের প্রতি আহবান

করা হয়, যাতে রয়েছে তোমাদের জীবন। জেনে রেখো, আল্লাহ্ মানুষের এবং তার অন্তরের মাঝে অন্তরায় হয়ে যান। বস্তুতঃ তোমরা সবাই তাঁরই নিকট সমবেত হবে।

আর তোমরা এমন ফাসাদ থেকে বেঁচে থাক যা বিশেষতঃ শুধু তাদের ওপর পতিত হবে না; যারা তোমাদের মধ্যে জালেম এবং জেনে রেখ, আল্লাহর আযাব অত্যন্ত কঠোর। [সূরা আনফাল- ২৪.২৫]

Scanned with CamScanner

দুনিয়ার জন্য দীন পরিত্যাগ নয়

কিছু মানুষ হেদায়াত লাভের প্রতি আগ্রহী হয়। কেউবা দীর্ঘকাল অটলও থাকে তার ওপর। অতঃপর জাগতিক মোহ, পার্থিব ভোগ-বিলাসের প্রতি সে আসক্ত হয়ে পড়ে। কখনও সম্মান লাভের আশায়, কখনও ভালো চাকুরী পাবার জন্য, কখনও সম্পদ অর্জনের লোভে সে তার দীনদারীকে পরিত্যাগ করে। কখনও তার কাছে তার বন্ধু-বান্ধবেরা এসে ভীড় জমায়। তারা তাকে অশ্লীলতা ও পাপাচারের দিকে আহবান জানায়। সেও গুনাহের কাজ থেকে বাঁধা দেওয়ার পরিবর্তে প্রবৃত্তির বাসনা পূরণে তাদের ডাকে সাড়া দেয়। ফলে সে আনুগত্যের সম্মান থেকে অবাধ্যতার লাঞ্ছনার দিকে স্থানান্তরিত হয়। আল্লাহ তাআলা তাকে হেদায়াত দেওয়ার পর সে পৃষ্ট প্রদর্শন করে চলে যায়।

মাটি গ্রহণ করেনি যার লাশ

সহিহাইনে একটি ঘটনা বর্ণিত আছে–

রাসুল ﷺ-র যুগে এক ব্যক্তি ছিল। সে ছিল একাধারে ক্বারী ও কাতেবে ওহী। রাসুল ﷺ-র কাছে আসা ওহীগুলো সে লিখে রাখত। সে সূরা বাকারা ও আলে ইমারান মুখস্ত করে ফেলেছিল। সেজন্যে

Scanned with CamScanner

সাহাবাদের মধ্যে তার সম্মান ছিল ঈর্ষনীয় পর্যায়ের। কিন্তু কিছু মোশরেক তাকে দুনিয়া, ধন সম্পদ ও নারীর লোভ দেখিয়ে পথভ্রষ্ট করে ফেলল। সে মুরতাদ হয়ে গেল। জাগতিক সুখ-শোভা পাওয়ার লোভে শামিল হয়ে গেল মূর্তি পূজারীদের দলে।

পরবর্তীতে সে রাসুল ﷺ-কে নিয়ে ঠাট্টা করে বলত– মুহাম্মাদ তো তাই জানে যা আমি লিখতাম। এ ছাড়া আর কিছুই সে জানে না।

এরপর...

রাসুল ﷺ তার এ অবস্থার কথা জানতে পারলেন। তিনি আল্লাহ ﷻ-র কাছে দোআ করলেন– হে আল্লাহ! তুমি তাকে জগতের জন্য দৃষ্টান্ত বানিয়ে দাও।

কিছুদিন পরই সেই ব্যক্তিটি মারা গেল।

তার সাথীরা কবর খনন করে তাকে দাফন করল। অতঃপর যখন তারা চলে আসছিল তখন দেখতে পেল মাটি তাকে জমিনের ওপর নিক্ষেপ করেছে। এ দৃশ্য দেখে তারা অবাক হয়ে গেল। পরস্পর বলাবলি করতে লাগল, নিশ্চয় এটা মুহাম্মাদ ও তার সাথীদের কাজ। অতঃপর তারা দ্বিতীয়বার গভীরভাবে মাটি খনন করে তাকে দাফন করল। মাটি পুনরায় তার সাথে একই আচরণ করল। তাকে ওপরে নিক্ষেপ করল। এবারও তার বন্ধুরা বলতে লাগল, এটা মুহাম্মাদ ও তার সাথী-সঙ্গীদের কাজ। অতঃপর তারা পুনরায় তাদের সাধ্যের সবটুকু ব্যয় করে যতোটা সম্ভব গভীর করে মাটি খনন করল। এবারও মাটি তাকে ওপরে নিক্ষেপ করল।

এবার তারা বলতে লাগল, এটা কোন মানুষের কাজ হতে পারে না। তাই তারা তাকে এভাবেই মাটির ওপর রেখে চলে গেল। অতঃপর কুকুর তার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তার মুখে পেশাব করত। কাক, শিয়াল ও অন্যান্য প্রাণী তার গোস্ত ছিড়ে ফেড়ে খেত। এভাবেই একসময় তার লাশ জমিনের উপরেই পচে গলে শেষ হয়ে গেল। (নাউযুবিল্লাহ)।

Scanned with CamScanner

আলো ছেড়ে আঁধার পানে

কিছু মানুষ দীর্ঘকাল আল্লাহ ﷻ-র আনুগত্য করে। সৎকর্মে ব্যস্ত থাকে। আসমান-জমিনের প্রভুর সাথে ভাব তৈরী করে ফেলে। নিভৃতে তাঁর সাথে কথা বলে। তাঁর মহব্বতের মাঝে অনুভব করে অনাবিল জান্নাতী সুখ। তাঁর ভালোবাসায় অন্তরাত্মাকে রাখে সজীব। তাঁর সন্তুষ্টির অন্বেষণেই হৃদয়কে রাখে প্রশান্ত।

অতঃপর একসময় সে পাপাচারী ও মন-পূজারীদের দেখে তাদের বিলাসী জীবনের মোহে পড়ে যায়। তাদের মতো জীবন যাপনে আগ্রহী হয়ে ওঠে। তার মনে হয়, তারা কতই না সুখে আছে। পরিণামে সে একের পর এক বালা-মসিবতে আক্রান্ত হতে থাকে।

ভালোবাসা অর্জনে ঈমান বিসর্জন

আল্লামা জাওহারী رحمه الله তার কিতাব আল মুনতাজিমে এ সম্পর্কে একটি ঘটনা লিখেছেন–

একবার মুসলামানগণ যুদ্ধ করতে গিয়ে রোমের কোনো এক দূর্গ অবরোধ করল। দূর্গটি ছিল অত্যন্ত মজবুত। তাই তাদের অবরোধ দীর্ঘস্থায়ী হতে থাকল। এই দীর্ঘ অবরোধের মাঝে একদিন রোমানদের

একটি মেয়ে দূর্গ থেকে উঁকি দিল। ইবনে আব্দুর রহীম নামক এক ব্যক্তি মেয়েটিকে দেখে ফেলল। মেয়েটিকে ভীষণ ভালো লেগে গেল তার। মেয়েটির জন্য তার অন্তরে জন্ম নিল গভীর ভালোবাসা। সে মেয়েটির কাছে চিঠি পাঠাল–

হে রূপসী! কি করে তোমায় পাওয়া যাবে বলো?

জবাবী চিঠিতে মেয়েটি লিখল, তুমি খ্রিস্টান হয়ে যাও, তাহলেই আমাকে কাছে পাবে।

লোকটি মেয়েটির ভালোবাসার মোহে পড়ে খ্রিস্টান হয়ে গেল এবং চলে গেল তার কাছে।

আহা! সে কত বড় মিসকিন! একজন নারীকে বিবাহ করতে পারাকেই সে নিজের সফলতা মনে করল।

সে হাতছাড়া হওয়ার কারণে মুসলমানগণ অনেক চিন্তিত হল। অতঃপর যখন অবরোধের সময়কাল প্রলম্বিত হচ্ছিল, কিছুতেই জয় করা যাচ্ছিল না দূর্গটি, তখন মুসলমানেরা সেখান থেকে ফিরে গেল।

কিছুদিন পরে কথা। অবরোধকারী মুসলমানদের একটি দল ওই দূর্গের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। তখন তাদের আব্দুর রহিমের কথা মনে পড়ল। তারা তার নাম ধরে ডাক দিল। হে ইবনে আব্দুর রাহিম। তুমি কোথায়?

সে উকি দিয়ে বাইরে তাকাল।

তারা তাকে বলল, তুমি তো যা কামনা করেছিলে তা পেয়ে গেছ। এখন তোমার কোরআন, তোমার ইলম ও সালাতের খবর কি?

সে উত্তর দিল, আমি পুরো কোরআন ভুলে গেছি। শুধু একটি আয়াত মনে আছে আমার–

﴿ رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ﴾

কোনো সময় কাফেররা আকাঙ্ক্ষা করবে, কি চমৎকার হত, যদি তারা মুসলমান হত! [সূরা হিজর : ২]

Scanned with CamScanner

এর পরের আয়াতেই আল্লাহ ﷻ বলেন–

﴿ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾

আপনি ছেড়ে দিন তাদেরকে, খেয়ে নিক এবং ভোগ করে নিক এবং আশায় ব্যাপৃত থাকুক। অতি সত্বর তারা জেনে নেবে। [সূরা হিজর : ৩]

এই ছিল আব্দুর রহিমের ঘটনা। একটি মেয়ের ফেতনা তাকে বিভ্রান্ত করেছে। করেছে পথভ্রষ্ট। ফলে সে আসমান ও জমিনের প্রভুর সাথে শিরক করেছে।

সম্পদের লোভে সংকল্প পরিত্যাগ, অতঃপর....

কখনও কখনও মানুষ ধন-সম্পদের মোহে পড়ে দয়ালু আল্লাহ ﷻ-র সাথে কুফুরী করে। এই ধরো আ'শা ইবনে কায়সের কথা। সে ছিল এক বৃদ্ধ কবি। আরবের নজদ অঞ্চলের অন্তর্গত ইয়ামামা থেকে রাসুল ﷺ-র সাথে সাক্ষাত করার জন্য সফর শুরু করল। উদ্দেশ্য নবীজীর হাতে ইসলাম গ্রহণ করা। সে অবিরাম সফর করে মদিনার পানে এগুচ্ছিল। তার মনের পর্দায় ভাসছিল রাসুল ﷺ নূরানী মুখচ্ছবি। তার হৃদয় নবীজীর সাক্ষাত লাভে হচ্ছিল ব্যকুল। তার জবান রাসুলের প্রশংসায় একের পর এক কাব্যগাঁথা আওড়াচ্ছিল।

সে অবিরাম পাহাড়-পর্বত ও মরু-প্রান্তর অতিক্রম করে আসছিল। মনে তার দৃঢ় সংকল্প– দেখা করবে নবীর সাথে। আস্তাকূড়ে ছুড়ে ফেলবে কুফর-শিরকের পঙ্কিলতাকে।

কিন্তু সে যখন মদিনার কাছাকাছি পৌঁছল, তখন কিছু কাফের এসে তার পথ আগলে দাঁড়াল। তারা জানতে চাইল তার সফরের উদ্দেশ্য।

সে বলল, আমি রাসুল ﷺ-র সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছি।

তারা ভড়কে গেল। মনে মনে ভাবল, এই কবি যদি মুহাম্মাদের সাথে দেখা করে ইসলাম গ্রহণ করে ফেলে। তাহলে তো মুহাম্মাদের শান আরো বেড়ে যাবে। তিনি হয়ে উঠবেন আরো শক্তিশালী। হাচ্ছান বিন ছাবেত رضي الله عنه একাই তো তাদের অবস্থা নাজেহাল করে ছাড়ছে। এখন যদি এই কবিও ইসলাম গ্রহণ করে নেয়, তাহলে তো উপায় নেই।

তাই তারা তাকে বোঝাল, হে আ'শা! তোমার বাপ দাদাদের ধর্মের মাঝেই রয়েছে কল্যাণ।

সে বলল, না, রাসুল ﷺ-র ধর্মই অধিক ভালো।

তারা বলল, তিনি তো জিনাকে হারাম বলেন।

আ'শা বলল, আমি বৃদ্ধ। মহিলাদের প্রতি আমার কোনো আকর্ষণ নেই।

তারা বলল, তিনি তো মদ পান করাকে হারাম বলেন।

আ'শা বলল, মদতো আকলকে বিকল করে দেয়। মানুষকে অপদস্থ করে। মদের প্রতি আমার কোনো আগ্রহ নেই।

তারা যখন দেখল যে, সে ইসলাম গ্রহণে দৃঢ় প্রত্যয়ী। তখন তারা বলল, আমরা তোমাকে ১০০ উট দেব। তুমি তোমার বাড়িতে ফিরে যাও। ইসলাম গ্রহণের সংকল্প ত্যাগ কর।

আ'শা বলল, আচ্ছা! সম্পদের কথা যখন বলছ, তাহলে ঠিক আছে। আমি ইসলাম গ্রহণ করব না।

অতঃপর তারা তাকে ১০০ উট দিল। উট বুঝে পেয়ে সে আর ইসলাম গ্রহণ করল না। কাফের অবস্থাতেই ফিরে চলল তার স্বজাতির কাছে।

Scanned with CamScanner

সে প্রফুল্ল চিত্তে উটগুলোকে পেছন থেকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। নিজ এলাকার কাছাকাছি পৌঁছার পর আচানক সে উট থেকে পড়ে গেল। ভেঙ্গো গেল তার পা ও কোমর। পরিশেষে সে মৃত্যু বরণ করল।

﴿ذٰلِكَ بِاَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ ۙ وَ اَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٠٧﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَ سَمْعِهِمْ وَ اَبْصَارِهِمْ ۚ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ ﴿١٠٨﴾ لَا جَرَمَ اَنَّهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ﴾

এটা এ জন্যে, তারা পার্থিব জীবনকে পরকালের চাইতে প্রিয় মনে করেছে এবং আল্লাহ্ অবিশ্বাসীদের পথ প্রদর্শন করেন না।

এরাই তারা, আল্লাহ তা'আলা এদেরই অন্তর, কর্ণ ও চক্ষুর ওপর মোহর মেরে দিয়েছেন এবং এরাই কান্ডজ্ঞানহীন।

বলাবাহুল্য, পরকালে এরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। [সূরা নাহল ১০৭-১০৯]

বিধর্মীদের সাথে মেলামেশার পরিণতি

ফাসেক-ফুজ্জার ও বিধর্মীদের সাথে মেলামেশার পরিণাম সম্পর্কে যদি তুমি নিশ্চিত হতে চাও, তাহলে আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশের দিকে তাকাও। রাসুল ﷺ-র সাথে ছিল তার উঠাবসা। তদুপরি সে ছিল সেসব মুসলমানদের অন্তর্ভূক্ত; ইসলাম গ্রহণের কারণে মক্কার কাফেররা যাদেরকে একঘরে করে রেখেছিল। ইসলামের সম্মান রক্ষায় তাকে সইতে হয়েছিল বহু কষ্ট-যাতনা। নিজের দেশ, পরিবার ও ধন-সম্পদ ছেড়ে মুসলমানদের সাথে হাবশায় হিজরত করার বিরল সৌভাগ্যও অর্জন করেছিল সে। সেসময় তার সাথে ছিল তার স্ত্রী–

উম্মে হাবিবা। কিন্তু সেখানে যাওয়ার পর খ্রিস্টানদের সাথে তার মেলামেশা মাত্রাতিরিক্ত বেড়ে গেল। ধীরেধীরে সে মুসলমানদের থেকে দূরে সরে যেতে লাগল। তার মানসিক অবস্থার এতটাই অবনতি ঘটল যে, একদিন সকালে সে তার স্ত্রী উম্মে হাবীবাকে বলল, আমি সব ধর্মই দেখলাম। কিন্তু খ্রিস্টান ধর্মের চেয়ে বেশি উত্তম আর কোনটাকে পাইনি।

স্বামীর মুখে এ কথা শুনে স্ত্রী ঘাবড়ে গেল। সে বলল, আল্লাহর শপথ! তোমার জন্য এটা কখনোই মঙ্গলজনক হবে না।

কিন্তু সে স্ত্রীর কথা শুনল না। সে তার প্রতিপালককে অস্বীকার করে বসল। গলায় ক্রুশ পরল। মদ পান করতে লাগল। খ্রিস্টানদের সাথে মেলামেশা করতে থাকল। আমৃত্যু সে আল্লাহর নাফরমানীতে অটল ছিল। (নউযুবিল্লাহ) আল্লাহ ﷻ-র আমাদেরকে সর্বদা তাঁর দীনের ওপর অবিচল রাখুন।

দীনের ওপর অবিচলতায় সঙ্গীর সাহচর্যের প্রভাব

দীনের ওপর অটল থাকার ক্ষেত্রে সঙ্গীর সাহচর্যের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। তাই তো আল্লাহ ﷻ মুমিনদেরকে নেককারদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনের নির্দেশ দিয়েছেন। বারণ করেছেন বিজাতীদের কে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতে।

﴿وَاتْلُ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ ۚلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ ۚ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحَدًا ﴿٢٧﴾ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ

يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ وَلَا تَعْدُ عَيْنٰكَ عَنْهُمْ ۚ تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَلَا تُطِعْ مَنْ
اَغْفَلْنَا قَلْبَهٗ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ وَكَانَ اَمْرُهٗ فُرُطًا﴾

আপনার প্রতি আপনার পালনকর্তার যে কিতাব প্রত্যাদিষ্ট করা হয়েছে তা পাঠ করুন। তাঁর বাক্য পরিবর্তন করার কেউ নেই। তাঁকে ব্যতীত আপনি কখনই কোনো আশ্রয়স্থল পাবেন না।

আপনি নিজেকে তাদের সংসর্গে আবদ্ধ রাখুন যারা সকাল সন্ধ্যায় তাদের পালনকর্তাকে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে আহ্বান করে এবং আপনি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য কামনা করে তাদের থেকে নিজের দৃষ্টি ফিরিয়ে দেবেন না। যার মনকে আমার স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছি, যে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং যার কার্যকলাপ হচ্ছে সীমা অতিক্রম করা, আপনি তার আনুগত্য করবেন না। [সূরা কাহফ : ২৭-২৮]

প্রভাবিত না হয়ে প্রভাব বিস্তারকারী হও

যে সব বিষয় ঈমানদারদের ঈমানকে আরো সুদৃঢ় করে তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, পাপাচারীদের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে উল্টো তাদের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী হওয়া। তাদেরকে উত্তম উপদেশ দেওয়া। তাদেরকে সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা। এ ক্ষেত্রে হেকমতের আশ্রয় নিয়ে তাদেরকে উপকারী শর্ত ও প্রভাব বিস্তাকারী চিঠি দ্বারা দীনের দাওয়াত দেওয়া। এই দাওয়াত দিতে হবে সুন্দর ও উপদেশ পূর্ণ এমন কথামালা দ্বারা; যাতে তার ঈমানের সাথে সাথে বৃদ্ধি পায় নিজের ঈমানও।

Scanned with CamScanner

তুমি ওই সুদৃঢ় পর্বতমালার দিকে একবার তাকাও। তাকাও ইস্পাত কঠিন মনোবলের অধিকারী আসহাবে রাসুলের দিকে। (এ দু'য়ের দৃঢ়তার মাঝে তুমি কোন পার্থক্যই পাবে না খুঁজে।)

শুধু এক আবু বকর ﷺ-র দিকেই তাকাও। তার আল্লাহ ﷻ-র পথে মানুষকে ডাকার আকুলতা দেখো। ইসলাম গ্রহণের পর থেকেই নিজের জান-মাল, চিন্তা-ভাবনা, বিবেক-বুদ্ধি এবং শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত মূল্যবান জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ইসলামের জন্য উৎসর্গ করার মাধ্যমে সুমহান অবদানের যে স্বাক্ষর তিনি রেখে গেছেন, গোটা পৃথিবীতে তুমি তার নজির খুঁজে পাবে না। ইসলামের প্রচার প্রসারে জানবাজি রেখে তিনি সারাজীবন নিরলস কাজ করে গেছেন। দীনের ওপর তার অবিচলতার কথা ভাবলে তুমি বিস্মিত না হয়ে পারবে না।

আমার নবী কেমন আছেন?

ইবনে সা'দ তার 'তাবাকাত' এর মধ্যে এবং তাবারী তার اَلرِّيَاضُ النَّضْرَةُ নামক কিতাবে উল্লেখ করেছেন–

রাসুল ﷺ নবুওয়াত প্রাপ্তির প্রাথমিক অবস্থায় তিনি মক্কায় মানুষদের গোপনে ইসলামের দিকে দাওয়াত দিতেন। মুসলমানেরা তখন কাফেরদের ভয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে ইসলামের চর্চা করত। অতঃপর মুসলমানদের সংখ্যা যখন আটত্রিশের কোঠায় পৌঁছল, তখন আবু বকর رضي الله عنه রাসুল ﷺ-র কাছে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! এখন তো আমরা প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দিতে পারি।

রাসুল ﷺ তাকে বোঝালেন– আবু বকর! এখনো সময় হয়নি। আমাদের সংখ্যা এখনো স্বল্প।

Scanned with CamScanner

কিন্তু আবু বকর رضي الله عنه ইসলামের প্রতি প্রবল আগ্রহ, অগাধ শ্রদ্ধা, গভীর ভালোবাসার কারণে বারবার পীড়াপীড়ি করছিলেন। তাই রাসুল ﷺ একদিন প্রকাশ্যে দাওয়াত দেওয়ার উদ্দেশ্যে মসজিদে হারামের দিকে রওয়ানা হলেন। মুসলমানেরাও তাঁর সাথে চলল। মসজিদে হারামে গিয়ে তাঁরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ গোত্রের লোকদের নিয়ে আলোচনায় বসলেন। তখন আবু বরক رضي الله عنه উঠে দাঁড়ালেন এবং প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দিলেন এবং অর্জন করলেন রাসুল ﷺ-র পর মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম প্রকাশ্যে দাওয়াত দেওয়ার সৌভাগ্য। কারণ, এটিই ছিল ইসলাম প্রচারের প্রথম সমাবেশ।

মুশরিকরা যখন দেখল যে, আবু বকর তাদের প্রতিমাদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করার চেস্টা করছে, তাদের ধর্মের ওপর দোষারোপ করছে, তখন তারা আবু বকর ও উপস্থিত অন্যান্য মুসলমানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাদেরকে মসজিদের বিভিন্ন অংশে নিয়ে প্রহার করতে লাগল। আর আবু বকর رضي الله عنه সোচ্চার কণ্ঠে দীনের কথা বলে যেতে থাকলেন। এক পর্যায়ে তারা তাঁকে বেস্টন করে ফেলল। আঘাতে আঘাতে তাকে রক্তাক্ত করল। পঞ্চাশ ছুঁইছুঁই বয়সের এই পৌঢ় মানুষটি কাফেরদের আঘাত সইতে না পেরে মাটিতে পড়ে গেলেন। অতঃপর পাপিষ্ঠ উতবা ইবনে রাবিয়া তার কাছে আসল। সে তাঁর পেট ও বুককে পা দ্বারা মাড়াতে লাগল। তাকে জুতা দিয়ে আঘাত করতে লাগল। এতে তার শরীর ক্ষত বিক্ষত হয়ে চেহারা রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেল। এমনকি তাঁর চেহারা চেনা যাচ্ছিল না। যখমে জর্জরিত শরীর নিয়ে আবু বকর رضي الله عنه বেহুশ হয়ে গেলেন। অতঃপর তার গোত্রের কিছু লোক এগিয়ে এসে কাফের, মোশরেকদের প্রতিহত করল।

তারা গুরুতর আহত আবু বকর رضي الله عنه-কে তার ঘরে পৌঁছে দিল। তখন অনেকে ভেবেছিলেন যে, তিনি হয়ত আর বাঁচবেন না। কারণ, কিছুক্ষণ পর পর তিনি বেহুশ হয়ে যাচ্ছিলেন।

তার বাবা-মা তার মাথার কাছে বসে এটা সেটা জিজ্ঞেস করছিলেন। কিন্তু তিনি কোন উত্তর দিচ্ছিলেন না। দিন গড়িয়ে রাত হল। তিনি হুশ ফিরে পেলেন। দুচোখ মেলেই সর্বপ্রথম তিনি যে প্রশ্নটি করলেন তা

Scanned with CamScanner

হল– আমার নবীর কি অবস্থা? তিনি ভালো আছেন? কোথায় আছেন?

তার মুখে একথা শুনে তার বাবা রাগ করে তাকে গালমন্দ করতে করতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু মা ছেলেকে ছেড়ে যেতে পারে না। তিনি তার পাশে বসে কাঁদছিলেন আর আদর করে জিজ্ঞেস করছিলেন, বাবা, তুমি কি খাবে? কি দেব তোমাকে?

কিন্তু আবু বকর ﵁ বারবার একই প্রশ্ন করে যাচ্ছিলেন, মা, আমাকে আমার নবীর খবর দাও। আমি জানতে চাই আমার নবী কেমন আছেন?

তার মা বললেন, আল্লাহর কসম, তোমার সাথীর কি অবস্থা তা আমার জানা নেই।

আবু বরক ﵁ বললেন, মা দয়া করে আপনি উম্মে জামিল[২] বিনতে খাত্তাবের কাছে যান। তার কাছে রাসুল ﷺ-র কথা জিজ্ঞেস করুন।

অতঃপর তার মা উম্মে জামিলের কাছে গেলেন। বললেন, আবু বকর তোমার কাছে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহর খবর জানতে চেয়েছে। তার সম্পর্কে আমাকে একটু জানাও।

তিনি বললেন, আমি আবু বকরকে চিনি না। চিনি না মুহাম্মাদ (ﷺ)-কেও। তবে আমি আপনার সাথে আপনার ছেলের কাছে যেতে চাই।

আবু বকর ﵁-র মা বললেন, ঠিক আছে। অতঃপর তিনি তার সাথে আবু বকর ﵁-র মায়ের সাথে আবু বকর ﵁-র কাছে গেলেন। আবু বকর ﵁-র ক্ষত বিক্ষত চেহারা এবং মৃতপ্রায় শরীর দেখে তিনি কেঁদে ফেললেন। বলতে লাগলেন, আল্লাহর কসম কাফের

---

[২] উম্মে জামিল ﵂ ছিলেন উমর ﵁-র বোন। ইসলামের সূচনালগ্নে যারা মুসলমান হয়েছিলেন তিনি ছিলেন তাদের একজন। অন্যদের মত তিনিও তার ইসলাম গ্রহণের কথা গোপন রেখেছিলেন।-অনুবাদক

সম্প্রদায় একদিন এর প্রতিফল ভোগ করবে। আল্লাহ ﷻ অবশ্যই তাদের থেকে এর প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন।

একথা শুনে আবু বকর ﵁ তার দিকে তাকিয়ে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলেন না। বললেন– উম্মে জামিল আমার রাসূল কেমন আছেন?

উম্মে জামিল বললেন, এখানে আপনার মা আছেন। তিনি তো শুনে ফেলবেন।

আবু বকর ﵁ বললেন, কোনো সমস্যা নেই। বলো।

উম্মে জামিল ﵂ বললেন, তিনি ভালো আছেন। সুস্থ আছেন।

আবু বকর ﵁ জিজ্ঞেস করলেন , তিনি কোথায়?

উম্মে জামিল বললেন, তিনি দারুল আরকামে।

আবু বকর ﵁-র মা বললেন, এখন তো তোমার সাথীর খবর পেয়েছ, এবার তো কিছু খাও।

আবু বকর ﵁ বললেন, আল্লাহর কসম আমি ততক্ষণ কোন কিছু মুখে দেব না, যতক্ষণ না আমি নিজ চোখে রাসুল ﷺ-কে দেখব।

অতঃপর ঘনিয়ে এল রাত। বন্ধ হয়ে গেল মানুষের চলা ফেরা। আবু বকর ﵁ কষ্ট করে দাঁড়াতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু পারলেন না। তার মা ও উম্মে জামিল ﵂ তার মনের অবস্থা বুঝতে পারলেন। তারা তাকে নিয়ে বের হলেন। তিনি তাদের সাহায্য নিয়ে ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগলেন।

পরিশেষে অনেক কষ্টে তারা রাসুল ﷺ-র দরবারে হাজির হলেন। রাসুল ﷺ-ও তাকে এক নজর দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। আবু বকর ﵁-কে দেখে তিনি এগিয়ে এসে মহব্বতে তাকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে কপালে চুমু খেলেন।

আর আবু বকর ﵁ নবীজী ﷺ-র দরবারে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! আপনার জন্য আমার মা বাবা উৎসর্গ হোক। আমার কিছু হয়নি তবে ওই পাপিষ্ঠরা আমার চেহারায় আঘাত করেছে।

Scanned with CamScanner

অতঃপর তিনি আবার বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! ইনি আমার মা। তিনি তার সন্তানের প্রতি দয়াবতী। আপনার মোবারক দোআ হলে হয়ত আল্লাহ ﷻ তাকে জাহান্নামের স্থায়ী শাস্তি থেকে মুক্তি দেবেন।

রাসুল ﷺ তার মায়ের জন্য আল্লাহর কাছে দোআ করলেন। যার বদৌলতে তার মা কালেমা পড়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন।

দীনের জন্য নিবেদিত প্রাণ

আবু বকর رضي الله عنه দীনের জন্য এমনই নিবেদিত প্রাণ ছিলেন। যার ফলশ্রুতিতে আল্লাহ ﷻ তাকে দীনের ওপর সদা প্রতিষ্ঠিত রেখেছিলেন। রাসুল ﷺ যখন ইন্তেকাল করলেন, তখন কিছু মানুষ তাঁর মৃত্যুর ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে পড়ল। উমর رضي الله عنه তো উন্মুক্ত তরবারী হাতে দাঁড়িয়ে বললেন, যে বলবে রাসুল ﷺ ইন্তেকাল করেছেন, আমি তার গরদান উড়িয়ে দেব।

তখন আবু বকর رضي الله عنه দৃঢ় পদক্ষেপে মিম্বরে উঠলেন। স্থির চিত্তে, দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা দিলেন– যারা মুহাম্মাদ ﷺ-র ইবাদত করতো তারা জেনে রাখো, মুহাম্মাদ ﷺ ইন্তেকাল করেছেন। আর যারা আল্লাহ ﷻ-র ইবাদত করো, তারা জেনে রাখো, আল্লাহ চিরঞ্জীব, তাঁর মৃত্যু নেই।

এর কিছুদিন পর মক্কার আশপাশের কিছু গোত্রের লোকেরা মুরতাদ হয়ে গেল। আবু বকর رضي الله عنه তাদের শক্ত হাতে দমন করলেন। রাখলেন ইসলামের পতাকাকে সমুন্নত। তার হাতে ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবীর

সংখ্যা ত্রিশের অধিক। যাদের মধ্যে ছয়জনই ছিলেন জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত মহাসৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভূক্ত।[৩]

আল্লাহওয়ালাদের সাথে মনের অবস্থা শেয়ার করো

হে মুসলিম তরুণ-তরুণী! হে মুসলিম যুবক-যুবতী! তোমাদের বলছি। যখনই প্রবৃত্তির তাড়না তোমাদেরকে পাপের পথে ধাবিত করবে। যখনই অন্তরের কাঠিন্যতা অনুভব করবে, যখনই দেখবে তোমাদের মন আল্লাহ ﷻ-র আনুগত্যে শৈথিল্য এবং নাফরমানীতে আগ্রহী হয়ে উঠেছে, তখনই তোমার অবস্থা কোন এক সৎ, নেককার, আল্লাহ ওয়ালার সাথে শেয়ার করবে।

আমাদের পূর্বসূরীদের কেউ কেউ তো একে অপরকে বলত– আসুন আমরা কিছু সময় ঈমানী মুযাকার করি।

ইমাম তিরমিযি رحمه الله ও ইমাম নাসাঈ رحمه الله সহিহ সনদে বর্ণনা করেছেন, মারছাদ ইবনে আবি মারছাদ رضي الله عنه একবার মদিনা থেকে

---

৩. তাদের কয়েকজনের নাম হল– উসমান গণী رضي الله عنه, যোবায়ের رضي الله عنه, আব্দুর রহমান ইবনে আউফ رضي الله عنه, তালহা رضي الله عنه, সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস رضي الله عنه, আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ رضي الله عنه, উসমান ইবনে মাযউন رضي الله عنه, আমের বিন ফুহাইরাহ رضي الله عنه। মহিলাদের মধ্যে রাসুল ﷺ-র চাচী তথা আব্বাস رضي الله عنه এর স্ত্রী উম্মুল ফযল رضي الله عنها, আসমা বিনতে উমাইস رضي الله عنها, আসমা বিনতে আবী বকর رضي الله عنها এবং উমর رضي الله عنه এর বোন ফাতেমা رضي الله عنها। [তথ্যসূত্র : তারিখুল ইসলাম : পৃ : ৫৬]– অনুবাদক

গোপনে মক্কায় এলেন। উদ্দেশ্য মক্কার যে ঘরগুলোতে মুসলমানেরা বন্দি জীবন যাপন করছেন– তাদেরকে মুক্ত করে মদিনায় নিয়ে যাওয়া। ইতিপূর্বে তিনি এক কয়েদিকে ছাড়িয়ে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তাকে ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্য তিনি রাতের আঁধারে মক্কায় প্রবেশ করলেন। ধীরপদে গন্তব্য পানে অগ্রসর হচ্ছিলেন। এ সময় হঠাৎ তিনি মক্কার এক ব্যভিচারিণী নারীকে দেখতে পেলেন। তাকে ইনাক নামে ডাকা হতো। অজ্ঞতার যুগে সে তার বান্ধবী ছিল। তাকে দেখে তিনি একটি দেয়ালের ছায়ায় লুকিয়ে গেলেন। কিন্তু ওই নারীটি তাকে আগেই দেখে ফেলেছিল। সে তার দিকে এগিয়ে এল। কাছে এসে তাকে চিনে ফেলল।

বলল, আরে মারছাদ নাকি?

তিনি বললেন, হ্যাঁ।

সে বলল, ধন্যবাদ ও অভিবাদন তোমাকে। এসো আজ আমার সাথে একটি রাত কাটিয়ে যাও।

তিনি বললেন, ইনাক, আল্লাহ ﷻ তো এটাকে হারাম করে দিয়েছেন।

সে বলল, তুমি জিনা করবে নয়তো তুমি যে উদ্দেশ্যে মক্কায় এসেছ, আমি সেকথা ফাস করে দেব।

তিনি বললেন, না, আমি কিছুতেই জিনা করব না।

একথা শোনার পর সে চেচিয়ে বলতে লাগল, হে তাবু বাসীরা! এই ব্যক্তি তোমাদের বন্দিদের ছাড়িয়ে নিতে এসেছে।

তাকে চিৎকার করতে দেখে মারছাদ رضي الله عنه সেখান থেকে পালিয়ে গেলেন। আট ব্যক্তি তার পিছু নিল। তিনি একটি বাগানে প্রবেশ করলেন। আত্মগোপন করলেন বাগানের এক গুহায়। তার পিছু ধাওয়াকারীরাও সেখানে প্রবেশ করল। কিন্তু আল্লাহ ﷻ তাদের চোখকে পর্দাবৃত করে দিলেন। ফলে তারা বিফল হয়ে তাদের ঘরে ফিরে গেল।

Scanned with CamScanner

এরপর মারছাদ ﵁ সেখানে কিছু সময় আত্মগোপন করে থেকে তার কয়েদি সাথীর কাছে গেলেন। তাকে মুক্ত করে মক্কার বাইরে নিয়ে এলেন। তার শিকল খুলে দিলেন। অতঃপর দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে উভয়ে মদিনাতে এসে পৌঁছলেন।

মদিনায় আসার পর মারছাদের অন্তরে বারবার সেই ব্যভিচারিণী নারীর ছবি ভাসছিল। তিনি নিজেকে সামলে রাখতে পারছিলেন না। অবশেষে তিনি রাসুল ﷺ-র কাছে এসে বললেল, হে আল্লাহর রাসুল! আমি কি ইনাক কে বিবাহ করব?

রাসুল ﷺ তার কথা উপেক্ষা করলেন।

তিনি আবার বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, আমি কি ইনাক কে বিবাহ করব?

রাসুল ﷺ কিছুই বললেন না। অতঃপর আল্লাহ ﷻ ওহি নাযিল করলেন–
﴿اَلزَّانِیْ لَا یَنْكِحُ اِلَّا زَانِیَةً اَوْ مُشْرِكَةً ۫ وَّالزَّانِیَةُ لَا یَنْكِحُهَاۤ اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِیْنَ﴾

> ব্যভিচারী পুরুষ কেবল ব্যভিচারিণী নারী অথবা মোশরেকা নারীকেই বিয়ে করে এবং ব্যভিচারিণীকে কেবল ব্যভিচারী মোশরেক পুরুষই বিয়ে করে এবং এদেরকে মুমিনদের জন্যে হারাম করা হয়েছে। [সূরা নূর : ৩]

এরপর রাসুল ﷺ তাকে ডেকে বললেন, মারছাদ, জিনাকারী পুরুষই বিবাহ করে জিনাকারীনীকে অথবা মোশরেক মহিলাকে। আর জিনাকারীনীও বিবাহ করে শুধু জিনাকারী পুরুষ অথবা মোশরেককে। তাই তুমি তাকে বিবাহ করো না।

মারছাদ রাসুল ﷺ-র কথা মানলেন। আল্লাহ ﷻ মারছাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেলেন।

ভেবে দেখো, মারছাদ ﵁ রাসুল ﷺ-র সাথে বিষয়টি শেয়ার করার মাধ্যমে কিভাবে নিজেকে শোধরে নিলেন। রক্ষা পেলেন শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে।

Scanned with CamScanner

আমার অন্তর কঠোর হয়ে গেছে

আবু নাঈম 'আলহিলা' নামক গ্রন্থে আমর ইবনে মাইমুন ইবনে মিহরানের সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমার পিতা বৃদ্ধ হওয়ার পর তার দৃষ্টিশক্তি চলে গেল। তখন তিনি আমাকে বললেন, আমাকে হাসান বসরীর কাছে নিয়ে চলো। অতঃপর আমি তাকে নিয়ে হাসান বসরী ﵀ এর বাড়ির দিকে রওয়ানা হলাম। সেখানে পৌঁছার পর আমার পিতা তাকে বললেন, হে আবু সাঈদ (হাসান বসরীর ﵀ এর উপনাম) আমি অনুভব করছি যে, আমার অন্তর কঠোর হয়ে গেছে। তুমি আমার অন্তরকে একটু নরম করে দাও।

তার কথা শুনে হাসান বসরী ﵀ তেলাওয়াত করলেন–

﴿أَفَرَءَيْتَ إِن مَّتَّعْنَٰهُمْ سِنِينَ ﴿٢٠٥﴾ ثُمَّ جَآءَهُم مَّا كَانُوا۟ يُوعَدُونَ ﴿٢٠٦﴾ مَآ أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يُمَتَّعُونَ﴾

আপনি ভেবে দেখুন তো, যদি আমি তাদের বছরের পর বছর ভোগ-বিলাস করতে দেই।

অতঃপর যে বিষয়ে তাদের ওয়াদা দেয়া হয়েছিল, তা তাদের কাছে এসে পড়ে।

তখন তাদের ভোগ-বিলাস তাদের কি উপকারে আসবে? [সূরা শূআরা : ২০৫-২০৭]

এই আয়াত শুনে আমার পিতা কাঁদতে শুরু করলেন। কাঁদতে কাঁদতে মাটিতে গড়াগড়ি খেতে লাগলেন। জবাইকৃত ছাগল যেমন মাটিতে গড়াগড়ি খায়। হাসান বসরী ﵀ও উচ্চস্বরে কাঁদতে লাগলেন। অতঃপর এক বাঁদী এসে বলল, তোমরা তো এই বৃদ্ধ লোকটিকে কষ্ট দিচ্ছ। তোমরা জলদি এখান থেকে চলে যাও।

Scanned with CamScanner

অতঃপর আমি আমার পিতার হাত ধরে তাকে নিয়ে চলে এলাম। রাস্তায় আমার পিতা আমাক বুকে মৃদু আঘাত করে বলল, হে ছেলে! তিনি আমাদের সামনে মাত্র কয়েকটি আয়াত তেলাওয়াত করলেন। যদি তোমার অন্তর তা বুঝতে সক্ষম হতো তাহলে তা দাগ কেটে যেত।

لَا بُدَّ مِنْ شَكْوى إِلى ذِيْ مَرُوْءَة * يُنَاجِيْكَ أَوْ يُسَلِّيْكَ أَوْ يَتَوَجَّعُ

হ্যাঁ, অভিযোগটাও হওয়া দরকার একজন অন্তর ওয়ালা ব্যক্তির সাথে। যে হয়তো তোমার সাথে নিভৃতে কথা বলবে। হয়তো তোমাকে শান্তনা দেবে। নয়তো তোমাকে আঘাত করবে।

সর্বদা আনুগত্য কর আল্লাহ ﷻ-র

দীনের ওপর অটল ও অবিচল থাকার অন্যতম বড় মাধ্যম হল বান্দা সর্বদা আল্লাহ ﷻ-র আনুগত্য করবে। হোক তা গোপনে কিংবা প্রকাশ্যে। ইবনে মাজাহ ও অন্যান্য কিতাবে সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত হয়েছে, রাসুল ﷺ বলেছেন, আমি আমার উম্মতের কিছু দল সম্পর্কে জানি, যারা কেয়ামত দিবসে তিহামার শুভ্র পাহাড় সমূহের ন্যায় অনেক নেকি নিয়ে উপস্থিত হবে। কিন্তু আল্লাহ ﷻ সেগুলোকে ধুলিস্যাৎ করে দেবেন।

একথা শুনে ছাওবান رضي الله عنه বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! আমাদেরকে তাদের বিবরণ দিন। তাদের সম্পর্কে স্পষ্ট করে বলুন। যেন আমরা নিজেদের অজ্ঞাতসারে তাদের দলভূক্ত না হয়ে যাই।
রাসুল ﷺ বললেন, তারা হল তোমাদের দীনি ভাই। তোমাদের মতই তারা রাতে তাহাজ্জুদ পড়ে। কিন্তু যেসব বিষয় আল্লাহ ﷻ নিষেধ করেছেন, সেগুলোর সাথে যখন তারা নিভৃতে মিলিত হয়, তখন তারা তাঁর নিষেধ অমান্য করে।

একজন পুরুষ যখন একজন বেগানা নারীর সাথে নির্জনে মিলিত হয়, তখন তাদের মধ্যে তৃতীয়জন হয় শয়তান। সে তাদেরকে অপকর্মের দিকে ডাকে।

তিনি আরো বললেন, যে ব্যক্তি তার আসমান সমান প্রসস্ত জান্নাতকে ক্ষণস্থায়ী ভোগের বিনিময়ে বিক্রি করে ফেলে, সে তো পাগল।

অথচ নেককার মানুষদেরকে তার ভালো লাগে। সুখ পায় নেককার ব্যক্তি ও তাঁর প্রভুর মধ্যকার সম্পর্ক দেখে। তাকে নেকির ভান্ডার অর্জন করতে দেখে। যেমন নেককার ব্যক্তি গোপনে সদকা করে। অসহায়ের সহায় হয়। ইয়াতিম, বিধবা ও মিসকিনের দায়িত্ব গ্রহণ করে। শেষ রাতে আল্লাহ ﷻ-র সামনে দাঁড়ায়। দিনে রোজা রাখে। দোআ ও ইস্তেগফার করে। কোরআন খতম করে। প্রভুকে সারাক্ষণ স্মরণ করে। আর এভাবেই সে সমৃদ্ধ করে তার নেকির ভান্ডারকে। আর আল্লাহ ﷻ-তো সৎকর্মশীলদের প্রতিদান বিনস্ট করেন না।

তিনি ছিলেন দয়ার আঁধার

আবু বকর رضي الله عنه প্রতিদিন ফজরের সালাত আদায় করে মরুভূমির দিকে যেতেন এবং সেখানে কিছুক্ষণ অবস্থান করে শহরে ফিরে আসতেন। উমর رضي الله عنه প্রত্যহ তার এরূপ যাতায়াতের দৃশ্য দেখে অবাক হলেন। তাই একদিন ফজরের সালাতের পর আবু বকর رضي الله عنه যখন বের হলেন, তখন তিনি গোপনে তাঁকে অনুসরণ করতে লাগলেন। অতঃপর তিনি একটি ঢিলার পিছনে লুকিয়ে থাকলেন। দেখলেন আবু বকর رضي الله عنه একটি পুরাতন তাঁবুতে প্রবেশ করলেন। অতঃপর সেখানে কিছুক্ষণ অবস্থান করার পর তিনি বের হয়ে গেলেন।

উমর ﷺ টিলার আড়াল থেকে বের হয়ে সেই তাঁবুতে প্রবেশ করলেন। সেখানে তিনি এক অন্ধ দুর্বল মহিলাকে দেখতে পেলেন, যার কয়েকটি শিশু সন্তান রয়েছে। তিনি মহিলাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে কে আসে?

মহিলা বলল, আমি তাকে চিনি না। তিনি একজন মুসলিম। প্রতিদিন সকালে তিনি আমাদের কাছে আসেন। আমাদের গৃহ পরিস্কার করে দেন, আঁটা পিষে দেন এবং গৃহপালিত পশুগুলির দুগ্ধ দোহন করে দেন, তারপর চলে যান।

বিস্ময়াভিভূত হয়ে উমর ﷺ বেরিয়ে আসলেন এবং বললেন হে আবু বকর! পরবর্তী খলীফাদের ওপর তুমি কত কষ্টই না চাপিয়ে দিলে!!!

সহমর্মিতার বিরল উপমা

উমর ﷺ ও আল্লাহ ﷻ-র ইবাদত ও আনুগত্যে আবু বকর ﷺ থেকে পিছিয়ে ছিলেন না।

একবার তিনি মদিনার গ্রাম অঞ্চলের লোকদের খোঁজ-খবর নিতে বের হলেন। হঠাৎ দেখলেন, এক মুসাফির ব্যক্তি রাস্তার মাঝখানে পুরাতন তাবু টাঙিয়ে বসে আছে। তার চেহারা চিন্তাক্লিষ্ট। অবয়বে অস্থিরতার ছাপ স্পষ্ট।

উমর ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কে?

জবাবে সে বলল, আমি এক গ্রাম্য লোক। আমি আমিরুল মুমিনেরর কাছে এসেছিলাম কিছু দান-খয়রাত নেওয়ার জন্য।

আচানক তাবুর ভেতর থেকে কান্নার আওয়াজ ভেসে এল। উমর ﷺ কান্নার কারণ জানতে চাইলেন।

Scanned with CamScanner

ওই ব্যক্তি বলল, আল্লাহ ﷻ আপনার ওপর রহম করুন। দয়া করে আপনি আপনার কাজে যান। (আপনার কাছে বলে কি লাভ?)

উমর رضي الله عنه বললেন, এটাও আমার কাজ।

ওই ব্যক্তি বলল আমার স্ত্রী প্রসব ব্যাথায় কাতরাচ্ছে। কিন্তু আমার কাছে টাকা-কড়ি কিংবা খাদ্য কোনটাই নেই। এমনকি এ অবস্থায় সাহায্য করতে পারে এমন একজন মানুষও আমার পাশে নেই।

এ কথা শুনে কালবিলম্ব না করে উমর رضي الله عنه দ্রুতপদে নিজের বাড়িতে গেলেন। স্ত্রী উম্মে কুলসুম বিনতে আলী رضي الله عنها-কে বললেন, তোমার কাছে কি উত্তম কিছু আছে?

স্ত্রী বললেন, কি জন্য?

উমর رضي الله عنه তার কাছে ওই ব্যক্তির ঘটনা খুলে বললেন। শুনে তার স্ত্রী কিছু আসবাব পত্র, কিছু খাবার, কয়েকটি পাতিল ও লাকড়ি নিয়ে উমর رضي الله عنه-র সাথে সেখানে গেলেন।

উমর رضي الله عنه-র স্ত্রী ওই মহিলাকে সাহায্য করার জন্য তাবুর ভেতর প্রবেশ করলেন। আর উমর رضي الله عنه বাইরে আগুন জ্বালালেন। খাবার দ্রুত তৈরীর জন্য তিনি লাকড়িতে বারবার ফুঁ দিচ্ছিলেন। ফলে ধোঁয়ার কুন্ডলী তার চোখে মুখে প্রবেশ করছিল। গ্রাম্য ব্যক্তিটি অপলক দৃষ্টিতে তাকে দেখে যাচ্ছিল।

এরই মধ্যে তার স্ত্রী তাবুর ভেতর থেকে বললেন, হে আমিরুল মুমিনীন! আপনার সাথীকে পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিন।

'আমিরুল মুমিনিন' শব্দটি শুনে লোকটি ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। সে কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, আপনি উমর ইবনুল খাত্তাব?

তিনি বললেন, হ্যাঁ।

লোকটি এবার কিংকর্তব্যবিমূঢ় বনে গেল। ভয়ে জড়সড় হয়ে গেল।

উমর رضي الله عنه বললেন, তুমি শান্ত হও এবং যেখানে আছো সেখানেই স্থির হয়ে বসে থাকো। এই বলে তিনি চুলা থেকে খাবাবের পাতিলটি তুলে তাবুর কাছে নিয়ে গেলেন।

Scanned with CamScanner

তার স্ত্রীকে ডেকে বললেন, ওই মহিলাকে পেট ভরে খানা খাওয়াও।

তিনি ওই মহিলাকে খানা খাওয়ালেন। অবশিষ্ট খাবারগুলো তাবুর বাইরে পাঠিয়ে দিলেন।

উমর ﵁ নিজ হাতে সেই খাবারগুলো এনে ওই লোকটির সামনে রাখলেন এবং বললেন, তুমি তো সারারাত জেগে ছিলে, এখন এই খাবারগুলো খেয়ে নাও।

অতঃপর উমর ﵁ তার স্ত্রীকে ডাক দিলেন। তিনি বের হয়ে এলেন। এবার তিনি ওই ব্যক্তিকে বললেন, আগামী কাল তুমি আমার কাছে এসো। ইনশাআল্লাহ আমি তোমার জন্য উত্তম কিছুর ব্যবস্থা করে দেব।

গোপন সদকা প্রভুর ক্রোধকে দমিয়ে দেয়

তাদের পরবর্তী অনেক মনীষীও এরূপ বৈশিষ্টের অধিকারী ছিলেন। যেমন হুসাইন বিন আলী ﵁। তিনি রাতে আটার বস্তা পিঠে বহন করে অভাবীদের মাঝে বিলি করতেন। বলতেন, গোপনে সদকা করা প্রভুর ক্রোধকে দমিয়ে দেয়। তার মৃত্যুর পর মানুষেরা তার পিঠে কালো কালো দাগ দেখতে পেল। তারা বলাবলি করতে লাগল– এই পিঠ তো মালামাল বহনকারীর পিঠের ন্যায়। কিন্তু তিনি এমন কোন পেশা গ্রহণ করেছিলেন বলে তো জানা নেই।

একবার মদিনার একশত বিধবা ও ইয়াতিমের বাড়িতে খাদ্য ফুরিয়ে গেল। তিনি প্রতিদিন রাতে তাদের কাছে খাবার নিয়ে আসতেন। আশ্চর্যের বিষয় হল, তারা কেউই জানত না যে, কে তাদের কাছে খাবার নিয়ে আসছে। তার ইন্তেকালের পর তারা সে কথা জানতে পেরেছিল।

Scanned with CamScanner

সুসংবাদ প্রভুর ভয়েপূর্ণ অন্তরগুলোর জন্য

আমাদের এক পূর্বসূরী লাগাতার বিশ বছর একদিন অন্তর অন্তর সওম রাখতেন। কিন্তু তার পরিবারের লোকেরা একথা জানত না। কেননা তার একটি দোকান ছিল। খুব সকালে তিনি দোকানে চলে যেতেন। সাথে নিয়ে যেতেন সকালের নাস্তা ও দুপুরের খাবার। যেদিন তিনি সওম রাখতেন সেদিন খাবার সদকা করে দিতেন। আর যেদিন সওম রাখতেন না, সেদিন সেগুলো খেয়ে নিতেন। সন্ধ্যার পর তিনি পরিবারের কাছে ফিরে আসতেন এবং তাদের সাথে রাতের খাবার খেতেন।

হ্যাঁ, তারা সর্বাবস্থায় আল্লাহ ﷻ-র দাসত্বের কথা স্মরণ রাখতেন। তারাই হলেন প্রকৃত মুত্তাকী। আল্লাহ ﷻ-র সত্য বন্ধু। আল্লাহ ﷻ পবিত্র কোরআনে এরশাদ করেন–

﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿٣١﴾ حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا ﴿٣٢﴾ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا ﴿٣٣﴾ وَكَأْسًا دِهَاقًا ﴿٣٤﴾ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا ﴿٣٥﴾ جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا﴾

পরহেযগারদের জন্যে রয়েছে সাফল্য। উদ্যান, আঙুর। সমবয়স্কা, পূর্ণযৌবনা তরুণী। এবং পূর্ণ পানপাত্র।
তারা তথায় অসার ও মিথ্যা বাক্য শোনবে না। এটা আপনার পালনকর্তার তরফ থেকে যথোচিত দান।
[সূরা নাবা : ৩১-৩৬]

অতএব, সুসংবাদ সেসব অন্তরের জন্য যেগুলো তাদের প্রভুর ভয়ে পরিপূর্ণ। যেসব অন্তর প্রভুর ভালোবাসায় কানায় কানায় ভরপুর।

Scanned with CamScanner

আনুগত্য যাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। যাদের চলাফেরা, উঠাবসা সবই পরিণত হয়েছে ইবাদতে।

দীনের ওপর দীর্ঘ অবিচলতা যেন ধোঁকায় না ফেলে

বন্ধু আমার! তোমাকে যদি আল্লাহ ﷻ তাঁর দীনের ওপর অটল থাকার তাওফিক দেন, তাহলে দেখো, দীনের ওপর দীর্ঘ অবিচলতা, সালাত ও ইবাদতে আধিক্যতা যেন তোমাকে ধোকায় ফেলে না দেয়। বরং সর্বদা তুমি আল্লাহ ﷻ-র কাছে তোমাকে দীনের ওপর কায়েম রাখার জন্য প্রার্থনা করবে। গোনাহ থেকে নিরাপদ থাকা ও দৃঢ় বিশ্বাস অর্জনের জন্য দোআ করবে।

মূর্তি-প্রতিমার সংহারক, পবিত্র কা'বা ঘরের নির্মাতা ইবরাহীম ﵇-র দিকে লক্ষ করো। তিনি পবিত্র কা'বা নির্মাণকালে উচ্চস্বরে তাঁর প্রভুর কাছে প্রার্থনা করেছেন–

﴿وَاجْنُبْنِيْ وَبَنِيَّ اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ﴾

(হে আমার প্রতিপালক) আমাকে ও আমার সন্তান-সন্ততিকে মূর্তিপূজা থেকে দূরে রাখুন। [সূরা ইবরাহীম : ৩৫]

সুতরাং কে আছে, যে ইবরাহীমের পর আল্লাহ ﷻ-র পরীক্ষা থেকে নিরাপদ থাকতে পারে?

আয়েশা ؓ বলেন, রাসুল ﷺ তাঁর অধিকাংশ দোআতে বলতেন–

اَللّٰهُمَّ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلٰى دِيْنِكَ..

হে অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী! আমার অন্তরকে আপনার দীনের ওপর অবিচল রাখুন।

Scanned with CamScanner

এছাড়াও তিনি আল্লাহ ﷻ-র কাছে হেদায়াতের পর গোমরাহী থেকে পানাহ চাইতেন।

দীনের ওপর অবিচল থাকার অন্যতম শক্তিশালী মাধ্যম হল– নবীদের রেখে যাওয়া মিরাছ নিয়ে ব্যস্ত থাকা। যেমন উপকারী ইলম অর্জন করা। ইলমের মজলিশে উপস্থিত হওয়া। আলেমদের সাথে উঠাবসা করা।

একজন আলেম শয়তানের জন্য একহাজার আবেদের চেয়েও বেশি কঠোর। একজন আলেমের মর্যাদা আবেদের ওপর এরূপ, যেরূপ চাঁদের মর্যাদা তারকারাজির ওপর।

কিভাবে জান্নাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে

পরিশেষে বলব, দীনের ওপর অটল অবিচল থাকার মাধ্যম সমূহের মধ্য থেকে কিছু হল–

(১) বান্দা আল্লাহর আনুগত্যে অবিচল থাকার পরিনাম সম্পর্কে চিন্তা করবে।

(২) হারাম জিনিস থেকে বেঁচে থাকার পরিণামের কথা ভাববে।

যে ব্যক্তি প্রকৃত জ্ঞানী, সে কি করে স্বপ্নের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী ভোগবিলাসের বিনিময়ে এমন জিনিষকে বিক্রি করে দেয় কোন চোখ যা দেখেনি, কোন কান যা শোনেনি, কোন মানুষের অন্তরে যার কল্পনা হয়নি।

কিভাবে বিপদাপদে ভরপুর একটি জেলখানার বিনিময়ে ওই জান্নাতকে বিক্রি করে দেয়; যার প্রশস্ততা আসমান-জমিনের সমপরিমাণ!
কিভাবে গোয়ালঘরের ন্যায় অবশ্য ধ্বংসশীল একটি জায়গার বিনিময়ে ওই বাসস্থানকে বিক্রি করে দেয়; যার তলদেশ দিয়ে নদী সমূহ প্রবাহমান।

Scanned with CamScanner

কিভাবেইবা নির্লজ্জ, অপবিত্রা ও অসতি নারীদের বিনিময়ে চির যৌবনা, অপরূপা রমণীদের বিক্রি করে দেয়; যারা সৌন্দর্য ও উজ্জলতায় ইয়াকুত ও মুক্তার ন্যায় ।

কিভাবে দীন ও দুনিয়ার জন্য ক্ষতি বহনকারী শরাবের বিনিময়ে এমন শরাবের নদী সমূহকে বিক্রি করে দেয়; যা পানকারীদের জন্য অধিক সুস্বাদু।

কিভাবেইবা পাপিষ্ঠা নারীর কুৎসিত চেহারা দর্শনের বিনিময়ে বিক্রি করে দেয় দয়াময় পরাক্রমশালী প্রভুর দর্শনের মহা সৌভাগ্যকে।

কিভাবে গান বাজনা শোনার বিনিময়ে বিক্রি করে দেয় দয়াময়ের শ্রুতিমধুর কালাম শোনাকে।

কিভাবেইবা অবাধ্য শয়তানের সাথে বসার বিনিময়ে বিক্রি করে দেয় কেয়ামত দিবসের মনিমুক্তা খচিত আসনে বসাকে!

আহা! তুমি কিভাবে জান্নাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে? অথচ তা হল এমন বাড়ি; যা দয়াময় প্রভু নির্মান করেছেন নিজ হাতে। যাকে তিনি বানিয়েছেন নিজের প্রিয় মানুষদের জন্য বাসস্থানরূপে। যার মধ্যে প্রবেশকে তিনি আখ্যায়িত করেছেন মহা সফলতা হিসেবে। সেখানে তিনি তাঁর প্রিয় বান্দাদের প্রত্যেককেই দান করবেন সুবিশাল সম্প্রাজ্য!

কেমন হবে সেই জান্নাত

তুমি শুনতে চাও সেই জান্নাতের বিবরণ? জানতে চাও কেমন হবে দয়াময় আল্লাহর ﷻ-র সেই জান্নাত? কেমন হবে সেখানকার অধিবাসীরা? তাহলে শোন–

জান্নাতের মাটি হচ্ছে জাফরান আর কস্তুরীর। এর ছাদ হচ্ছে আল্লাহর আরশ। শিলাখন্ডগুলো মণি-মুক্তার। দালানগুলো তৈরি সোনা রূপা দিয়ে।

Scanned with CamScanner

গাছের শাখা-প্রশাখাগুলো সোনা রূপার। ফলগুলো মাখনের চেয়ে নরম, মধুর চেয়ে মধুর। পাতাগুলো সবচেয়ে কোমল কাপড়ের চেয়েও কোমল। কিছু নদী দুধের। যার স্বাদ কখনো বদলাবে না। কিছু শরাবের। যারা পান করবে তাদের তৃপ্তি মিটবে। কিছু নদী পবিত্র মধুর। কিছু নদী সতেজ পানির।

যে ফলমূল জান্নাতীরা চাইবে তা-ই তারা পাবে। যে পাখির গোশত তারা খেতে চাইবে তা-ই খাবে। তাদের পানীয় হচ্ছে তাসনীম, সজীবতা উদ্দীপক ও কাফ‚র। তাদের পেয়ালাগুলো স্বচ্ছ, সোনারূপার তৈরি। এর ছায়া এত বড় যে, দ্রুতগতির কোনো অশ্বারোহী একশ বছর ধরে চললেও সেই ছায়া থেকে বের হতে পারবে না। এর বিশালতা এত বেশি যে, জান্নাতের সবচেয়ে নিচু অবস্থানে যে থাকবে তার রাজত্বে যেসব দেওয়াল, ভবন আর বাগান থাকবে সেগুলো পার করতে হাজার বছর লেগে যাবে। এর তাঁবু আর শিবিরগুলো যেন লুকোনো মুক্তো। একেকটা প্রায় ষাট মাইল লম্বা। এর ভবনগুলোতে থাকবে কামরার পর কামরা। তাদের নিচ দিয়ে বয়ে যাবে নদী। এগুলোর উচ্চতা যদি জানতে চাও তাহলে আকাশের যেসব উজ্জ্বল তারা দেখা যায় সেগুলোর দিকে তাকাও। দৃষ্টি যেসব তারার নাগাল পায় না সেগুলোও দেখার চেষ্টা করো।

জান্নাতীদের পোশাক হচ্ছে রেশম আর স্বর্ণ। তাদের বিছানায় যেসব কাঁথা থাকবে সেগুলো হবে সবচেয়ে উঁচু মাপের রেশমি কাপড়ের। তাদের চেহারা হবে চাঁদের মতো। সেখানে তারা শুনবে তাদের পবিত্র স্ত্রীদের গান। তার চেয়েও ভালো হচ্ছে সেখানে তারা ফেরেশতা আর নবিদের কণ্ঠ শুনতে পাবে। এর চেয়েও উত্তম বিষয় হচ্ছে সেখানে তারা নিখিল বিশ্বজগতের প্রভুর কথা শুনতে পাবে।

তাদের খেদমতে থাকবে চিরকিশোর বালকেরা। তাদের নমুনা হচ্ছে ছড়ানো-ছিটানো মুক্তাদানার মতো। তাদের স্ত্রীরা হবে পূর্ণ-যৌবনা। তাদের অঙ্গা-প্রতঙ্গো যৌবনের উন্মাদনা ছড়াতে থাকবে। তারা যদি তাদের সৌন্দর্য দেখায় তাহলে মনে হবে চেহারায় যেন সূর্য খেলে গেল। তাদের হাসিতে আলো চমকে উঠবে। তাদের ভালোবাসা হবে

Scanned with CamScanner

দুই আলোর মিলন। কোনো স্বামী যখন তার কোনো স্ত্রীর দিকে তাকাবে তার গালে নিজের চেহারার প্রতিচ্ছবি দেখবে। যেন সে কোনো উজ্জ্বল আয়নায় তাকিয়ে আছে। তার পেশি আর হাড়ের পেছন থেকে দ্যুতি ঠিকরে পড়বে। সেই স্ত্রী যদি দুনিয়াতে তার সৌন্দর্য অবারিত করত, তাহলে পৃথিবী ও মহাবিশ্বের মাঝে যা কিছু আছে সবকিছু সুন্দর সুবাসিত বায়ু দিয়ে পূর্ণ হয়ে যেত। পূর্ব-পশ্চিম সব তার সৌন্দর্যে আলোকিত হত। সব চোখ কেবল তারই দিকে ফিরে থাকত। সূর্যের আলোয় যেমন তারার আলো হারিয়ে যায়, তার সৌন্দর্যে সূর্য সেভাবে হারিয়ে যেত। তার মাথার অবগুণ্ঠন পৃথিবী ও এর মাঝে যা কিছু আছে তার সবকিছুর চাইতে ভালো। সময়ের সাথে সাথে কেবল তার সৌন্দর্য বাড়তেই থাকবে। নাভির নাড়, সন্তান জন্ম, মাসিক এগুলো থেকে সে হবে মুক্ত। থুথু, মূত্র, শ্লেষ্মা ও অন্যান্য নোংরা জিনিস থেকে সে পবিত্রা। তার যৌবন কখনো মিইয়ে যাবে না। পোশাক কখনো জীর্ণ হবে না। তার স্বামী কখনো তার কাছ থেকে বিরক্ত হবে না। স্ত্রীর মনোযোগ কেবল তার স্বামীর দিকেই থাকবে। সে তাকে ছাড়া আর কাউকে চাইবে না। স্বামীর চাওয়া-পাওয়াও কেবল তাকে ঘিরেই হবে। দুজন দুজনকে নিয়ে থাকবে সর্বোচ্চ স্বস্তি ও নিরাপত্তায়। মানুষ কিংবা জিনদের মধ্যে থেকে কেউ তাকে কখনো ছুঁয়ে দেখেনি।

আশ্চর্য! জান্নাত- সন্ধানীরা কিভাবে ঘুমিয়ে আছে

জান্নাতীরা তাদের উদ্যান সমূহে ঘোরাফেরা করবে। হেলান দিয়ে আসনে বসে থাকবে। জান্নাতের ফল মূল খাবে। যেদিন দয়াময়ের নিকট মুত্তাকীদেরকে দলেদলে হাজির করা হবে। আর অপরাধীদেরকে জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নেওয়া হবে। আশ্চর্য!

Scanned with CamScanner

জান্নাত-সন্ধানীরা কিভাবে ঘুমিয়ে আছে? তার আকাঙ্খীরা কিভাবে তাকে পাওয়ার প্রতিযোগিতায় অবহেলা করছে? অথচ তাদে প্রভু তাদের এই বলে ডাকছেন–

﴿٦٧﴾ يٰعِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَآ اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ ﴿٦٨﴾ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا مُسْلِمِيْنَ ﴿٦٩﴾ اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ اَنْتُمْ وَ اَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُوْنَ ﴿٧٠﴾ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَّ اَكْوَابٍ ۚ وَ فِيْهَا مَا تَشْتَهِيْهِ الْاَنْفُسُ وَ تَلَذُّ الْاَعْيُنُ ۚ وَ اَنْتُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٧١﴾ وَ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيْٓ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٧٢﴾ لَكُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ كَثِيْرَةٌ مِّنْهَا تَاْكُلُوْنَ ﴿٧٣﴾

হে আমার বান্দাগণ, তোমাদের আজ কোন ভয় নেই এবং তোমরা দুঃখিত হবে না। তোমরা আমার আয়াতসমূহে বিশ্বাস স্থাপন করেছিলে এবং তোমরা আজ্ঞাবহ ছিলে। জান্নাতে প্রবেশ কর তোমরা এবং তোমাদের বিবিগণ সানন্দে। তাদের কাছে পরিবশন করা হবে স্বর্ণের থালা ও পানপাত্র এবং তথায় রয়েছে মনে যা চায় এবং নয়ন যাতে তৃপ্ত হয়। তোমরা তথায় চিরকাল থাকবে। এই যে জান্নাতের উত্তরাধিকারী তোমরা হয়েছ, এটা তোমাদের কর্মের ফল। তথায় তোমাদের জন্যে আছে প্রচুর ফল-মূল তা থেকে তোমরা আহার করবে। [সূরা যুখরুফ : ৬৮-৭৩]

শেষ যামানার ফেতনা

হে মুসলিম ভাই-বোনেরা! এই হল দীনের ওপর অবিচল থাকার মাধ্যম। এটা তার জন্য, যে শান্তি ও মুক্তি কামনা করে। আমরা এমন একটি সময় পার করছি যে সময়ে ফেতনা-ফাসাদ প্রকট আকার ধারণ করেছে। আমরা প্রতিনিয়ত বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষার সম্মুখিন হচ্ছি। যেমন চোখের ফেতনা, শ্রবণের ফেতনা, অশ্লীলতা

সহজসাধ্য হওয়ার ফেতনা, অবৈধ সম্পদ উপার্জন অনায়াস-সাধ্য হওয়ার ফেতনা। যা আমাদেরকে একের পর এক বিপদে ফেলছে।

এমনকি আমাদের অবস্থা ওই জামানার নিকটবর্তী হয়ে গেছে যার কথা রাসুল ﷺ বলে গেছেন। যে হাদিসটি ইমাম তিরমিযী ও হাকিম রহ. তাদের কিতাবে উল্লেখ করেছেন। তা হল–

فَإِنَّ وَرَاءَكُمْ أَيَّامَ الصَّبْرِ اَلصَّبْرُ فِيْهِنَّ كَقَبْضٍ عَلَى الْجَمَرِ لِلْعَامِلِ فِيْهِنَّ أَجْرُ خَمْسِيْنَ مِنْكُمْ يَعْمَلُ مِثْلَ عَمَلِه..

قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللهِ أَوَ مِنْهُمْ قَالَ : بَلْ مِنْكُمْ.

তোমাদের আগত দিনগুলো হল ধৈর্যের দিন। ওই দিনগুলোতে ধৈর্য ধারণ করা আগুনের অংগারকে হাতে রাখার মত কঠিন হবে। যে ওই দিনসমূহে ধৈর্য ধরবে (এবং গোনাহ থেকে বিরত থাকবে) তার প্রতিদান হল তোমাদের পঞ্চাশ ব্যক্তির আমলের সমপরিমাণ।

সাহাবারা বললেল, হে আল্লাহর রাসুল, এই প্রতিদান কি তাদের পঞ্চাশ ব্যক্তির আমলের সমান?

রাসুল ﷺ বললেন, না, তোমাদের পঞ্চাশ জনের আমলের সমান। [এই হাদিসটি হাসান]

ইমাম মুসলিম রহ. বর্ণনা করেন, রাসুল ﷺ ইরশাদ করেছেন–

بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ فَطُوْبى لِلْغُرَبَاءِ.

ইসলামের সূচনা হয়েছে গরীব অবস্থায়। আর অচিরেই যেভাবে তার সূচনা হয়েছিল, সে রকম গরীব অবস্থায় ফেরত আসবে। অতএব সুসংবাদ সেই গরীবদের জন্য।[৪]

---

৪. হাদিসটির ব্যাখ্যায় ক্বাযী আয়ায রহ. বলেন, ইসলাম শুরু হয়েছিল অল্প সংখ্যক মানুষের দ্বারা। তারপর তা প্রকাশিত হয় এবং ছড়িয়ে পড়ে। অতঃপর অচিরেই তাতে আবার ঘাটতি বা কমতি দেখা দেবে।
অতঃপর সূচনাকালের ন্যায় অল্প কিছু মানুষের মধ্যেই ইসলাম অবশিষ্ট থাকবে [নববী, শরহ মুসলিম হা/১৪৭]-অনুবাদক

Scanned with CamScanner

সুসংবাদ সেই সল্পসংখ্যক মানুষদের জন্য

হ্যাঁ, সুসংবাদ সেই সল্পসংখ্যক মানুষদের জন্য। শেষ জামানায় সৎকর্মশীল মানুষের আমলের প্রতিদান অনেক বেশি হবে। এজন্য যে, শত চেষ্টা করেও তখন তারা ভালো কাজের কোন সাহায্যকারী পাবে না। তখন সংখ্যাগরিষ্ঠ পাপিষ্ঠদের মাঝে তারা হবে সংখ্যালঘিষ্ঠ। হ্যাঁ, তারা এমনই হবে। কেননা, তারা সুদ খাবে না। ঘুষ খাবে না। গান-বাজনা শোনবে না। বেগানা নারীর দিকে কুদৃষ্টি দেবে না। তারা থাকবে তাওহীদের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত।

ইমাম বুখারী ﵀ বর্ণনা করেন, রাসুল ﷺ ইরশাদ করেছেন–

لاَ يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلاَّ الَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ حَتَّى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ

তোমরা তোমাদের প্রভুর সাথে মিলিত হওয়ার আগ পর্যন্ত তোমাদের ওপর যে ‘কাল’ আসবে তার পরেরটি (আগেরটির তুলনায়) অধিক খারাপ হবে।

ইমাম বযযার ﵀ সহীহ সনদে রাসূল ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন–

يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَعِزَّتِي لَا أَجْمَعُ عَلَى عَبْدِي خَوْفَيْنِ، وَلَا أَجْمَعُ لَهُ أَمْنَيْنِ، إِذَا أَمِنَنِي فِي الدُّنْيَا أَخَفْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِذَا خَافَنِي فِي الدُّنْيَا أَمَّنْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

আল্লাহ ﷻ বলেন–

আমার ইজ্জতের কসম, আমি আমার বান্দার মাঝে দু’টি ভয় একত্রিত করব না। এবং দুটি নিরাপত্তাও একত্রিত করব না। তাই যে আমার

Scanned with CamScanner

থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করেছে আমি তাকে কেয়ামত দিবসে ভয়ে ফেলব। আর যে আমাকে দুনিয়াতে ভয় পেয়েছে, কেয়ামত দিবসে আমি তাকে নিরাপদ রাখব।

হ্যাঁ, দুনিয়াতে যে আল্লাহ ﷻ-র ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকবে এবং আল্লাহ ﷻ-র মহিমাকে বড় মনে করবে, সে কেয়ামত দিবসে নিরাপত্তা লাভ করবে। আল্লাহ ﷻ-র সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হবে। জান্নাতীদের অন্তর্ভূক্ত হবে। যাদের ব্যাপারে আল্লাহ ﷻ বলেছেন–

﴿وَ اَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَآءَلُوْنَ ﴿٢٥﴾ قَالُوْۤا اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِيْۤ اَهْلِنَا مُشْفِقِيْنَ ﴿٢٦﴾ فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَ وَقٰىنَا عَذَابَ السَّمُوْمِ ﴿٢٧﴾ اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوْهُ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيْمُ﴾

তারা একে অপরের দিকে মুখ করে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। তারা বলবে: আমরা ইতঃপূর্বে নিজেদের বাসগৃহে ভীত-কম্পিত ছিলাম। অতঃপর আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করেছেন। আমরা পূর্বেও আল্লাহকে ডাকতাম। তিনি সৌজন্যশীল, পরম দয়ালু। [সূরা তূর : ২৫-২৮]

আর যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আল্লাহ ﷻ-র অবাধ্যতা ও পাপাচারে লিপ্ত ছিল, ব্যস্ত ছিল প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণে, নিজেকে ভেবেছিল আল্লাহ ﷻ-র আযাব থেকে নিরাপদ, আখেরাতে সে থাকবে ভীতি ও উৎকণ্ঠার মধ্যে।

আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন–

﴿تَرَى الظّٰلِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا كَسَبُوْا وَ هُوَ وَاقِعٌۢ بِهِمْ ؕ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فِيْ رَوْضٰتِ الْجَنّٰتِ ۚ لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ﴾

আপনি কাফেরদেকে তাদের কৃতকর্মের জন্যে ভীত সন্ত্রস্ত দেখবেন। তাদের কর্মের শাস্তি অবশ্যই তাদের ওপর পতিত হবে। আর যারা মুমিন ও সৎকর্মী, তারা জান্নাতের উদ্যানে

Scanned with CamScanner

> থাকবে। তারা যা চাইবে, তাই তাদের জন্যে তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে। এটাই বড় পুরস্কার। [সূরা শূরা : ২২]

তাই তুমি আল্লাহ ﷻ-র ওপর ভরসা কর। নিশ্চয় তুমি সুস্পষ্ট সত্যের ওপর রয়েছ। অধপতীতদের আধিক্যতা ও দীনের ওপর অবিচল ব্যক্তিদের লঘিষ্টতা দেখে তুমি ধোকায় পড়ো না। আল্লাহ ﷻ-র পথের পথিকদের সংখ্যা-স্বল্পতার কারণে পেরেশান হয়ো না ।

আমি প্রার্থনা করছি, আল্লাহ ﷻ আমাদের সকলকে নেক কাজ সম্পাদন এবং পাপ কাজ বর্জন করার তাওফিক দিন। প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল ফেতনা থেকে রক্ষা করুন।

হে আল্লাহ! হে অন্তরসমূহের ওলট-পালটকারী! আমাদের অন্তরগুলোকে আপনার আনুগত্যে অবিচল রাখুন। মুহাম্মাদ ﷺ-র ওপর দরূদ, সালাম ও বরকত বর্ষন করুন।

সমাপ্ত

Scanned with CamScanner

লেখক পরিচিতি

বর্তমান আরব জাহানের বিশিষ্ট দাঈ ডক্টর মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান আরিফী। খুব কম বয়সেই তিনি বক্তৃতা ও লেখার মাধ্যমে আরব-অনারব সর্বত্র সাড়া ফেলে দিয়েছেন। পশ্চিমা দুনিয়ায়ও তিনি এখন এক নামে পরিচিত।

ডক্টর আরিফীর জন্ম ১৯৭০ সালের ১৬ জুলাই। বংশ পরিচয়ে তিনি ইসলামের বিখ্যাত সেনাপতি খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু আনহু'র উত্তরসূরী। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন দাম্মামে। এরপর সৌদী আরবের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর পড়াশুনা করেন এবং রিয়াদের বাদশা সউদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর পিএইচডি'র বিষয় ছিল– The Views of Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah on Sufism – a Compilation and Study.

মুহাম্মাদ আরিফীর শিক্ষকদের মধ্যে অন্যতম হলেন বিখ্যাত হাদীস বিশারদ শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল, শায়খ আবদুল্লাহ ইবনে কুউদ, শায়খ আবদুর রহমান ইবনে নাসের আল-বাররাক প্রমুখ। তিনি ইলমে ফেকাহ ও ইলমে তাফসীর শিক্ষা করেন শায়খ আবদুল আযীয ইবনে বায রহ.-এর কাছে। ইবনে বায রহ.-এর সোহবতে তিনি প্রায় পনেরো/ষোলো বছর থাকার সৌভাগ্য লাভ করেন।

ডক্টর আরিফী জীবনের মূল কাজ হিসেবে বেছে নিয়েছেন 'দাওয়াত ইলাল্লাহ'কে। এই লক্ষে তিনি বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা করে থাকেন। এরপরও তিনি রাজধানী রিয়াদের বাদশা সউদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর এবং আল-বাওয়ারদী জামে মসজিদের খতীব। শুক্রবার জুমার সময় তাঁর মসজিদে তিল ধারণের ঠায় থাকে না।

ডক্টর আরিফী দাওয়াহ বিষয়ক বিভিন্ন সংগঠনের সদস্য। একইভাবে তিনি আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ইসলামী অর্গানাইজেশনেরও মেম্বার। এসূত্রে রাবেতা আলমে ইসলামী ও বিশ্ব মুসলিম উলামা ঐক্য পরিষদে তাঁর সদস্যপদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সুসাহিত্যিক ডক্টর আরিফী একজন সুবক্তা। তাঁর বক্তৃতার কয়েক ডজন অডিও-ভিডিও ক্যাসেট বাজারে পাওয়া যায় এবং সেগুলো থেকে মুসলিম সমাজ অনেক উপকৃত হচ্ছে।

মাত্র চুয়াল্লিশ বছর বয়স্ক এই বিজ্ঞ আলেম প্রায় বিশ/পঁচিশটি পুস্তক রচনা করেছেন। সেগুলোর প্রত্যেকটি বিক্রির বেলায় রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। তবে বক্ষমাণ পুস্তকটি তাঁর অন্যান্য বইয়ের রেকর্ডও ছাড়িয়ে গেছে। দুনিয়ার অনেক ভাষায় অনূদিতও হয়েছে এই বইটি।

আমরা তাঁর নেক হায়াত কামনা করছি।

Scanned with CamScanner

رِحْلَةُ الْمُشْتَاقِ

باللغة البنغالية

আল্লাহ
প্রেমের সন্ধানে

বইটি মুহাব্বতের সফর নিয়ে। এ সফর জান্নাতে প্রবেশ করার। এ সফর প্রতিপালকের দিদার লাভে ধন্য হওয়ার।

এটি আল্লাহ-প্রেমিকদের কাহিনী। যারা আদেশ-নিষেধ পালনের মাধ্যমে দীনকে জানায় সম্মান। যাদের সামনে প্রবৃত্তি কামনা-বাসনার পসরা সাজায়, ইপ্সিত ও কাঙ্ক্ষিত বস্তুগুলো যাদেরকে চারিদিক থেকে ঘিরে ধরে; কিন্তু তারা সেদিকে ফিরেও তাকায় না। কেননা, ঈমান তাদের অনড় পর্বতের মত মজবুত। সংকল্প তাদের সুদৃঢ় পাহাড়ের ন্যায় অবিচল। তারা তাদের প্রভুর সাথে সদা সত্যের ওপর অটল থাকার ব্যাপারে অঙ্গীকারবদ্ধ। পবিত্র কোরআনের বাণী–

> তারা বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ, অতঃপর তাতেই অবিচল থাকে। [সূরা ফুসসিলাত : ৩০]

কত মানুষকে তারা সঠিক পথ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে দেখে, কিন্তু তারা অবিচল থাকে তাঁর আনুগত্যে। আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে তাদের অগ্রগামীতার অন্যতম কারণ হল– দীনের ওপর তাদের অবিচলতা এবং পাপ থেকে দ্রুত তওবা।

তাদের কিছু গুণ হল– যখনই তাদের থেকে কোনো গুনাহ প্রকাশ পায়, তখনই তারা তওবা করে নেয়। তাদেরকে উপদেশ দেওয়া হলে, তারা তা গ্রহণ করে। আল্লাহর আযাবের ভয় দেখানো হলে, তারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। জাহান্নাম থেকে মুক্তি এবং দয়াময় প্রভুর সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় তারা ছেড়েছে তাদের রাজত্ব। ত্যাগ করেছে ক্ষমতার মিথ্যা দাপট। বিসর্জন দিয়েছে বিলাসী জীবন-যাপন।

হুদহুদ প্রকাশন
বিশুদ্ধ ধর্মীয় বইয়ের নতুন দিগন্ত

987-984-212-127

Scanned with CamScanner